18-19

CHILD RIGHTS IN INDIA

Issues and Challenges

(Volume - 2)

Editor
DR ABUL FOYES MD MALIK

18-19

CHILD RIGHTS IN INDIA

Issues and Challenges

(Volume - 2)

PUBLISHED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA
DIGBOI 786171

SPONSORED BY : INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH
MISITRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
NEW DELHI, 110067

FIRST PUBLISHED : JUNE, 2019

EDITED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA

COVER DESIGN : EDITOR

PRICE : 600/- (RUPEES SIX HUNDRED ONLY)

PRINTED BY : SHYAM OFFSET
BORBAZAR, TINSUKIA (ASSAM)
Mobile No. : 9435136494

ISBN : 978-93-84146-40-5

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or by any information, storage and retrieval system without prior permission in writing from the publisher.

The views and research findings provided in this publication are those of the author/s only and the editors are in no way responsible for its content.

CHILD RIGHTS IN INDIA : Issues and Challenges

CHILD RIGHTS IN INDIA
Issues and Challenges
(Volume - 2)

Contents :-

- *Child Rights* Violation During Communal violence in Assam : An analysis / Nargis Choudhury/1
- An Analysis of Child Labour in Assam : Issues and Challenges / Karabi Biswas/5
- "CHILD ABUSE- SEXUAL ABUSE AND TRAFFICKING / Mridusmita Neog/11
- A Study on Child Labour in Assam / Ruma Paul/15
- Child Rights: A Vague Concept / Pankaj Rajguru/19
- SOCIO ECONOMIC CONDITION OF CHILD LABOUR WORKING IN HOTEL INDUSTRY OF BRAHMAPUTRA VALLEY / Dr. Sanjay Sen/23
- Child Rights in India: Educational Perspective and Teacher's Role in Child Protection / Akshayjit Podder/30
- EDUCATION AND AWARENESS IN COMBATING CHILD TRAFFICKING IN INDIA / Dr. Anindita Das/35
- An analysis of Issues and Concerns of Child Labour in India / Farhin Sultana Ahmed/ 40
- EDUCATION – "THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF EVERY CHILD" / Mehbubur Rahman Choudhury, Sultana Khanam Mozumder/45
- Protection of child from cybercrime with special reference to India / Salma Yasmin/51
- A Moral Evaluation of Child Labor from the Perspective of Immanuel Kant / Ashim Chetia/57

- TREATMENT OF CHILD PROTAGONIST IN CHARLOTTE BRONTE'S *JANE EYRE* / Chimi Deka/61
- CHILD RIGHTS DURING ARMED CONFLICT / Manjuma Sonowal/64
- Child Rights in India / Dr. Ipsita Haldar/69
- RIGHT TO EDUCATION-A PROGRESSIVE MOVEMENT FROM DIRECTIVE PRINCIPLE TO FUNDAMENTAL RIGHT OF THE CONSTITUTION OF INDIA / Manomita Paul/76
- JUVENILE JUSTICE IN INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO JUVENILE JUSTICE ACT 2015 / Ankita Saikia/80
- Child Abuse: Sexual Abuse and Trafficking / Nikita Begum Talukdar/84
- An analysis of Right to Education as a Measure of Delinquency Prevention / Dr Aparajita Dutta/91
- CHILD REFUGEE CRISIS / Shabana Rakia Ahmed/96
- Child Abuse and its Protective Laws in India / Durlav Pegu/102
- জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ শিশু কবিতা ঃ এটি অধ্যয়ন (নিৰ্বাচিত কবিতাৰ আধাৰত) / দীপা শৰ্মা বৰঠাকুৰ/১০৭
- ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ 'বৰ্ণবোধ' ঃ শিশু শ্ৰমিকৰ কৰুণ গাঁথা / বিজুমণি দত্ত/১১৩
- শিশু সৰবৰাহ ঃ এক সামাজিক ব্যাধি / বৰ্ণালী গগৈ/১১৭
- শিশু শ্ৰমিক ঃ বিষয় আৰু চিন্তা / হেমপ্ৰভা বাভা/১২১
- অসমীয়া চুটিগল্পত শিশু চৰিত্ৰ ঃ এক অধ্যয়ন (লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 'মুক্তি' আৰু ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ 'বৰ্ণবোধ' গল্পৰ আধাৰত) / জুনী কোঁৱৰ/১২৬

- মাধৱদেৱৰ নাটকত শিশুকৃষ্ণ ঃ এটি আলোচনা ('চোৰধৰা' আৰু 'পিম্পৰা গুচোৱা' ঝুমুৰাৰ আধাৰত) / মীনাক্ষী দত্ত বৰ্মন/১৩৩
- শিশু শ্ৰমিক - বিষয় আৰু চিন্তা / বৰষা কাকতি/১৩৮
- ড° ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ 'মৰমৰ দেউতা' উপন্যাসত শিশু মানসিকতা ঃ এটি আলোচনা / শীলা সোনোৱাল/১৪১
- শিশু শ্ৰমিক ঃ এক চিন্তনীয় বিষয় / তিলোত্তমা ভূঞা/১৪৫
- ড° ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ গল্পত শিশু শ্ৰমিক ঃ এটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন / শিখামণি কোচ দেউৰী/১৫০
- "চেতনা ও অধিকারবোধের যাঁতাকলে আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধ ঃ সময়ের আলেখ্যে সাহিত্যের আঙিনায় আশ্রিতেরা" / হারাধন চন্দ্র মণ্ডল/১৫৬
- সুতীর্থ উপন্যাসে হারানের জীবন ও তার স্বার্থপর অভিভাবক / প্রশান্ত মণ্ডল/১৬০
- শৈশবের এক অনন্য প্রতিভূ বিরসা / রেশমী বীর/১৬৩
- রবীন্দ্র - ছোটগল্পে শিশু মনস্তত্ত্ব / শেলী দত্ত/১৬৭
- রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' ঃ 'চিরকিশোর এক পথিকের বন্ধনমুক্ত স্বাধীনতার গল্প' / অনামিকা সরকার/১৭৪
- হাসান আজিজুল হকের গল্পের অসহায় শিশু ঃ মানবিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে / ড° সুপেন্দ্র নাথ রায়/১৭৭
- শিশু অধিকার চেতনা ঃ দর্পণে রবীন্দ্রনাথের গল্প 'আপদ' / সুব্রত রায়/১৮০

- রবীন্দ্র ছোটগল্পে শিশুচরিত্র / ভরত রায়/১৮৫
- শিশু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিশুকাব্য / ড° প্রভাকর মণ্ডল/১৯০
- শিশু অধিকার চেতনার আলোকে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের গল্প 'সারেঙ' / অভিজিৎ সাহা/১৯৪
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের আলোকে অপু চরিত্র / চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য/১৯৯
- 'সাহিত্যের আকাশে শিশুর বিচরণ' ও ভারতে শিশু অধিকার ও তার সমস্যা এবং প্রত্যাহ্বান / সুস্মিতা দত্ত/২০১
- একক পাঠে শিশুসাহিত্য ঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা / নবাশ্রিতা মোদক/২০৫
- ভারতীয় শিশুদের জন্য সামাজিক নীতি ও সাংবিধানিক আইন ঃ ভাষা-অধিকারে / ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস, ডঃ কানাই দাস /২০৭
- ছিটমহলের গল্প অবলম্বনে ছিটের শিশুদের জীবন সমস্যা ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / বাসব দাস/২১১
- শরৎ চন্দ্রের গল্পে শিশু ও কিশোর চরিত্র ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / সুজন সাহা/২১৬
- বাংলা সাহিত্যে শিশু ঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্র কবিতা / বর্ণালি হাজরা/২২১
- আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে শিশুচরিত্র ঃ মনস্তত্ত্বের আলোকে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / ডঃ বিনীতা রাণী দাস/২২৫
- সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্প ঃ প্রসঙ্গ কিশোর মনস্তত্ত্ব / জাহ্নবী দাশ/২৩৫
- রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রসঙ্গ শিশু শিক্ষা / ডঃ প্রণয় ব্রহ্মচারী/২৩৯

...উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি যেন অপরিমেয় আনন্দ, অপরিসীম শান্তি লাভ করেছেন...

শিশু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিশুকাব্য

ড° প্রভাকর মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাহরকটীয়া মহাবিদ্যালয়

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের শাস্ত্রে ও পুঁথিতে অনেক জ্ঞান গর্ভ আলোচনা থাকলেও শিশুর [illegible] মানসিক শক্তির বিকাশ নিয়ে বর্তমানে আলোচনা এবং গবেষণা বিশেষ ভাবে চলছে। মনোবিদ্যার [illegible] আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটছে। আধুনিক মনোবিদ্যা আর ও বলছে যে শিশুর মন না জানতে [illegible] সমস্যারই সমাধান ঘটবে না। শিশুর মনের মধ্যেই তার ভবিষ্যত ব্যক্তিত্বের বীজ রয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার [illegible] হলেও শিশুদের নতুনভাবে মানুষ করা দরকার। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার শিশু মনে গেঁথে গেলে তা পরবর্তীকালে [illegible] ফেলে এজন্যই সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারেও শিশুকাল থেকেই কাজ শুরু করতে হয়।

প্রাচীন কাল থেকেই মানব সমাজের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম হল শিশু সাহিত্য। আধুনিক সাহিত্যে [illegible] প্রাপ্ত বয়স্কের পাশাপাশি শিশুর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। জীবনের অভিজ্ঞতা মানব মনকে সমৃদ্ধ করে, তবে [illegible] শিশুর মন কিন্তু ঠিক অপরিণত থাকে না। স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর বোধ শক্তি, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা, [illegible] মানসিক জটিলতাপূর্ণ বয়স্ক মানুষের তুলনায় কম নয়। যা পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার [illegible] রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অভিভাবকের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধ আরোপ করে শিশুকে গড়ে তুলতে চায় [illegible] বিধি নিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকের উদ্দেশ্যেই রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকাব্য

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কল্পনাবিলাসী [illegible] স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর জীবনে শৈশব এসেছিল কিন্তু অন্যান্য শিশুদের মতো যে শৈশবকে একান্ত করে [illegible] তাঁর হয়নি। শৈশবে বিভিন্ন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা জীবনে তিনি খেলাধূলা, ঘুড়ি-ওড়ানো, গাছে চড়ার [illegible] কিছু ঘটনার মাধ্যমে তিনি বড়ো হয়ে উঠতে পারেননি। এক কথায় বলা যায় এই শৈশবহীন শৈশবকে সেই [illegible] উপলব্ধি করতে না পারলেও পরবর্তীকালে অতীতচারণার মাধ্যমে তিনি শৈশবের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার [illegible]

রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল দুটি ভিত্তি— প্রকৃতি ও মানুষ। প্রকৃতি যেখানে নবীন, চঞ্চল, সুন্দর ও [illegible] রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি— তাই বর্ষার চাপল্য, শরতের তারুণ্য আর বসন্তের নবীন প্রগলভতা তাঁকে [illegible] আকর্ষণ করে। আবার অন্যদিকে মানুষের শৈশব ও যৌবন এই দুই স্তরেই কবি মানুষের পূজারী।

শৈশবের মায়ায় কবি চিরকালই আবদ্ধ ছিলেন। এই সত্যটি তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন [illegible] তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিখছেন— 'জগতে শিশুর ধারা কেবলি আসচে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন [illegible] ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জনা দিনে দিনে, বারে বারে, ধুয়ে মুছে [illegible] রহস্যময় নবীন রূপকে উজ্বল করে রাখছে।

কবির জীবনে ও কাব্যে শিশুরা তাই কোনও দিনই অপাঙক্তেয় নয়। 'শিশু' কথাটি রবীন্দ্রনাথের [illegible] বীজমন্ত্রের মতো। এটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি যেন অপরিমেয় আনন্দ, অপরিসীম শান্তি লাভ করতেন [illegible] বলতে পারার আনন্দেই কথাটি তিনি বারে বারে উচ্চারণ করেছেন, ঠিক যেমনটি করে শিশু তার মায়ের [illegible]

শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পায়ে এই সুখেতেই মায়ের নাম যে বলে।।

তাই শিশুর উপমা, শিশুর রূপক আর 'শিশু' কথাটি কবির রচনায় বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। বিস্মিত [illegible] হয় এই ভেবে যে শিশু বলতে কবি শুধু মানবকে বুঝিয়েছেন তা ই নয়। বৃক্ষশিশু, পশুশিশু, মানবশিশু সমস্ত কিছুই [illegible]

কাছে সমমর্যাদায় স্থিত। একেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথের শৈশব চেতনার স্বরূপ। সেই চেতনার জগতে এক হয়ে মিশে রয়েছে মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদ, বনরাজি, ঋতুবৈচিত্র্য সমস্ত কিছুই।

রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' নামে এই ক্ষুদ্র মানবকদের দেখেছেন। মাধুর্যমণ্ডিতরূপে আর রবীন্দ্রসৃষ্টিতে এদের আবির্ভাব ঘটেছে আলোকের দূতরূপে, সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীকরূপে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' কাব্য দুটিতে আমরা পাই এমনই এক গুচ্ছ শিশুকে, যারা সাধারণ হয়েও অসাধারণ তাদের ভাবনা, তাদের কল্পনা, তাদের বাচনভঙ্গি সব মিলিয়েই তারা অসাধারণ, যেমন ছিলেন এই শিশুদের স্রষ্টা এক অসাধারণ শিশু।

ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলন যে স্রষ্টার সৃষ্টিতে ঘটে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথও সেই দিক থেকে ব্যতিক্রমী লেখক ছিলেন না। তাই অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁর সম্বন্ধেও বলা চলে— 'প্রত্যেক মানুষ তার শৈশবকে কাঁধে নিয়ে আমৃত্যু চলেছে। লেখকের পক্ষে একথা আর ও সত্য, কেননা লেখক যে জীবন রহস্যের সন্ধানী তার চাবিকাঠি এই শিশুটার হাতে।

শিশুকালের সেই একাকিত্ব— সেই 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা' হওয়ার স্মৃতিতেই পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেছেন—

> শিশুকালের থেকে
> আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
> আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
> আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
> অকর্মন্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ
> তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
> মিলল না আমার জায়গা।

রবীন্দ্রনাথের রচনা— বিশেষ করে শিশুদের জন্য যে বিভিন্ন ধরণের রচনা, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে নিতে হবে সেই ভাব ও ভাবনা গুলো যা ছিল শিশু রবির একান্ত নিজস্ব। আর তাঁর নিজের শৈশব কেন্দ্রিক শিশু ভাবনাই শিশুদের জন্য রচিত কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ ও পত্রে রূপায়িত হয়েছে বারে বারে।

পরিণত মনের ভাব ও ভাবনা থেকেই রচিত হয়েছে শিশুকাব্যের কবিতাগুলি। আর আশ্চর্য এই যে, এই কাব্যের সব কবিতায় শিশুগুলিই একান্ত একা তারা ভাবুক, বোদ্ধা আবার একান্তভাবে মাতৃমুখী, তাদের সেই মা-ময় জগতে বাবা ও বাহুল্যমাত্র। তাদের স্বপ্ন, কল্পনা, মান-অভিমান সব কিছুই এই মা-কে কেন্দ্র করে। কবি যে শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

> ধরায় উঠিছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
> নন্দনের এনেছে সম্বাদ,

সেই শিশুদের নিয়ে এবং তাদেরই জন্য রচিত হয়েছে শিশুকাব্যটি।

শিশুমনের বিচিত্র রূপের প্রকাশ ঘটেছে একটি ধারায় আর অপর ধারাটিতে শিশুর আশ্চর্য রহস্যময় রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জাতীয় কবিতাগুলিতে মায়ের চোখে শিশুর স্বর্গীয় রূপ প্রতিভাত হয়েছে। 'মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না।' তাই খোকাকে তিনি দেখেন অন্য চোখে। তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর খোকা—

> সব দেবতার আদরের ধন
> নিত্যকালের তুই পুরাতন,

তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—

কখনও বা মা অনুভব করেন—

ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে
শ্রাবনে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্য দলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিস আসি পরশ করে
খোকায়ে ঘিরে ঘিরে

তাঁর খোকা যে একান্তভাবে মাতৃমুখী সে নৌরবে গৌরবান্বিত মা বলেন—

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।

অন্য ধারায় শিশুমনের বিচিত্র সাধ বর্ণিত, রবীন্দ্রনাথ নিজের শৈশবের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুমনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই এই সত্যদ্রষ্টা ঋষির চিন্তাধারা স্নাত শিশু তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ইত্যাদি নিয়ে একদিকে [illegible] শিশুমনকে আকৃষ্ট করেছে, অন্যদিকে বয়স্ক পাঠকও তার ফেলে আসা শৈশবকে নতুন করে উপভোগ করে [illegible] পাঠ করে।

শিশুকাব্যের বালকগুলি শিশু রবিরই প্রতিবিম্ব। বিশেষকরে কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের বাল্য [illegible] বললে অত্যুক্তি করা হবে না। 'পুরোনো বট', 'কাগজের নৌকা', 'মাষ্টারবাবু', 'রাজার বাড়ি' রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার স্মৃতিবাহী। শৈশবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কবি বললেন— 'সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে [illegible] করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলি ঝুড়ি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল [illegible] কুহকের মধ্যে বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ যেন [illegible] স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। এই [illegible] উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।'

কবির নৈঃসঙ্গ্য নিয়ে একা সে জলে ভাসায় কাগজের নৌকা, আর মন তার উড়ে যায় কল্পনার পাখা [illegible] কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই তার ডানা মেলে ওড়া মনটিকে নিয়ে তার ফিরে আসতে হয় বাস্তবের কঠিন মাটিতে। এই [illegible] শিশুমনের আর একটি স্বপ্নসৌধ 'রাজার বাড়ি'। রাজার বাড়ির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে রাজকন্যা [illegible] মেঘবরণ চুল, সোণার কাঠি, রুপোর কাঠি, সাত মহলা বাড়ি ইত্যাদি।

এইভাবেই অতীতচারণার মাধ্যম 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটি স্মরণ করে কবি বলেছেন— "আর [illegible] পড়ে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' এই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।" ছেলেবেলার সেই রঙিন [illegible] দিনগুলো বারে বারে কবির মনে ফিরে ফিরে এসেছে। 'মাষ্টারবাবু' কেও খুঁজে পাওয়া যায় ছেলেবেলার বর্ণনায়। [illegible] বলতে হয় 'মাষ্টার' হওয়ার বাসনা সব শিশুরই থাকে। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথ নন। শিশুমাত্রই চায় মাষ্টার হয়ে [illegible] ছাত্রকে তা যে কাঠের রেলিঙ হোক কিংবা বেড়াল ছানাই হোক, পড়াশোনায় অমনোযোগিতার জন্য শাসন করতে। [illegible] বলা যায় শিশুর একটি চিরন্তন রূপ এই কবিতাটিতে পাই।

আত্মস্মৃতিমূলক কবিতা ছাড়াও শিশুমনস্ক কিছু কবিতা শিশুকাব্যে পাই। সেখানেও দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুমনটিকে আলোকিত করে তার চিন্তায় এনেছেন অসাধারণত্ব। এমনই একটি কবিতা 'বিচিত্র সাধ'। অনাদরের স্বাধীনতা যে শিশুর কাছে কখনও কখনও আকাঙ্খিত 'বিচিত্র সাধ' এ তার প্রমাণ পাই। শিশুকালে মাতৃলালনের অভাবে যে ক্ষোভ, যে বেদনা সঞ্চিত ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে, তা তিনি ভুলতে পারেননি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। যা তিনি ভুলতে পারেনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে অনিবার্যভাবে তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। যা তিনি পাননি অথচ যা তিনি পেতে চেয়ে ছিলেন যে বেদনা নিহিত ছিল কবির অন্তরের গভীরে। তাঁর সৃষ্ট শিশুচরিত্রও তাই তাঁরই মতো মাতৃব্যাকুল ও অভিমানী। 'সমব্যথী', 'লুকোচুরি' ইত্যাদি কবিতায় এমনই অভিমানী শিশুকে আমরা পাই।

আলোচনার আপাত সমাপ্তিতে বলতে পারি একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে, বিশ্বায়নের ইঁদুর দৌড়ের দৌরাত্মে শিশুকাব্যের সংকট দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু ভরসা এই যে কালপ্রবাহ উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ভাষা শিক্ষার নামে ক্লান্তিকর প্রবন্ধ সংকলন না করে, সাহিত্যগুণ বর্জিত কবিতার বদলে আধুনিক শিশুর জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য চয়ন করে বিদ্যালয়ের পাঠসূচিতে প্রণয়ন করলে সাহিত্যের প্রতি পাঠকদের কৌতুহল সৃষ্টি হবে— আশা রাখি।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড° দেবেশ কুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা - ৭০০০০৯

২। সাহিত্য প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য, হীরেণ চট্টোপাধ্যায়/কৃষ্ণগোপাল রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯

৩। শিশুর মন, শ্রীসুখেন লাল ব্রহ্মচারী, বিশ্বভারতী - ১৯৬৫

◆◆◆

Issues and challenges in Economics and Commerce: A perspective

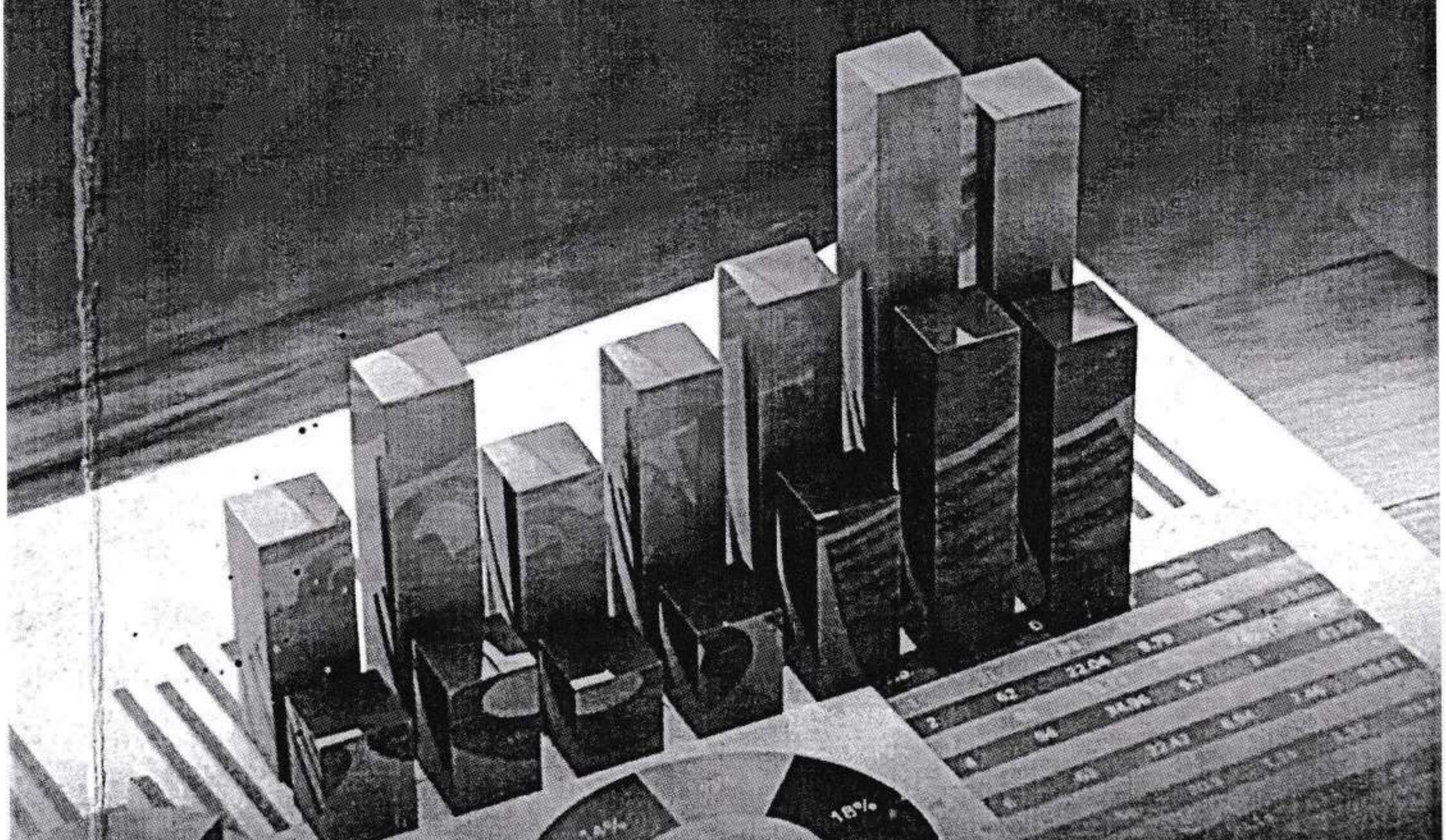

Editor

Ratul Mahanta & Amrit Pal Singh

Issues and Challenges in Economics and Commerce : A Perspective
A collection of articles on various aspects of Economics and Commerce edited by Ratul Mahanta & Amrit Pal Singh and published by Purbayon Publication, Satmile, Guwahati- 14, Assam on behalf of Refresher Course (Economics and Commerce 2018) UGC-Human Resource Development Centre, Gauhati University, Guwahati

Edition: November, 2018 **Price :** Rs. 500/-

ISBN- 978-93-88593-01-4

First Edition:
November, 2018

© Editors

Price: 500/-

Cover:
Sanjib Borah

Published by:
Purbayon Publication
Satmile, Near Gauhati University
Guwahati- 14, Assam, India
Email-purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
Contact No. +91- 9864422157

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted, in any form by any means without the prior permission of the copyright owner and the publisher.
The responsibility of the facts, opinions expressed or conclusions reached in this proceeding is entirely that of the authors. The editors and the publishers do not bear any responsibility for them.

18–19

Editorial Board:

Advisor:

Prof. Jogen Chandra Kalita, Director (i/c),UGC HRD Centre, Gauhati University.

Dr. Shyamanta Chakraborty, Deputy Director UGC-HRDC, GU

Editors:

Prof. Amrit Pal Singh, Co-ordinator, Refresher Course in Economics & Commerce, Department of Commerce, Gauhati University.

Dr, Ratul Mahanta, Co-ordinator, Refresher Course in Economics & Commerce, Department of Economics, Gauhati University.

Participant Members:

Dr. Jayashree Chowdhury, Assistant Professor, Department of Economics, Handique Girls' College, Guwahati.

Mr. Keshabananda Haloi, Assistant Professor, Department of Commerce, DHSK Commerce College, Dibrugarh.

Shakti Peethas (UPA-Peetha) of Assam with special Reference to Billeswar Devalaya and Its Public Relation /64

✍Benudhar Kalita

Informal Sector and Women Empowerment /69

✍Brajen Das

A Study on Awareness among Consumers about the Security in Digital Payment System /76

✍Babita Lahkar

An Analysis on the Management Perspective of Srimanta Sankaradeva /86

✍Chandan Sharma

Consumers Preferences towards Organic Tea: Special Reference to Golaghat Town, Assam /94

✍Chinzakhum

Contribution of Small Tea Growers towards Rural Development and Environment: A case of Golaghat District, Assam /104

✍Debajyoti Goswami

Role of Technological Intervention in Financial Inclusion /112

✍Devajeet Goswami

Economic Empowerment of Rural Women Through Self-Help Groups (SHGs) Under Bajali Development Block of Barpeta District of Assam /120

✍Diganta Haloi

Trend of LIC's Micro Insurance in Assam– A Case Study /126

✍Dilip Bania

Grounded Theory: A Qualitative Method /135

✍Gautam Huidrom

Demonetization and its consequences /142

✍Gitanjali Goswami

Consumer Awareness Among the Bodo People of Assam– A Case Study /150

✍Hara Kanta Nath

GST (Goods and Service Tax) and Its Impact on Business Sector with Special Reference to Namrup Area /158

✍Indira Baruah

Challenges of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in India with reference to Assam /166

✍Indrani Kalita Choudhury

Women Entrepreneurship in Assam: Problems and Prospects /174

✍Jyotismita Borah

Role of ASHA (community health workers) in providing maternal health care services /182

✍Jonali Nath

In Heading towards Act East Policy: Reflection in North East India /192

✍Jayashree Chowdhury

Is Structure of Water Market in Water Abundant Region different from Water Scarce Region? /201

✍JituTamuli

Is Agricultural Land in Assam Intensively Used?

An analysis in terms of Cropping Intensity /210

✍Jayanta Saud

Role & Importance of Agriculture in Economic Development of Assam Role & Importance of Agricul /219

✍Kalyan Chandra Nath

"Entrepreneurship Eradicate Unemployment Attitude; A Look Through Self Employed Entrepreneurs' Feedback, with Special Reference to Dibrugarh District of Assam." /226

✍Keshabananda Haloi

Trend of LIC's Micro Insurance in Assam
A Case Study

✍Dilip Bania

Abstract

Micro insurance is a tool for investment, savings and as a measure of social security to the poor. It increases the livelihood of the poor where they can eat well, have good health since they wouldn't have to save as much for emergencies. This research paper discuss about trend of micro-insurance in Assam. The study concludes that the growth rate micro (life) insurance sector is not positive through the years as started it.

Keywords *Low-Income; awareness; Growth; Policyholder.*

1. Introduction

Insuring against the adverse situation is one of the options before the poor. Insurance can assist them to manage and diversify their risks at the adverse situation. But it is difficult to be insured in the formal market, because of high risk and affordable premium for poor. Generally credit and insurance market are non-existent for the poor

in the developing countries. Therefore, insurance benefits are modified for the low income group to suit their needs and it is named as micro insurance.

2. Micro insurance

Micro insurance means different things for different supervisors. In most jurisdictions, micro insurance is not considered as a separate type of insurance and just viewed as insurance available in small sums.

"Micro-insurance is the protection for the low -income population against specific dangers in exchange for regular payments of proportional premiums to the probability and costs of the involved risks". – Churchill

3. Micro insurance in India

Micro insurance is a new concept In India, adopted in 2005, as per the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA) guidelines to enhance insurance coverage to people around the poverty line. Basically, micro insurance covers the people working in the informal economy and are financially excluded as compared to the rich people of the society.

The concept of micro insurance, in developing countries like India, has originated from the concept of microfinance. Microfinance institutions face high risks of default through death or physical disability of the borrower. As a result they (Microfinance institutions) began to associate with insuring bodies, both public and private.

The Indian regulator (IRDA) has bought in specified micro insurance regulations in November 2005, in which the regulator has undertaken the product design, specifying a distribution channel in form of NGO, Self Help Group or a MFI and the pricing mechanism to insurers.

Insurance Regulatory Authority of India (micro insurance) Regulation 2005 has been stated mainly two types of micro insurance:

General micro insurance product

General micro insurance product means any health insurance contract, any contract covering the belonging, such as hut, livestock,

or tools or instruments or any personal accident contract, either on individual or group basis, as per terms stated in schedule-I appended to the regulations,

Life micro insurance product

Life micro insurance product means any term insurance contract with or without return of premium, any endowment insurance contract or health insurance contract, with or without an accident benefit rider, either on individual or group basis, as per terms stated in schedule-II appended to the regulations.

There are 24 life insurance companies are present in India but only 17 companies are providing micro insurance products this clearly give an idea of low attraction of majority of companies towards these products.

4. Need of study

Insurance plays the important role in the economic development of the country. It helps for the mobilization of savings of people, specially from middle and lower income group. But any research has not been taken yet in promoting activities and implementing plans of micro insurance in Assam. The trends of micro insurance in Assam are still remaining as unknown. The researcher intends to focus a picture on the growth of life micro insurance on Assam.

5. Objectives of the study

1. To study the awareness level of micro insurance among the poor people of Assam.

2. To study the trend of life micro insurance in Assam.

6. Literature Review

Dr. Ashfaque Ahmed (*2013*)[1] *in his study "perception* of life insurance policies in rural India" reveled that there is low level of awareness and understanding of life insurance products. There are various factors that influence consumer thinking when they are planning to invest in insurance scheme. Most of the customers show their interest in life insurance having higher risk coverage and also for good return with safety. The roles played in perception of life insurance policies in rural market by members of the family varies with knowledge parameters as well as with the typed of products and sometimes with the company name also. While a number of psychological variables are useful in obtaining into consumer's perception towards buying life insurance policies in rural areas. The insurance company name also plays an important role in purchasing.

Ramanathan, K.V. (2011)[2] research has resulted in the development of a reliable and valid instrument for assessing customer perceived service quality, awareness level, and satisfaction level of customers towards life insurance industry. Here, service quality needs to be measured using a six dimensional hierarchal structure consisting of assurance, competence, personalized financial planning, corporate image, tangibles and technology dimensions.

7. Methodology

1. Sampling Frame: Sampling frame comprises the list of Panchayat level Below Poverty Line inhabitant. In this study sampling frame is considered Below Poverty Line inhabitant in two Panchayat of Demow Development Block of Sivasagar district.

2. Sample Size: The sample size is 50 BPL people from two gaon panchayat namely, Athabari Gaon Panchayat and Khorahat Gaon Panchayat.

Sample Size of Respondents

District	Block	Gaon Panchayat	BPL Population	Respondent
Sivasagar	Demow	Athabari	1376	30
		Khorahat	865	20

3. Sampling Technique Adopted Convenient sampling

4. Methods of Analysis Collected data is classified and tabulated on the basis of various attributes like sex, income group, occupation, etc.

Source of data

1. Primary Data Primary data were collected through well structured interview schedule.

2. Secondary Data In this study Secondary data sources are as follows:

(1)IRDA Annual Reports,

(2)LICI Annual Reports,

(3) Websites,

(4) Economic survey of India,

(5) National Statistical Organization,

(6) Department of Statistics (Govt. of India),

(7) Statistical Handbook of Assam,

(8) Department of Industry,

(9) Published research papers/articles etc.

8. Results and Discussion

Micro Insurance in Assam

LIC started Micro insurance business in the financial year 2006-2007 by the product of JEEVAN MADHUR POLICY- (Table No. 182). The following table shows the present LIC's micro insurance business in Assam.

Table-1

Growth of Individual Micro Insurance Business (LIC of India)

YEAR	DIVISION								
	GUWAHATI			BONGAIGAON			JORHAT		
	POLICIES	% change in growth rate of policies	FPI	POLICIES	% change in growth rate of policies	FPI	POLICIES	% change in growth rate of policies	FPI
2010-11	9,067	—	18,00,855	7,315	—	10,56,446	7,205	---	NA
2011-12	27,053	198.37	23,55,727	9,316	27.35	14,77,660	75,110	942.47	NA
2012-13	32,025	253.20	20,89,818	13,624	86.25	8,45,123	77,798	979.78	NA
2013-14	18,463	103.62	16,24,199	4,463	-38.99	11,10,510	5,530	-23.25	NA
2014-15	4,060	-55.22	6,30,605	1,563	-78.63	4,40,310	3,159	-56.16	9,92,910
2015-16	4,177	-53.93	9,37,682	2,929	-59.96	22,04,334	2,401	-66.68	14,98,920
2016-17	4,258	-53.64	8,43,774	3,030	-58.58	16,95,703	2,467	-65.76	18,56,450

Source: Collected Data.

The Table-1 clearly revealed that public insurance companies have increased the percentage of policies in years 2010-11, 2011-12 and 2012-13 but in the last three years i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16 it is decreasing the no. of policies and first premium installment

Table-2

Micro Insurance Agent (LIC, Guwahati Division)

YEAR	As on 1st April	Additions	Deletions	As on 31st March	Activate
2010-2011	27	19	0	46	37
2011-2012	47	15	1	61	40
2012-2013	61	8	0	69	31
2013-2014	70	5	1	72	16
2014-2015	74	22	2	94	25
2015-2016	107	10	13	104	26
2016-2017	126	6	22	110	23

Source: Collected Data

In table- 2 it is clearly revealed that the Life insurance Company of India, Guwahati Division insurance agent increased from 27 in the year 2010-11 to 126 in the year 2016-17 but only 23 insurance agents are working actively in the year 2016-17. It focuses that the public insurance company cannot attract the mass people to micro insurance in Assam.

Data analysis by Cross Table

Gender wise Micro Insurance Policy

Table No.3

Gender and Micro Insurance Policy (Cross tabulation)

Sex	Micro Insurance Policy		Total
	Yes	No	
Male	28	8	36
Female	7	7	14
Total	35	15	50

Source: Survey data

Interpretation: The above table shows the respondents having micro insurance policy according to gender wise. The male respondents is majority of respondents having micro insurance 28 out of 36 i.e. 77.7% and the female is 7 out of 14 i.e. 50.0%.

Panchayat wise Micro Insurance Policy

Table No.4

Panchayat wise Micro Insurance Policy (Cross tabulation)

Panchayat	Micro Insurance Policy		Total
	Yes	No	
Kharahat	10	10	20
Athabari	25	5	30
Total	35	15	50

Source:Survey data

Interpretation The majority respondent having micro insurance in Athabari GP with 82.2% and followed by khorahat by 50%.

Educational level and Micro Insurance Policy

Table No.5

Educational level and Micro Insurance Policy (Cross tabulation)

		Micro Insurance Policy		Total
		Yes	No	
Educational level	Illiterate	3	6	9
	MC	10	4	14
	HSCLC	8	3	11
	HS	6	1	7
	Graduate & Above	8	1'	9
Total		35	15	50

Source:Survey data

Interpretation Majority of the respondents educated up to graduate & above having MI policy i.e. 8 out of 9(88.8%) and the second majority of respondent having MI policy educational qualification is HS passed i.e. 6 out of (85.7%). HSLC, Middle Class and Illiterate are 72.7%, 71.4% and 33.3% respectively.

Occupational pattern and Micro Insurance Policy

Table No.6

Occupational pattern and Micro Insurance Policyholder (Cross tabulation)

		Micro Insurance Policy		Total
		Yes	No	
Occupational pattern	Farmer	6	4	10
	Agri Labour	3	6	9
	NFW	11	2	13
	Others	15	3	18
Total		35	15	50

Source:Survey data

Interpretation The table shows that majority of respondents having micro insurance policy are non-farming worker with 84.6% and second majority are others categories with 83.3% followed by farmer and agricultural labourer with 60.0% and 33.3% respectively.

Range of Earnings and Micro Insurance Policy

Table No.7

Range of earning and Micro Insurance Policy (Cross tabulation)

		Micro Insurance Policy		Total
		Yes	No	
Range of earning	0-100	1	6	7
	100-200	10	2	12
	200-300	14	4	18
	300-400	10	3	13
Total		35	15	50

Source: Survey data

Interpretation Major portion of respondents having insurance policy belongs to income group 100-200 per day with 83.3% and

followed by 200-300,300-400 and 0-100 as 77.7%, 76.9% and 14.2% respectively.

9. Conclusion Micro insurance is just one of the several risk pooling tools available to low income people. Micro insurance sector can play a vital role in developing of our economy. But all the insurance companies except LICI have reduced working on micro insurance because of many people not came forward to act as agents or intermediaries for providing life micro insurance. Micro insurance providers should begin by training and educating key intermediaries in the idea of promoting insurance and private insurers should also begin developing relationships with existing delivery channels The insurance companies should innovate products and distribution beyond the regulatory requirement to conduct business in the low income segment.

References

Ashfaque Ahmed (2013) Perception of life insurance policies in rural India, *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review* Vol. 2, No.6.

Ramanathan, K.V., A Project on "A Study on Policyholders Satisfaction with Special Reference to Life Insurance Corporation of India, Thanjavur Division, Bharathidasan University, 2011.

Roth, James and Athreya, Vijay, "Micro insurance Good and Bad practices", CGAP working Group, 2005.

Venkata Ramana Rao "Life insurance awareness in rural India: Micro insurance lessons to learn and teach"*Bimaquest*- Volume VIII issue I, 2008.

II. Reports etc

a) Insurance Institute of India, Annual Reports 2014 to 2015.

b) IRDA Annual Reports, 2011 to 2016.

c) LIC of India Annual Reports, 2011 to 2016.

d) Insurance Institute of India http://www.iii.com

e) Insurance Regulatory Development Authority http://www.irdaindia.org

2018-19

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

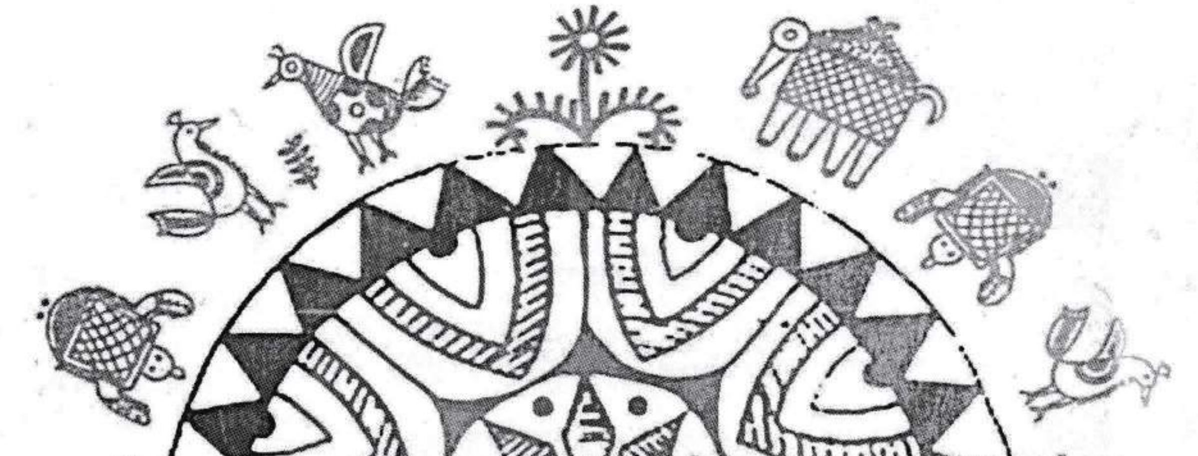

সম্পাদনা

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

JANOGOSTHIYA LOKBISHWAS: A Collection of Articles on Ethnic Culture related with Folk Belief observed by various tribes of North East India, Edited by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Naharkatiya College, Naharkatia- 786610 and Published by Purbayon Publication, Guwahati-14

1st Edition, October, 2018 Price- Rs. 220.00

2nd Edition, December, 2018

ISBN- 978-93-87263-89-5

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

প্ৰকাশক ঃ পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী-১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ অক্টোবৰ, ২০১৮
দ্বিতীয় প্ৰকাশ ঃ ডিচেম্বৰ, ২০১৮

মূল্য ঃ ২২০/-

বেটুপাত ঃ সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদক

বাটচ'ৰা...

ইংৰাজী 'Folk lore' শব্দটোৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ হৈছে লোকবিদ্যা বা লোকশিক্ষা। আনহাতে 'Folk culture'ৰ অসমীয়া ৰূপ হৈছে লোকসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি। 'Folk lore' তুলনামূলকভাৱে এটা নতুন বিষয়। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত উনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাহে লোকজীৱনৰ অধ্যয়ন, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা হয়। লোকবিদ্যাৰ অধ্যয়নত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সামাজিক আচৰণবিশিষ্ট জনসম্প্ৰদায়ৰ মৌখিক পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা হয়। ইউৰোপীয় সাহিত্যত উনবিংশ শতিকাৰ আগলৈকে লোক পৰম্পৰা অধ্যয়নৰ এই বিষয় প্ৰণালীক (Discipline), Polupar Antiquities, Popular literature আদি ভিন ভিন নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী কালত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে Folk lore শব্দটো সাৰ্বজনীন ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়। Folk lore শব্দটোৰ প্ৰথম উল্লেখ পোৱা যায় এমব্ৰ'জ মাৰ্টিন নামেৰে ছদ্মনামত প্ৰকাশিত ব্ৰিটিছ লেখক উইলিয়াম জে. থমছৰ এক পত্ৰত। ১৮৪৬ চনৰ আগষ্ট মাহত Athenaeum of London-ত প্ৰকাশিত এই আলোচনা-পত্ৰত থমছে অভিমত দাঙি ধৰিছিল যে লোক জীৱনৰ ৰীতি-নীতি, সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোক-গাথা, ফকৰা-যোজনা ইত্যাদি পৰম্পৰাসমূহৰ লগতে পুৰাতন লোকজীৱন প্ৰৱাহৰো এক সুস্থ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নেৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ অধ্যয়নৰ স্বাৰ্থতেই ইবিলাকক নিৰ্দিষ্ট অভিধাৰে তালিকাভুক্ত কৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কাৰণ কোনো এটা বিষয়ৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়ন অথবা গৱেষণাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিৰ এক সাৰ্বজনীন সূত্ৰ আৰু অভিধাৰ লগতে সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আধুনিক বিশ্বায়নিক প্ৰেক্ষাপটত Folk

নীলিমা শেনচোৱা

সূচীপত্ৰ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ১৫
মামণি দেৱী
নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ১৯
ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন
ৰাভছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ২৮
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ
লোকবিশ্বাসত চিংফৌ জনগোষ্ঠী / ৩৭
ড° পবিত্ৰ গগৈ
নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৪৮
ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ
দেউৰী জনগোষ্ঠী আৰু লোকবিশ্বাস / ৫৬
ড° নৱেণ দাস
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৬৯
নীলিমা শেনচোৱা
সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৭৭
ৰুণুমী সোণোৱাল
লোকবিশ্বাস আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী / ৮৫
মৃদুল কুমাৰ দহোটীয়া
বড়ো-কছাৰী সমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ৯১
দীপাঞ্জলী গগৈ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস

মামণি দেৱী

প্ৰস্তাৱনা ঃ

বিভিন্ন জাতি-জনজাতিৰে পৰিৱেষ্টিত হৈ আছে অসম নামৰ ভূখণ্ড। আন আন জনজাতিৰ লগতেই অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত বসবাস কৰি অহা উল্লেখনীয় জনজাতি হ'ল কাৰ্বিসকল। আদিতে মিকিৰ নামেৰে পৰিচিত লোকসকলে নিজকে কাৰ্বি বা আলেং বুলিহে উল্লেখ কৰে। কাৰ্বি ভাষাত 'আলেং' শব্দৰ অৰ্থ ওখ হেলনীয়া ঠাই। এনে ওখ ঠাইত বাস কৰা অৰ্থত এই নামেৰে পৰিচয় দিয়ে।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেৰে কাৰ্বিসকল মংগোলীয় প্ৰজাতিৰ আৰু ভাষিক দিশৰ পৰা তেওঁলোক চীন-তিব্বতীয় ভাষা-পৰিয়ালৰ তিব্বতবৰ্মী শাখাৰ কুকী-চীনৰ অন্তৰ্গত। খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ অন্যতম এই কাৰ্বিসকল। এওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোক অসমৰ পাৰ্বত্য জিলা কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰে যদিও ভৈয়ামৰ কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, শিৱসাগৰ জিলাতো বসবাস কৰি আছে।

বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া, বৰ্ণাঢ্য অসমীয়া সংস্কৃতিত কাৰ্বিসকলৰ অনবদ্য অৱদানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিও ক'ব লাগিব, সাম্প্ৰতিক সময়ত অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহৰ দৰেই সাংবিধানিক কাৰণতেই তেওঁলোকো নিজস্ব পৰিচয়েৰে পৰিচিত। অসমত বসবাস কৰা সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰে সংযোগী ভাষা অসমীয়া যদিও প্ৰত্যেকেই নিজস্ব ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰে সমৃদ্ধ। কাৰ্বিসকলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়।

লোকবিশ্বাস ঃ

প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সামাজিক লোকাচাৰ আৰু অনুষ্ঠানসমূহ। ইয়াৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ আছে কেতবোৰ লোকবিশ্বাস, ধৰ্মীয়

বিশ্বাস আৰু উৎসৱ অনুষ্ঠানসমূহ। লোকবিশ্বাসসমূহৰ কেতবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা অন্ধ বিশ্বাস ধৰ্মীয় ধাৰণাৰ ভেটিত গঢ় লোৱা। ধৰ্মৰ লগত লোকবিশ্বাস আৰু সেই বিশ্বাসৰ অন্তৰ্নিহিত আচৰণ, পূজা-পাৰ্বণ আদিও সাঙোৰ খাই আছে। বিশ্বাসক আশ্ৰয় কৰিয়েই মানুহৰ মাজত প্ৰচলন হয় আচাৰ-অনুষ্ঠান। লোকধৰ্মৰ উৎসও হ'ল এই আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহ। ইয়াৰ লগত থকা ৰীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰসমূহো বহু ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস আধাৰিত। লোকমনত থকা বিশ্বাসসমূহৰ বহুতোৰ বিশ্বাসৰেই হয়তো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। যুক্তিনিৰ্ভৰ নোহোৱা বহু বিশ্বাস পৰম্পৰাগতভাৱে মানুহে গ্ৰহণ কৰি আহিছে।

মানুহৰ মনত থকা ভয়, শংকা, কৌতূহল আদিয়ে জন্ম দিয়ে লোকবিশ্বাস। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি থকা ভয়ো ইয়াৰ এটা কাৰক হ'ব পাৰে। সকলো সমাজতে বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰাৰ মাজতো লোকবিশ্বাসসমূহ পৰম্পৰাগত প্ৰতিখন সমাজতে বৰ্তি আছে।

কাৰ্বি লোকবিশ্বাস :

প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীয়েই পৰম্পৰাগতভাৱে কঢ়িয়াই লৈ অহা লোকবিশ্বাসৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিৰ্ভিৰতাকৈয়ো কেৱল বিশ্বাসৰ ভিত্তিত বহু নীতি-নিয়ম, আচাৰ-অনুষ্ঠান কৰি আহিছে। অসমীয়া জাতিৰ বৃহত্তৰ সংস্কৃতিৰ অংশীদাৰ কাৰ্বিসকলৰ বহু সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, আচাৰ-অনুষ্ঠান লোকবিশ্বাসক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই তেওঁলোকৰ সমাজত চলি আছে। কেঁচুৱাৰ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ধৰ্ম, পূজা-পাতল, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, বিভিন্ন উৎসৱ-অনুষ্ঠান আদিৰ লগত জড়িত নীতি-নিয়মসমূহ বহু পৰিমাণে লোকবিশ্বাস আধাৰিত।

জন্মৰ লগত থকা এটা বিশ্বাস হ'ল— কেঁচুৱাটো পূৰ্ব জন্মত কোন আছিল, বাপেকৰ লগত পূৰ্বজন্মৰ সম্বন্ধ বিচাৰ কৰিবলৈ মজুল চোৱাইহে কেঁচুৱাৰ নামকৰণ কৰে। জন্মৰ পাঁচ-ছয় মাহৰ পিছত অপায়-অমংগলৰ দৃষ্টি নপৰিবলৈ 'ফলাঙৰ আহিটা' আৰু 'আহপ আফি' দুবিধ পূজা দিয়া প্ৰথা আছে। তেওঁলোকৰ মাজত লোকবিশ্বাস আছে যে আদিম মানৱ শিশুৰ প্ৰসৱৰ সময়ত মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা সৰি পৰা ফুলেই চাল-কেমেৰা হয়। সেয়েহে তেওঁলোকে কোনো মহত্ত্ব কাৰ্বিসকল পুনৰ্জন্মত বিশ্বাসী। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যে পূৰ্বে মৃত ব্যক্তিৰ পৃথিৱীত পুনৰ জন্ম হয়। সেয়েহে শিশু জন্ম হ'লে মৃতকৰ নামেৰে নামকৰণ কৰে।

মৃত্যু সম্পৰ্কত কাৰ্বিসকলৰ মাজত কেতবোৰ বিশ্বাস জড়িত আছে। মৃতকৰ সৎকাৰ উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুবৰ্গই উৎসৱৰ সফলতা আৰু বিফলতাৰ প্ৰমাণ চাবলৈ তেওঁলোকে মৃতকৰ দুজন ভাল ডিমৰ দুটা চৰাইৰ কণীৰে দহন চুঙা দলিয়াই দিয়ে। চিতাৰ জুই শেষ হোৱাৰ পিছত চুঙাকেইটা গিৰি পৰাৰ সফল আৰু বিপৰীতে বিফল বুলি ধৰি লোৱা হয়। আন এটি বিশ্বাস হ'ল— কাৰ্বিসকলে মৃতকৰ বাবে ক'লা কাপোৰত কড়ি বান্ধি গাঁৱৰ মূৰত 'কাজাৰ'ত (মাচাং বিশেষ সেতে ইটা) বন্ধি থয়। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আত্মাই সেই ঠাইত জিৰণি লয়। মৃতকৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নে অস্বাভাৱিক, সেইটো চাবলৈ জুহালৰ পৰা ছাই আনি এটা পাত্ৰৰে ঢাকি

থয় আৰু সেই ছাইখিনিত যদিহে ভৰিৰ চিন দেখে, তেতিয়াহ'লে মৃত্যু স্বাভাৱিক আৰু নেদেখিলে যাদু-মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মৃত্যু হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে। কাৰ্বি গাভৰুসকলে কাঁইটীৰে কপালৰ পৰা থুঁতৰিলৈ দুটি 'ছিং' পাতৰ ৰসেৰে দাগ ক'লা কৰে। এই ক'লা দাগবোৰ তেওঁলোকৰ বাবে পবিত্ৰ। সেয়েহে মৃত্যুৰ পিছতো এনেধৰণে ক'লা দাগ দিলে শৰীৰ পবিত্ৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাস অনুসৰি কাৰ্বিসকলে দেৱ-দেৱীৰ পূজা কৰাৰ উপৰি বলি-বিধানো মানে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে দেওশাল পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। অসমীয়া সমাজত বৰষুণৰ বাবে ভেকুলী বিয়া পতাৰ দৰে কাৰ্বিসকলে 'চ'জুন' পূজা পাতে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস 'পেং' নামৰ দেৱতাই ঘৰখনক বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা দূৰত ৰাখি মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। সেইবাবে এই দেৱতাৰ উদ্দেশ্যে বছৰত এটা ছাগলী বা কুকুৰ উছৰ্গা কৰে। মদ, ফল-মূলো দেৱতালৈ আগবঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰি 'মুকৰাং' (সৃষ্টিকৰ্তা), 'হেমফু' (পালনকৰ্তা), 'উমথ্ৰা' (ব্যাঘ্ৰদেৱতা) আদি দেৱতাক পূজা কৰে। ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস ৰখা কাৰ্বিসকলে ভগৱানৰ নামত অৰ্পিত হোৱাৰ পিছতহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে।

কাৰ্বি লোকসমাজত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, ভূত-প্ৰেতৰ বিশ্বাস বহুত বেছি। মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আনৰ অহিত চিন্তা কৰা, মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা মানুহক বাঘ আদি অন্যান্য জন্তুৰ দেহলৈ ৰূপান্তৰ কৰা আদি বিশ্বাস তেওঁলোকৰ মাজত দেখা যায়। কুকুৰা কাটি মজুল চোৱা প্ৰথাও সেই বিশ্বাসৰেই প্ৰতিফলন। ভূত-প্ৰেতৰ পূজাও তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত।

কৃষিজীৱী কাৰ্বিসকলৰ কৃষিকৰ্মৰ লগত কেতবোৰ লোকবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। সেয়েহে কৃষিকৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে ৰংকেৰ পূজা কৰে, য'ত কৃষি শস্যৰ বৃদ্ধিৰ কামনাৰ পৰা অপায়-অমংগল নাশ কৰাৰ আশিস বিচাৰে। সাধাৰণতে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অসমৰ কৃষিজীৱী কাৰ্বিসকলে বিশ্বাস কৰে যে ভগৱানক স্তুতি কৰিলে অৰ্থাৎ স্তুতিসূচক গীত গোৱাৰ পিছত ধৰাৰ বুকুলৈ বৰষুণ নামি আহে। আন এক বিশ্বাস অনুসৰি শস্য বৃদ্ধিৰ বাবে ডাক দিয়া দুটা বগা কুকুৰা আৰু এটা কলা কুকুৰাৰে পূজা দি বৰষুণ দেৱীক গীতেৰে আহ্বান কৰে। দেৱীৰ চকুপানীয়েই সৰগৰ পৰা বৰষুণ হৈ ধৰাত পৰে।

ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ বিশ্বাস অনুসৰি কৃষিকৰ্মৰ আৰম্ভণিতে মাটি চহোৱা কাৰ্যত বসুমতীয়ে আঘাত পাই যাতে দোষ নধৰে, তাৰ বাবে শস্যৰ দেৱতাক পূজা-অৰ্চনা কৰে। এওঁলোকৰেই ধান চপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বিশ্বাস নিহিত হৈ আছে, য'ত ধানৰ আগ ধৰিলে অনাৰ সময়ত কুমাৰী ছোৱালীয়ে ধানৰ গোছ লোৱা, লক্ষ্মী পূজা কৰা, পঞ্চ দেৱতালৈ মদ-ভাত আগবঢ়োৱা আদি কাৰ্যও কৰা হয়।

পাহাৰৰ কাৰ্বিসকলে কৃষিকাৰ্যৰ আৰম্ভণিত ৰংকেৰ উৎসৱ আৰু পথাৰৰ শস্য চপোৱাৰ পৰা ঘৰলৈ অনালৈকে প্ৰতিটো কাৰ্যত বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। এনে কাৰ্যত লোকবিশ্বাসৰে ফলশ্ৰুতি। তাৰ ভিত্তিতেই পতা এক উৎসৱ হ'ল হাচাকেকান।

উপসংহাৰ ঃ

লোকসংস্কৃতিৰ লগত সম্পৃক্ত লোকাচাৰসমূহত নিহিত হৈ থকা লোকবিশ্বাসসমূহ আধুনিক সময়ৰ লগত মিলাই কিছু ৰং সলাইছে। এয়া এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। কাৰণ পৰিৱৰ্তনশীল সমাজ ব্যৱস্থাত বিশ্বাস আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ গতি-প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা, আধুনিক প্ৰযুক্তি আদিয়ে লোকমনৰ বিশ্বাস, পৰম্পৰাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও পৰিৱৰ্তন আনিছে। এই কথাও নুই কৰিব নোৱাৰি যে পৰম্পৰাৰ পৰিৱৰ্তনহে হ'ব পাৰে, ই হঠাৎ নোহোৱা হৈ যাব নোৱাৰে। সভ্যতাৰ অতিক্ৰমণত যুগ যুগান্তৰলৈ মানুহৰ কৃষ্টি-পৰম্পৰা বৰ্তি থাকে। কাৰণ পৰম্পৰাই এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীক অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত নগৰকেন্দ্ৰিক সভ্যতাই গাঁওসমূহকো নগৰমুখী কৰি তোলাৰ ফলত লোকমন আধুনিকমুখী হৈছে। নতুন প্ৰজন্মই আধুনিক শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি-বিজ্ঞানে আনি দিয়া সুবিধাসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষি, ধৰ্ম, সামাজিক আচৰণ, ৰীতি-নীতিৰ লগত জড়িত লোকাচাৰ, লোকধৰ্ম, লোকবিশ্বাসসমূহ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে বিচাৰ কৰা বা চোৱাৰ ফলত ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে যদিও পৰিৱৰ্তিত ৰূপতেই সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এইবোৰ ধৰিও ৰাখিছে। কাৰণ নিজৰ সংস্কৃতিক যি জাতি বা জনগোষ্ঠীয়ে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সেই জাতি বা জনগোষ্ঠীয়ে নিজস্ব পৰিচয়েৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নোৱাৰে।

পাহাৰ-ভৈয়ামত বসবাস কৰি থকা কাৰ্বিসকলেও সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দৰে পৰিৱৰ্তিত বা অপৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ মাজেৰেই তেওঁলোকৰ লোকাচাৰ, অনুষ্ঠান, বিশ্বাসসমূহ বৰ্তাই ৰাখিছে। কাৰণ এটা জাতিৰ পৰিচয় বহন কৰাত লোকবিশ্বাস, ধৰ্মীয় ধাৰণা, আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা কাৰ্বিসকলৰ লোকবিশ্বাস আধাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ পৰিৱৰ্তিত, পৰিশীলিত ৰূপত বজাই ৰাখিলেহে জনগোষ্ঠীটোৱে নিজস্ব পৰিচয়েৰে মূৰ দাঙি থাকিব পাৰিব।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

বৰগোহাঞি, যতীন্দ্ৰ কুমাৰ ঃ *অসমৰ উৎসৱ আৰু পূজা*
শৰ্মা, দিলীপ ঃ *বাৰেৰহণীয়া কাৰ্বি আংলং*
শৰ্মা, নবীন চন্দ্ৰ ঃ ড° লীলা গগৈ, স্মাৰক বক্তৃতা, *'আধুনিক সমাজত লোকসংস্কৃতি'*
অসমীয়া বিভাগ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, (২৫ নৱেম্বৰ, ২০০০)
ৰাজবংশী, পৰমানন্দ (সম্পা.) ঃ *অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি*, অসমীয়া বিভাগ, ৰাজবংশী, বৈকুণ্ঠ, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.) ঃ *জনজাতি সমাজ সংস্কৃতি*

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

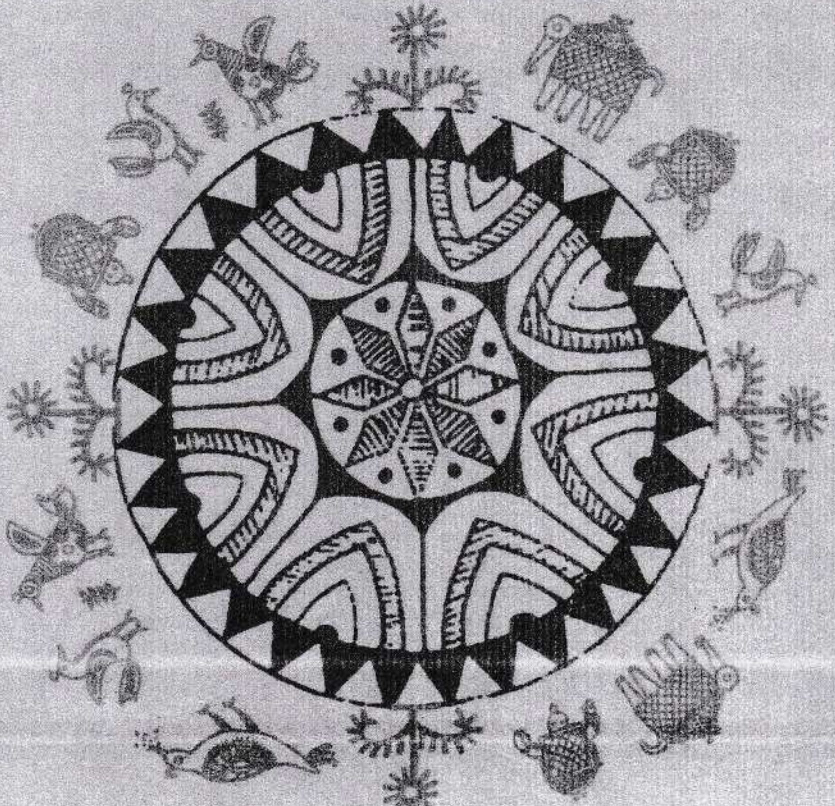

সম্পাদনা

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

JANOGOSTHIYA LOKBISHWAS: A Collection of Articles on Ethnic Culture related with Folk Belief observed by various tribes of North East India, Edited by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Naharkatiya College, Naharkatia- 786610 and Published by Purbayon Publication, Guwahati-14

1st Edition, October, 2018 Price- Rs. 220.00

2nd Edition, December, 2018

ISBN- 978-93-87263-89-5

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

প্ৰকাশক ঃ পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী-১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ অক্টোবৰ, ২০১৮
দ্বিতীয় প্ৰকাশ ঃ ডিচেম্বৰ, ২০১৮

মূল্য ঃ ২২০/-

বেটুপাত ঃ সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদক

বাটচ'ৰা...

ইংৰাজী 'Folk lore' শব্দটোৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ হৈছে লোকবিদ্যা বা লোকশিক্ষা। আনহাতে 'Folk culture'ৰ অসমীয়া ৰূপ হৈছে লোকসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি। 'Folk lore' তুলনামূলকভাৱে এটা নতুন বিষয়। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাহে লোকজীৱনৰ অধ্যয়ন, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা হয়। লোকবিদ্যাৰ অধ্যয়নত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সামাজিক আচৰণবিশিষ্ট জনসম্প্ৰদায়ৰ মৌখিক পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা হয়। ইউৰোপীয় সাহিত্যত ঊনবিংশ শতিকাৰ আগলৈকে লোক পৰম্পৰা অধ্যয়নৰ এই বিষয় প্ৰণালীক (Discipline), Polupar Antiquities, Popular literature আদি ভিন ভিন নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী কালত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে Folk lore শব্দটো সাৰ্বজনীন ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়। Folk lore শব্দটোৰ প্ৰথম উল্লেখ পোৱা যায় এমব্ৰ'জ মাৰ্টন নামেৰে ছদ্মনামত প্ৰকাশিত ব্ৰিটিছ লেখক উইলিয়াম জে. থমছৰ এক পত্ৰত। ১৮৪৬ চনৰ আগষ্ট মাহত Athenaeum of London-ত প্ৰকাশিত এই আলোচনা-পত্ৰত থমছে অভিমত দাঙি ধৰিছিল যে লোক জীৱনৰ ৰীতি-নীতি, সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোক-গাথা, ফকৰা-যোজনা ইত্যাদি পৰম্পৰাসমূহৰ লগতে পুৰাতন লোকজীৱন প্ৰৱাহৰো এক সুস্থ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নেৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ অধ্যয়নৰ স্বাৰ্থতেই ইবিলাকক নিৰ্দিষ্ট অভিধাৰে তালিকাভুক্ত কৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কাৰণ কোনো এটা বিষয়ৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়ন অথবা গৱেষণাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিৰ এক সাৰ্বজনীন সূত্ৰ আৰু অভিধাৰ লগতে সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আধুনিক বিশ্বায়নিক প্ৰেক্ষাপটত Folk

সূচীপত্ৰ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ১৫

মামণি দেৱী

নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ১৯

ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন

ৰান্‌ছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ২৮

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

লোকবিশ্বাসত চিংফৌ জনগোষ্ঠী / ৩৭

ড° পবিত্ৰ গগৈ

নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৪৮

ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ

দেউৰী জনগোষ্ঠী আৰু লোকবিশ্বাস / ৫৬

ড° নৰেণ দাস

মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৬৯

নীলিমা শেনচোৱা

সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৭৭

ৰুণুমী সোণোৱাল

লোকবিশ্বাস আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী / ৮৫

মৃদুল কুমাৰ দহোটীয়া

বড়ো-কছাৰী সমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ৯১

দীপাঞ্জলী গগৈ

উপসংহাৰ ঃ

লোকসংস্কৃতিৰ লগত সম্পৃক্ত লোকাচাৰসমূহত নিহিত হৈ থকা লোকবিশ্বাসসমূহ আধুনিক সময়ৰ লগত মিলাই কিছু ৰং সলাইছে। এয়া এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। কাৰণ পৰিবৰ্তনশীল সমাজ ব্যৱস্থাত বিশ্বাস আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ গতি-প্ৰকৃতিৰ পৰিবৰ্তন হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান মনস্কতা, আধুনিক প্ৰযুক্তি আদিয়ে লোকমনৰ বিশ্বাস, পৰম্পৰাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও পৰিবৰ্তন আনিছে। এই কথাও নুই কৰিব নোৱাৰি যে পৰম্পৰাৰ পৰিৱৰ্তনহে হ'ব পাৰে, ই হঠাৎ নোহোৱা হৈ যাব নোৱাৰে। সভ্যতাৰ অতিক্ৰমণত যুগ যুগান্তৰলৈ মানুহৰ কৃষ্টি-পৰম্পৰা বৰ্তি থাকে। কাৰণ পৰম্পৰাই এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীক অতীত, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত নগৰকেন্দ্ৰিক সভ্যতাই গাঁওসমূহকো নগৰমুখী কৰি তোলাৰ ফলত লোকমন আধুনিকমুখী হৈছে। নতুন প্ৰজন্মই আধুনিক শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তি-বিজ্ঞানে আনি দিয়া সুবিধাসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৃষি, ধৰ্ম, সামাজিক আচৰণ, ৰীতি-নীতিৰ লগত জড়িত লোকাচাৰ, লোকধৰ্ম, লোকবিশ্বাসসমূহ নতুন দৃষ্টিভংগীৰে বিচাৰ কৰা বা চোৱাৰ ফলত ইয়াৰ পৰিবৰ্তন হৈছে যদিও পৰিৱৰ্তিত ৰূপতেই সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এইবোৰ ধৰিও ৰাখিছে। কাৰণ নিজৰ সংস্কৃতিক যি জাতি বা জনগোষ্ঠীয়ে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে, সেই জাতি বা জনগোষ্ঠীয়ে নিজস্ব পৰিচয়েৰে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব নোৱাৰে।

পাহাৰ-ভৈয়ামত বসবাস কৰি থকা কাৰ্বিসকলেও সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দৰে পৰিবৰ্তিত বা অপৰিবৰ্তিত ৰূপৰ মাজেৰেই তেওঁলোকৰ লোকাচাৰ, অনুষ্ঠান, বিশ্বাসসমূহ বৰ্তাই ৰাখিছে। কাৰণ এটা জাতিৰ পৰিচয় বহন কৰাত লোকবিশ্বাস, ধৰ্মীয় ধাৰণা, আচাৰ-অনুষ্ঠানসমূহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা কাৰ্বিসকলৰ লোকবিশ্বাস আধাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ পৰিৱৰ্তিত, পৰিশীলিত ৰূপত বজাই ৰাখিলেহে জনগোষ্ঠীটোৱে নিজস্ব পৰিচয়েৰে মূৰ দাঙি থাকিব পাৰিব।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

বৰগোহাঞি, যতীন্দ্ৰ কুমাৰ ঃ *অসমৰ উৎসৱ আৰু পূজা*
শৰ্মা, দিলীপ ঃ *বাৰেৰহনীয়া কাৰ্বি আংলং*
শৰ্মা, নবীন চন্দ্ৰ ঃ ড° লীলা গগৈ, স্মাৰক বক্তৃতা, *'আধুনিক সমাজত লোকসংস্কৃতি'* অসমীয়া বিভাগ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, (২৫ নৱেম্বৰ, ২০০০)
ৰাজবংশী, পৰমানন্দ (সম্পা.) ঃ *অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি*, অসমীয়া বিভাগ, ৰাজবংশী, বৈকুণ্ঠ, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.) ঃ *জনজাতি সমাজ সংস্কৃতি*

নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস

ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন

বিষয়ৰ পৰিচয় ঃ

সূৰ্য উঠা দেশ হিচাপে খ্যাত অৰুণাচল প্ৰদেশ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এক অন্যতম অংগ ৰাজ্য। অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ বিভিন্ন জিলা আদি, আপাতানি, মিচিমি, গালং, নিচি, তাগিন, মন্পা, ছেৰদুকপেন, খাম্তি, দেউৰী, মিচিং, চাক্মা, লিচু, টুট্চা, মেম্বা, টাংচা, চিংফৌ, আবৰ, অকা, ডফলা, ৱানছু, নক্টে আদি বিবিধ জনগোষ্ঠীৰ আৱাসস্থলী। নক্টেসকল অৰুণাচলৰ টিৰাপ জিলাত বসবাস কৰা এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী। ইয়াৰ উপৰি অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অসমৰ তিনিখন গাঁৱত নক্টে জনগোষ্ঠীৰ কিছুসংখ্যক লোকে বসবাস কৰি আছে। নক্টেসকল নগা জনজাতিৰ এটা অন্যতম শাখা। নৃতাত্ত্বিক বিচাৰত নক্টেসকল ইণ্ডো-মংগোলীয় মূলৰ। তেওঁলোকে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগতে ব্ৰহ্মদেশৰ (ম্যানমাৰ) হুকং উপত্যকাৰ পৰা আহি বৰ্তমানৰ বসতিস্থলত প্ৰৱেশ কৰি নিগাজীকৈ থাকিবলৈ ল'লে। বৰ্তমান সদ্যবিভক্ত টিৰাপ জিলাত বসবাস কৰা

নক্টেসকলৰ আনুমানিক জনসংখ্যা ৩৬,৯৭৪জন। অসমত বসবাস কৰা নক্টেসকলৰ আনুমানিক জনসংখ্যা প্ৰায় ৫৬০জন। সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে নক্টেসকল যথেষ্ট চহকী। সাম্প্ৰতিক সময়তো তেওঁলোকে পৰম্পৰাগত বিশিষ্টতাৰে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অটুট ৰাখিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এই প্ৰবন্ধত নক্টেসকলৰ মাজত পূৰ্বাপৰ প্ৰচলিত হৈ অহা লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে।

লোকবিশ্বাস ঃ

লোকবিশ্বাস হৈছে লোকসংস্কৃতিৰ এক অন্যতম উপাদান। কোনো এটা জাতিৰ জীৱন-যাপনৰ আদৰ্শ, ধ্যান-ধাৰণা আদিৰ বিভিন্ন দিশ লোকবিশ্বাসৰ মাজেৰে ফুটি উঠে। আদিম মানুহে অৰণ্যত বসবাস কৰা সময়ত সঘনাই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু হিংস্ৰ জন্তুৰ আক্ৰমণত, গছৰ ডাল ভাগি, পাহাৰ খহি, ব্ৰজপাত পৰি বহুত মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিল। প্ৰকৃতিৰ এনে আশ্চৰ্যজনক ক্ৰিয়া-কলাপ দেখি মানুহৰ মনত নানা প্ৰশ্ন, ভয়, সন্দেহ আৰু কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছিল। তেতিয়াই প্ৰকৃতিৰ এই অদৃশ্য অলৌকিক শক্তিসমূহক ৰোধ কৰিবলৈ কিছুমান উপায় চিন্তা কৰি উলিয়ালে।সেই চিন্তাই লোকজীৱনত এনেভাৱে প্ৰভাৱ পেলালে যে পিছলৈ সেইবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে লোকবিশ্বাসৰূপে প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। এনেদৰে মানৱ জীৱনৰ বিৱৰ্তনত লোকবিশ্বাসসমূহে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিলে।

নক্টেসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস ঃ

নক্টেসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসবোৰক তলত দিয়াৰ দৰে ভাগ কৰি আলোচনা কৰিব পাৰি—

- প্ৰাকৃতিক লোকবিশ্বাস
- জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- কৃষি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- জীৱন বৃত্ত সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ইত্যাদি।

পাহাৰ-ভৈয়াম উভয়তে বসবাস কৰা নক্টেসকলৰ মাজত এনে বহু লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আছে। এনে বিশ্বাসবোৰত মংগল আৰু অমংগল দুয়োটা ধাৰণাই পোৱা যায়। এইবিলাকৰ আঁৰত সামাজিক শৃংখলাবদ্ধতা, স্বাস্থ্যৰ বিধান, প্ৰাকৃতিক সচেতনতা আদি সমাজবিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশ নিহিত হৈ আছে। এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে কিছুমান লোকবিশ্বাস কেইবাটাও ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। যেনে— খেতিপথাৰত যদি ব্ৰজপাত মাৰে তেনে শস্য খাব নাপায়। এই বিশ্বাস এফালে কৃষি সম্বন্ধীয় লোকবিশ্বাসৰ লগত জড়িত আৰু আনফালে ব্ৰজপাত প্ৰাকৃতিক লোকবিশ্বাসৰ অন্তৰ্গত। আলোচনাৰ প্ৰাসংগিকতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ বহু লোকবিশ্বাস পুনঃ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।

প্ৰাকৃতিক লোকবিশ্বাস ঃ

ব্ৰজপাত, বিজুলী-ঢেৰেকনি, ৰামধেনু, বতাহ-ধুমুহা আদিক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাকৃতিক লোকবিশ্বাসসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে। এইবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ

দৰে নক্টেসকলেও প্ৰাচীন কালৰে পৰা খাম, তামোল-পাণ, কুকুৰা, এটুকুৰা কাপোৰ আৰু অৰিহণা আদি আগ কৰি উদ্ধাৰৰ বাবে পূজা কৰি আহিছে। নক্টে সমাজত প্ৰচলিত কেইটামান প্ৰাকৃতিক লোকবিশ্বাস তলত উল্লেখ কৰা হ'ল—

- ৰাঙফাৰ আঘাতত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে তেনে ব্যক্তিক ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা নহয়। ঘৰলৈ সোমোৱা জখলাৰ তলত ৰাখি কাপোৰেৰে মেৰিয়াই হাবিত পেলাই দিয়া হয়। যি ঠাইত ৰাঙফাই আঘাত কৰে, সেই ঠাইত ৰাঙটন কৰা হয়।
- যদি মানুহ থকা ঘৰত ব্ৰজপাত পৰে ঘৰৰ গৃহস্থই লগে লগে সেই ঘৰ এৰি মৰং ঘৰলৈ যায় আৰু ৰাঙটান নকৰালৈকে তাতে থাকে। গাঁৱৰ বেলেগৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে। ঘৰৰ যি বস্তুত ৰাঙফাই আঘাত কৰে, সেই বস্তু একেবাৰে এৰি দিয়া হয় আৰু বাকী বস্তু ঘৰৰ বাহিৰ উলিয়াই অনা হয়। তেতিয়া কিছুমান নিয়ম মনা হয়। পিছত সেই ঘৰ আৰু মাটি এৰি দিয়া হয়।
- ভগৱান কিবা কাৰণত অসন্তুষ্ট হ'লে ব্ৰজপাত মাৰে বুলি নক্টেসকলে বিশ্বাস কৰে।
- ৰাঙফাৰ আঘাতত মৰা গছ ভগৱানৰ নামত এৰি দিয়া হয়। সেই গছজোপাৰ চাৰিওফালে এটা চিন দিয়া হয় আৰু চাৰিওফালৰ মাটি খান্দি সমান কৰা হয়, যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মই সেই গছ ৰাঙফাই আঘাত কৰা বুলি চিনিব পাৰে। তেনে গছৰ খৰি ব্যৱহাৰ কৰা, গছ স্পৰ্শ কৰা আৰু সেই ঠাইলৈ যোৱা নিষেধ। গ'লে অসুখ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- খেতিত যদি ব্ৰজপাত পৰে তেনে শস্য খাব নাপায়।
- নক্টেসকলে ৰাঙ্‌ফা মৰিলে খাম, ভাত আৰু ৰঙা কুকুৰা দেৱতাৰ নামত উছৰ্গা কৰি পূজা আগবঢ়ায়। তেতিয়াহে দেৱতা তুষ্ট হয় বুলি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস।
- আকাশৰ কোনো অপদেৱতাৰ খং উঠিলে বিজুলী-ঢেৰেকনি হয় বুলি নক্টেসকলৰ লোকবিশ্বাস আছে। পিছদিনা সকলো লোক ঘৰতে থাকে আৰু একো কাম কৰে।
- নক্টেসকলে বিজুলী মাৰিলে কণী নাখায়। কণী খালে শস্য নষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- বিজুলী চিধাকৈ পোনে পোনে মাৰিলে লক্ষ্মীৰ সু-দৃষ্টি পৰে আৰু ঘৰখনৰ লগতে গাঁৱৰ উন্নতি হয়। যদি টেৰা-বেঁকাকৈ মাৰে শনিৰ দৃষ্টি পৰে আৰু অমংগলৰ চিন বুলি গণ্য কৰে।
- বিজুলী মৰা গছৰ ওচৰেদি মাইকী মানুহ গ'লে মই তোৰ ভনী আৰু মতা

মানুহ গ'লে মই তোৰ ভাই, আপোন মানুহ, আমাৰ অপকাৰ নকৰিবি বুলি কৈ থু থু থু কৰি আঁতৰি যাব লাগে।

- ৰামধেনু দেখাটোও অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টি বুলি গণ্য কৰে। গোমা ডাৱৰীয়া আকাশত এই শক্তি ঘূৰি ফুৰে। ৰামধেনু দেখিলে মূৰৰ বিষ, বুকুৰ বিষ হয় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস। সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক ৰামধেনুলৈ আঙুলি টোঁৱাবলৈ নিদিয়ে, আঙুলি ওখহি যাব বুলি বিশ্বাস কৰে।
- নক্টেসকলৰ বিশ্বাস মতে, পূবফালে বেছি ওখকৈ ৰামধেনু ওলালে বানপানী হয় আৰু অলপ তললৈ ওলালে সামান্য পানী হয়।
- অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতে নক্টেসকলেও ভেকুলীৰ মাতত বৰষুণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে বৰষুণৰ কামনা কৰি এটুকুৰা মাটি খান্দি তাত গাঁত কৰে আৰু বাঁহৰ বাকলি এচটা এৰোৱাই তাত পাৰি লয়। পিছত এডাল ৰছীৰে টানি টানি 'ক্রুক-ক্রুক-ক্রুক' কৰি ভেকুলীৰ নিচিনা মাত উলিয়ায় আৰু তেনে মাতত বৰষুণ হয় বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে।
- বৰষুণৰ কামনা কৰি নক্টেসকলে নাঙল ওলোটাকৈ পুতি থয়। ই অসমীয়া সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত একে বিশ্বাসজনিত ধাৰণা।

জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- জেঠীয়ে টিক টিক কৰিলে যিকোনো কামত সফল হয় বুলি অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ নিচিনাকৈ নক্টেসকলেও বিশ্বাস কৰে।
- কুকুৰাই গধূলি ডাক দিলে অমংগল হয় বুলি ভাবি কুকুৰাটো মাৰি পেলায়।
- নক্টেসকলে যাত্ৰাৰ সময়ত মেকুৰী কন্দা, ক'লা মেকুৰী আগে আগে পাৰ হোৱা অমংগলৰ চিন বুলি গণ্য কৰে আৰু 'থু থু, থু থু, থু থু' কৰি খেদি দিয়ে।
- কাউৰী আৰু ফেঁচা ঘৰৰ ওচৰত কান্দিলে অশুভ বুলি গণ্য কৰে।
- কাউৰীয়ে কা-কা-কা বুলি পাখি মেলি উৰি গ'লে বৰষুণ হয় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।
- কাউৰী ঘৰৰ চোতালৰ গছত কা-ওৱা, কা-ওৱা কৰি কান্দিলে মাছ-মাংস খাবলৈ পায়।
- গাহৰি ঘৰৰ ওপৰত উঠিলে ঘৰ ধ্বংস হয় বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু গাহৰিটো লগে লগে জ্বলাই দিয়ে।
- নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে কুকুৰ মৰা নিয়ম নক্টেসকলৰ মাজত প্ৰচলিত।

কৃষি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- নক্টেসকল মূলতঃ কৃষিজীৱী। সেয়ে তেওঁলোকে মংগলতিৰ দ্বাৰা শুভ-অশুভ চাইহে কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰে।
- তেওঁলোকে চালু ল'কুৰ সময়ত ঝুম খেতিৰ ঠাই নিৰ্বাচন কৰে। মংগলতিয়ে কণী মংগল চাই যি ঠাই নিৰ্বাচন কৰে, সেই ঠাইতহে খেতি ভাল হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- শস্যৰ পথাৰত ব্ৰজপাত পৰিলে সেই শস্য নাখায় আৰু সেই ঠাই এৰি দিয়ে।
- নক্টেসকলে গাঁৱত মানুহ মৰিলে ৰাজহুৱা উৎসৱত, ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা পূজা-পাৰ্বণত কৃষি কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকে। যদি খেতি কৰে খেতি অনিষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- নক্টেসকলে ঝাৰু পাত, বিজুলী বাঁহ আৰু কলপাতত ভগৱানৰ নাম লৈ মংগল চাই শুভ-অশুভ নিৰ্ণয় কৰে।
- নক্টেসকলৰ ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'লে দুৱাৰমুখত ঠাৰিৰে সৈতে বাঁহ পাত আঁৰি থয়। তেনে কৰিলে সন্তানটি ভূত-প্ৰেতৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আৰু বাঁহৰ দৰে পোন আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হয় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।
- ছোৱালী জন্ম হ'লে খান্‌খে বা খাটোডাক গছৰ পাত আঁৰে। তেতিয়া বাহিৰা বস্তুৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ লগতে ছোৱালী খান্‌খে গছৰ পাতৰ নিচিনা মিহি আৰু ধুনীয়া হয় বুলি পৰম্পৰাগত বিশ্বাস আছে।
- হিৰিম গছ সীমাত ৰুলে কোনো বেয়া শক্তিয়ে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে। ভেটি বেয়া হ'লে এই গছ লগালে সকলো ঠিক হৈ যায় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।
- লুংন্যাঙ গছৰ পাতেৰে গা ধুলে খজুৰতি নহয় বুলি নক্টেসকলে বিশ্বাস কৰে। ই এবিধ ঔষধি গুণযুক্ত কুমলীয়া বন।
- আদা নক্টেসকলৰ অতি সন্মানৰ বস্তু। তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো শুভ কৰ্মত আদা ব্যৱহাৰ হয় আৰু ই গভীৰ বিশ্বাসজনিত এটা পৰম্পৰা। মোমায়েক বা তেওঁৰ অনুপস্থিতিত পৰিয়ালৰ লোকে ভাগিনীয়েকহঁতক আদা পিন্ধাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'বলৈ, বংশ বৃদ্ধি হ'বলৈ, বেমাৰ-আজাৰ নহ'বলৈ আৰু ধনে-ধানে, সুখে-শান্তিৰে সমৃদ্ধিশালী হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে।
- নক্টেসকলৰ ছোৱালীৰ বিয়াত কচু, আদা, ধান আদি লগত দিয়ে। তেনে কৰিলে ধান, আদা আৰু কচুৰ দৰে বংশ হয় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।

জীৱন বৃত্তৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস ঃ

জন্ম, বিবাহ আৰু মৃত্যু সম্বন্ধীয় লোকবিশ্বাসসমূহ জীৱন বৃত্তৰ লগত জড়িত। নক্টে সমাজতো এনে বহু লোকবিশ্বাস পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলিত হৈ আহিছে।

জন্ম সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

গৰ্ভকালীন অৱস্থাত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস ঃ

- সন্তান জন্ম দিয়াটো নক্টেসকলে যৌৱান দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বুলি বিশ্বাস কৰে।
- গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে মৰা মানুহ চাব আৰু চুব নালাগে আৰু কোনো জীৱ হত্যা কৰিব নালাগে। তেনে কৰিলে সন্তান পংগু অথবা মৃত হৈ জন্ম হয় বুলি বিশ্বাস আছে।
- গৰ্ভকালীন অৱস্থাত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই তিতা বস্তু খোৱা, পহু মাংস খোৱা, শুকান মাছ-মাংস খোৱা, ৰাগিয়াল বস্তু সেৱন কৰা, মৰাশ চোৱা, পূজাত উছৰ্গিত দ্ৰব্য খোৱা আদি নিষেধ। এনে কৰাটো অপায়-অমংগলৰ চিন বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
- সন্তান জন্ম নোহোৱালৈকে ঘৰৰ একো মূল্যৱান বস্তু বিক্ৰী নকৰে। এইবিলাক নক্টে সমাজত অমংগলজনক।

সন্তান জন্মৰ পিছত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস ঃ

- নক্টে সমাজত ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'লে ঘৰৰ মুখত পাতৰ সৈতে বাঁহৰ জেং আঁৰি থয় আৰু ছোৱালী জন্ম হ'লে 'খাটোদাক' গছৰ ডাল-পাতেৰে সৈতে আঁৰে। তেনে কৰিলে সন্তানটিক বাহিৰা বস্তুৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু ল'ৰা বাঁহ গছৰ দৰে পোন, আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু ছোৱালী খাটোদাক গছৰ দৰে মিহি আৰু ধুনীয়া হয় বুলি নক্টেসকলৰ পৰম্পৰাগত বিশ্বাস।
- কেঁচুৱা জন্ম হ'লে মোমায়েকৰ ঘৰৰ ডাঙৰ মানুহক মাতিব লাগে আৰু তেওঁলোক আহি কেঁচুৱা আৰু মাকক আদা গুন্ধোৱা নিয়ম। তেনে কৰিলে কেঁচুৱাৰ অমংগল নহয় বুলি বিশ্বাস আছে।
- সেইকেইদিন পোঁৱাতীৰ কোঠাটো অনবৰত পোহৰ কৰি ৰাখে, যাতে কোনো ভূত-প্ৰেত আদিয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰি শিশু আৰু মাকৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে। এনে বহু লোকবিশ্বাস নক্টে সমাজত আজিও প্ৰচলন থকা দেখা যায়।
- জন্মৰ দ্বিতীয় দিনাৰ পৰা চতুৰ্থ দিনালৈকে নক্টেসকলে 'নাচুক', 'নাথট', 'নামিন', 'নাবামবা' আদি উৎসৱ পালন কৰে। সেইকেইদিন তেওঁলোকে অশৌচ মানে। সেইদিনা শুকান কচুপাত, শুকান খৰিচাৰে কুকুৰা মাংস ৰান্ধি কেঁচুৱাৰ মাকক দিয়ে। ই অসমীয়া সমাজৰ 'জাল দিয়া'ৰ নিচিনা। এনে কৰিলে মাজলৈ পূৰ্বপুৰুষ

পুনৰ ঘূৰি আহিছে বুলি বিশ্বাস আৰু গৌৰৱ কৰে।

- নামকৰণৰ পিছত পুৰণা জু-হাল আঁতৰাই নতুন জুহাল পাতে। এই নিয়ম অসমীয়া সমাজৰ 'চোৰা ভঙা' কৰ্মৰ দৰে একে।
- সন্তানক মোমায়েকৰ ঘৰতহে প্ৰথম ভাতমুখত দিয়া নিয়ম।
- সন্তানক খেতি দেখুৱাবলৈ নিয়া পৰম্পৰাই সন্তানক বাহিৰৰ জগতখনৰ লগত পৰিচয় কৰোৱা হয় বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি।

বিবাহ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- নক্টে সমাজত একে ফৈদৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ। কাৰণ একে ফৈদৰ লোকসকল একে বংশৰ আৰু তেজৰ সম্পৰ্ক থকা। গতিকে এনে বিবাহ অমংগলৰ চিন বুলি গণ্য কৰে।
- যদি সমাজৰ নিয়ম ভংগ কৰি একে ফৈদৰ মাজত বিয়া হয়, তেতিয়া ভগৱান অসন্তুষ্ট হয় বুলি নক্টেসকলৰ মাজত প্ৰচলিত ধাৰণা। তেনে কৰিলে গাঁৱত মহামাৰী হয়, শস্য কম হয়, জুই লাগে আৰু যি ঘৰৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে সেই দোষ কৰে ঘৰৰ মানুহ মৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।
- অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ দৰে বিবাহ অনুষ্ঠানতো মোমায়েকৰ আশীৰ্বাদ বহু মূল্যৱান। বিয়াৰ দিনা এগৰাকী কন্যাক আদাৰ মালা পিন্ধাই সুখী হ'বলৈ আৰু সতি-সন্তানে এখন ভৰপূৰ সংসাৰ গঢ়িবলৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে। ই নক্টেসকলৰ এক ব্যতিক্ৰমী বিশেষত্ব। এই বিশ্বাস নক্টেসকলৰ মাজত এতিয়াও প্ৰচলিত আছে।
- নক্টেসকলে কন্যাৰ লগত এখন ঘৰ চলাব পৰাকৈ প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু দিয়ে। এই নিয়মক 'হানকু' (Hanko) বুলি কয়। সেই বস্তুখিনি মাক-বাপেক, ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা-ছোৱালী থকা এজন ব্যক্তিয়েহে নিয়া নিয়ম। মাক-বাপেক নথকা, ঘৈণীয়েক আৰু ল'ৰা-ছোৱালী নথকা আৰু বিধৱা তিৰোতাৰ সন্তান নিলে দৰা-কইনাৰ অমংগল হয় বুলি নক্টেসকলে বিশ্বাস কৰে।
- নক্টেসকলে কন্যাৰ লগত ধান দিয়া, কচু দিয়া নিয়মৰ লগত উৰ্বৰাজনিত বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে।
- বেছিসংখ্যক জনজাতীয় সমাজত প্ৰচলিত ৰীতিৰ দৰে নক্টেসকলৰ মাজতো এজন ল'ৰাই মোমায়েকৰ জীয়েক নাইবা পেহীয়েকৰ জীয়েকক বিয়া পতাটো নিয়ম আৰু গৌৰৱৰ কথা। একেদৰে এজনী ছোৱালীয়ে মোমায়েকৰ পুতেক নাইবা পেহীয়েকৰ পুতেকক বিয়া কৰাব পাৰে। এনে সম্পৰ্কই সম্বন্ধ গাঢ় কৰে বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।

মৃত্যু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- নক্টেসকলে মানুহ মৰিলে মৰঙৰ থাম বজাই, বৰকাঁহ বজাই, বন্দুক ফুটায়। এনে শব্দই ভূত-প্ৰেতক আঁতৰাই ৰাখে বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।
- মৃত্যুৰ পিছত মৃতকক গা ধোৱাই মোমায়েকৰ ঘৰৰ কাপোৰেৰে প্ৰথম মেৰিয়াব লাগে। মৃতকৰ গাত দিয়া মোমায়েকৰ কাপোৰখনে স্বৰ্গতো শান্তিৰে থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি নক্টেসকলে বিশ্বাস কৰে।
- মৃত্যুৰ পিছত 'যৌৱান' দেৱতাই মৃতাত্মাক পুনৰ জন্মৰ বাবে আকাশত থকা 'বুলুম' লৈ যায় বুলি নক্টেসকলৰ বিশ্বাস।
- অস্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মাৰ অসৎ প্ৰকৃতিৰ ভূতলৈ ৰূপান্তৰিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- মৃতকক শ্মশানলৈ নিওঁতে কোনেও অগা-দেৱা কৰিব নালাগে। কৰিলে অমংগলৰ চিন বুলি বিশ্বাস কৰা হয়।
- শ্মশানৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত ঘৰ-দুৱাৰ চাফা কৰে, পুৰণা জুইশাল আঁতৰাই নতুনকৈ পতা হয়, আগে গোটাই থোৱা পানী পেলাই দিয়ে আৰু শ্মশানৰ পৰা ঘূৰি আহি যিটো পাত্ৰৰ পানীৰে হাত ধোৱে সেইটো শেষত ৰামৰাই ভাঙি দলিয়াই দিয়ে। ইয়াক চোৱা পেলোৱা বুলিও কোৱা হয়।
- মৃতকৰ আত্মাই মৃত্যুৰ পিছত 'চিলা' আকৃতি লৈ আকাশত উৰি ফুৰে বুলি নক্টেসকলে বিশ্বাস কৰে। সেয়ে মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে যেতিয়া চিলা দেখে, তেতিয়া পৱিত্ৰ পানী আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে মাটিত ঢালি দিয়ে। শ্ৰাদ্ধৰ শেষতহে মৃতাত্মাই নিজৰ স্থানলৈ যায় বুলি বিশ্বাস আছে।
- গাঁৱত মানুহ মৰিলে নক্টেসকলে গেনা মানি চলে আৰু সেইকেইদিন কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকে।
- গাঁৱত কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে মৃত্যুৰ দিনাৰ পৰা নতুন জোন নেদেখালৈকে সেই সময়ছোৱাত গাঁৱৰ কোনেও গছৰ পৰা ফল-মূল নিছিঙে, ছিঙিলে সেই গছৰ ফল পিছত পোকে খায় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে সেই মাহত কোনো নিয়ম কৰিব নোৱাৰে, আনৰ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনো জন্তু হত্যা কৰিব নোৱাৰে। কৰিলে পৰিয়ালৰ কাৰণে অমংগল বুলি ধাৰণা কৰে।
- পূৰ্বপুৰুষৰ নামেৰে সন্তানৰ নামকৰণ কৰাটো নক্টেসকলে সন্মান আৰু গৌৰৱৰ কথা বুলি গণ্য কৰে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ পুনৰ ঘূৰি আহিছে বুলি বিশ্বাস কৰে। কিন্তু তেওঁ স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা হ'ব লাগিব।

সামৰণি ঃ

পৃথিৱীত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মাজত আদিম যুগৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে ভিন ভিন পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকবিশ্বাসৰ জন্ম হৈছিল আৰু পুৰুষাণুক্ৰমে আজিও এইবোৰ প্ৰচলিত হৈ আহিছে। এই বিশ্বাসসমূহ একেটা দিনতে আৰু একেটা সময়তে গঢ় লৈ উঠা নাই। এইবিলাকৰ জৰিয়তে এটা জাতিৰ একোখন সমাজৰ জীৱন-যাপনৰ আদৰ্শ, ধ্যান-ধাৰণা আদিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। প্ৰকৃতাৰ্থত এই বিশ্বাসসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা লোকবিজ্ঞানহে। এইবিলাকৰ মাজত সমাজবিজ্ঞানৰ কিছুমান চিন্তাধাৰাও জড়িত হৈ থাকে। নক্টে সমাজতো সামাজিক শৃংখলাবদ্ধতা, নৈতিক শিক্ষা, মংগল-অমংগলৰ বিচাৰ, স্বাস্থ্যৰ বিধান, প্ৰাকৃতিক সচেতনতা আদিৰ দৰে কিছুমান সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তা বিচাৰি পোৱা যায়। কিন্তু আধুনিক সমাজ-ব্যৱস্থা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে নক্টে সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান লোকবিশ্বাসৰ ধাৰণা লোপ পাইছে, কিছুমান লোকবিশ্বাসৰ ৰূপান্তৰ ঘটিছে আৰু কিছুমান লোকবিশ্বাস বৰ্তমানো অপৰিৱৰ্তিত ৰূপতেই আছে। এই লোকবিশ্বাসসমূহ পাহাৰ-ভৈয়াম উভয়তে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে পালিত লোকাচাৰসমূহৰ মাজত আজিও সজীৱ হৈ আছে।

সমল দাতাৰ তালিকা ঃ

১) নামপে লামতি, ক্ষেত্ৰী গাঁও, টিৰাপ জিলা
২) অগথা লৱাঙচা (ম.), বৰদুৰীয়া গাঁও, খুন্‌চা, টিৰাপ জিলা
৩) বিচিত্ৰ পেগু, খুন্‌চা, টিৰাপ জিলা
৪) চ'ৱা ৱাঙ্চা, খুন্‌চা বস্তি, টিৰাপ জিলা
৫) ৱাঙ্‌বাং লৱাং, নামচাং বস্তি, টিৰাপ জিলা

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

2018-19

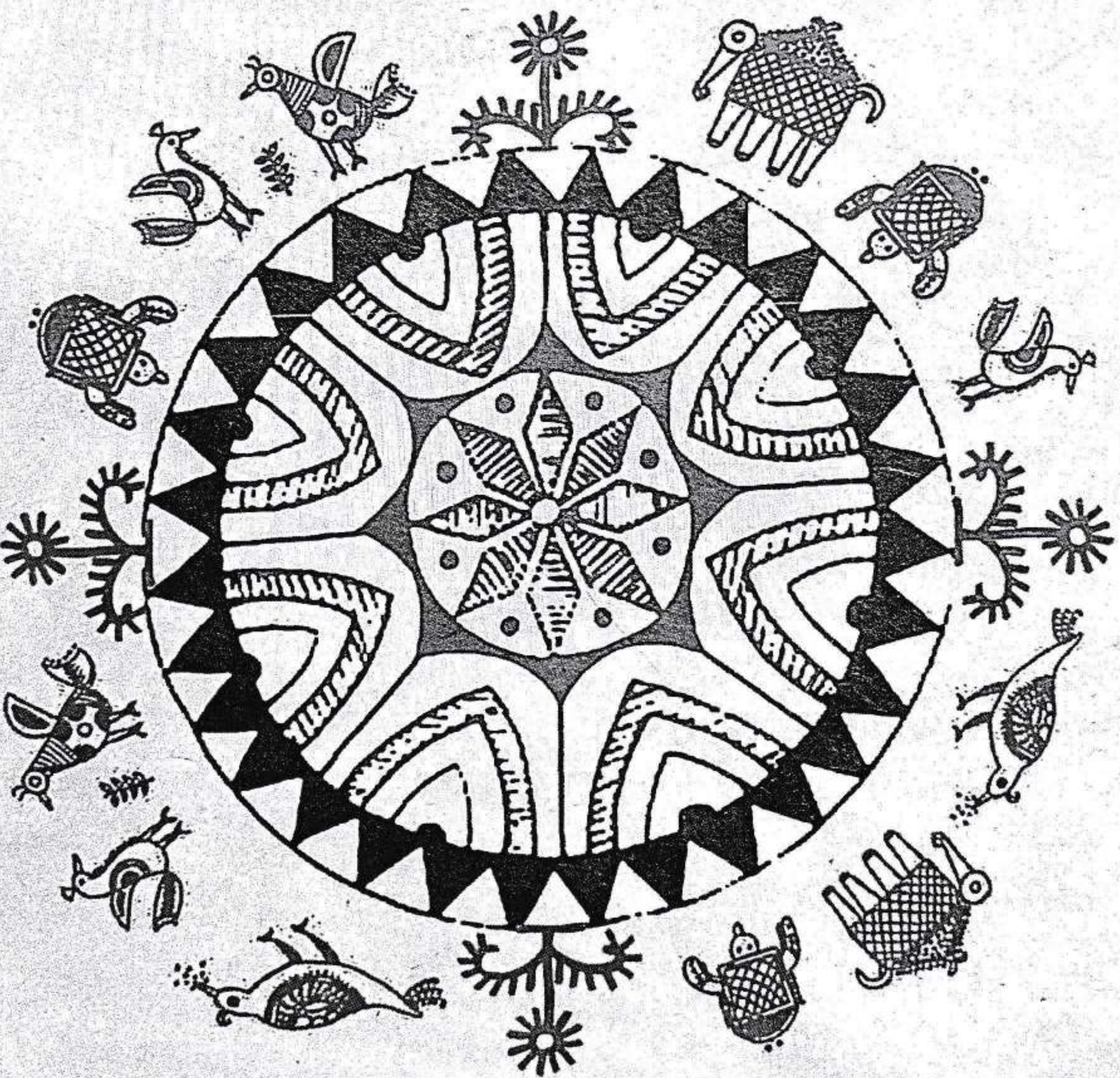

সম্পাদনা

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

JANOGOSTHIYA LOKBISHWAS: A Collection of Articles on Ethnic Culture related with Folk Belief observed by various tribes of North East India, Edited by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Naharkatiya College, Naharkatia- 786610 and Published by Purbayon Publication, Guwahati-14

1st Edition, October, 2018 Price- Rs. 220.00

2nd Edition, December, 2018

ISBN- 978-93-87263-89-5

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

প্ৰকাশক : পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী ১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশ : অক্টোবৰ, ২০১৮
দ্বিতীয় প্ৰকাশ : ডিচেম্বৰ, ২০১৮

মূল্য : ২২০/-

বেটুপাত : সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্ব : সম্পাদক

বাটচ'ৰা...

ইংৰাজী 'Folk lore' শব্দটোৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ হৈছে লোকবিদ্যা বা লোকশিক্ষা। আনহাতে 'Folk culture'ৰ অসমীয়া ৰূপ হৈছে লোকসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি। 'Folk lore' তুলনামূলকভাৱে এটা নতুন বিষয়। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাহে লোকজীৱনৰ অধ্যয়ন, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা হয়। লোকবিদ্যাৰ অধ্যয়নত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সামাজিক আচৰণবিশিষ্ট জনসম্প্ৰদায়ৰ মৌখিক পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা হয়। ইউৰোপীয় সাহিত্যত ঊনবিংশ শতিকাৰ আগলৈকে লোক পৰম্পৰা অধ্যয়নৰ এই বিষয় প্ৰণালীক (Discipline), Polupar Antiquities, Popular literature আদি ভিন ভিন নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী কালত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে Folk lore শব্দটো সাৰ্বজনীন ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়। Folk lore শব্দটোৰ প্ৰথম উল্লেখ পোৱা যায় এমব্ৰ'জ মাৰ্টিন নামেৰে ছদ্মনামত প্ৰকাশিত ব্ৰিটিছ লেখক উইলিয়াম জে. থমছৰ এক পত্ৰত। ১৮৪৬ চনৰ আগষ্ট মাহত Athenaeum of London-ত প্ৰকাশিত এই আলোচনা-পত্ৰত থমছে অভিমত দাঙি ধৰিছিল যে লোক জীৱনৰ ৰীতি-নীতি, সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোক-গাথা, ফকৰা-যোজনা ইত্যাদি পৰম্পৰাসমূহৰ লগতে পুৰাতন লোকজীৱন প্ৰৱাহৰো এক সুস্থ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নেৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ অধ্যয়নৰ স্বাৰ্থত এই ইবিলাকক নিৰ্দিষ্ট অভিধাৰে তালিকাভুক্ত কৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কাৰণ কোনো এটা বিষয়ৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়ন অথবা গৱেষণাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিৰ এক সাৰ্বজনীন সূত্ৰ আৰু অভিধাৰ লগতে সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আধুনিক বিশ্বায়নিক প্ৰেক্ষাপটত Folk

সূচীপত্ৰ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ১৫
মামণি দেৱী
নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ১৯
ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন
ৱান্‌ছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ২৮
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ
লোকবিশ্বাসত চিংফৌ জনগোষ্ঠী / ৩৭
ড° পবিত্ৰ গগৈ
নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৪৮
ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ
দেউৰী জনগোষ্ঠী আৰু লোকবিশ্বাস / ৫৬
ড° নৰেণ দাস
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৬৯
নীলিমা শেনচোৱা
সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৭৭
ৰুণুমী সোণোৱাল
লোকবিশ্বাস আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী / ৮৫
মৃদুল কুমাৰ দহোটীয়া
বড়ো-কছাৰী সমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ৯১
দীপাঞ্জলী গগৈ

ৰান্‌ছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস ঃ এক অধ্যয়ন

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

বিষয়ৰ পৰিচয় ঃ

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এক অন্যতম জনগোষ্ঠী হৈছে ৰান্‌ছুসকল। বৰ্তমান ৰান্‌ছুসকল লংডিং জিলাত বসবাস কৰাৰ উপৰি টিৰাপ জিলাতো এই জনগোষ্ঠীৰ কিছুসংখ্যক লোকে বসবাস কৰি আছে। অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ ক্ৰমে নাহৰকটীয়া আৰু সাপেখাতী ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ চাৰিখন গাঁৱত এই জনগোষ্ঠীৰ একাংশ লোকে বসবাস কৰি আছে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিৰে ৰান্‌ছুসকল মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক আৰু বৃহত্তৰ নগা জনগোষ্ঠীৰ এটি প্ৰধান ঠাল। ২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ৰান্‌ছুসকলৰ মুঠ জনসংখ্যা ৫৬,৯৫৩জন। অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰেই ৰান্‌ছুসকল সাংস্কৃতিকভাৱে যথেষ্ট চহকী। আমাৰ এই অধ্যয়নত ৰান্‌ছু জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

লোকবিশ্বাস ঃ

লোকবিশ্বাস বুলিলে জনমানসত পৰম্পৰাগতভাৱে মানি চলা ধ্যান-ধাৰণাকেই বুজা যায়। লোকজীৱনৰ ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীৱন-পৰম্পৰাই লোকবিশ্বাসৰ ঘাই আধাৰ। লোকবিশ্বাসৰ সৃষ্টিৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা কঠিন। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত যুক্তিহীন প্ৰত্যয়ক আশ্ৰয় কৰি লোকবিশ্বাসসমূহ বৰ্তি থাকে। লোকবিশ্বাস লোকমনৰ সৃষ্টি। ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসসমূহ এদিন বা এবছৰ-দুবছৰত সৃষ্টি হোৱা নাই। মানুহে সভ্যতাৰ জখলাইদি আগবাঢ়ি আহোঁতে অনেক তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰে। এনে তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই মানুহৰ মনত কিছুমান চিন্তাৰ উদয় হয়। এনে চিন্তাই

যেতিয়া কাৰ্যকৰী ৰূপ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াই ইবোৰ বিশ্বাসলৈ ৰূপান্তৰ ঘটে। আনহাতে মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্ক অবিচ্ছিন্ন। প্ৰকৃতিৰ পৰা সকলো সময়তে মানুহ উপকৃত হয় আৰু কেতিয়াবা বিঘ্নিতও হয়। প্ৰকৃতিৰ উপাদানবিলাক, যেনে— গছ-গছনি, মাটি, পানী, বায়ু, নদ-নদী, জীৱ-জন্তু, ধুমুহা-বতাহ, শিল-বৰষুণ, গাজনি-ঢেৰেকনি, আকাশ, জোন, বেলি, তৰা আদি সকলোবোৰকে একোটা নিৰ্দিষ্ট শক্তিৰ আধাৰ বুলি গণ্য কৰা হয়। গতিকে এনে আধাৰবিলাকক লৈ সুদূৰ অতীতৰ পৰাই মানুহৰ মনত কিছুমান লোকবিশ্বাসৰ ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছে। এই লোকবিশ্বাসসমূহৰ কিছুমানক মংগলজনক আৰু কিছুমানক অমংগলজনক বুলি ধাৰণা কৰা হয়। মংগলেই হওক বা অমংগলেই হওক, এই লোকবিশ্বাসসমূহ প্ৰায়বোৰ সমাজেই মানি অহা দেখা যায়। যদিও মানুহে মানি অহা কিছুমান লোকবিশ্বাসৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততা দেখা নাযায়, তথাপি মানুহে লোকবিশ্বাস আজিও মানি চলে।

ৰান্‌ছুসকলৰ লোকবিশ্বাস ঃ

বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদে লোকবিশ্বাসসমূহক বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাগ কৰিছে যদিও ৰান্‌ছুসকলৰ মাজত পৰিৱেষ্টিত লোকবিশ্বাসক আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে তলত দেখুওৱাৰ দৰে ভাগ কৰিব পাৰি—

- জীৱন বৃত্ত সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- কৃষি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- দেৱতা-অপদেৱতা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- ৰোগ-ব্যাধি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
- অন্যান্য লোকবিশ্বাস

জীৱন বৃত্তৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস ঃ

জীৱন বৃত্ত বুলি কওঁতে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এই তিনিটা পৰ্যায় ইয়াত নিহিত হৈ আছে। এই পৰ্যায়কেইটা অতিক্ৰম কৰি যাওঁতে মানুহে নানা সাৱধানতা বা সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয়। এনে সতৰ্কতাৰ ফলতেই জনসাধাৰণৰ মাজত কিছুমান লোকবিশ্বাসৰ জন্ম হৈছে। ৰান্‌ছুসকলৰ মাজতো জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পৰ্কীয় এনে লোকবিশ্বাস কিছুমান প্ৰচলন আছে। সেইবিলাকৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল—

জন্ম সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

এগৰাকী নাৰী সন্তানসম্ভৱা হোৱাৰ পৰা কেঁচুৱা ভূমিষ্ঠ হোৱালৈকে আৰু তাৰ পিছতো কিছুমান লোকাচাৰ পালন কৰা হয়। এই লোকাচাৰৰ লগত কিছুমান লোকবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। এনে ধৰণৰ লোকবিশ্বাসসমূহৰ বিষয়ে থোৰতে তলত উল্লেখ কৰা হৈছে। গৰ্ভৱতী তিৰোতাই প্ৰত্যেক সময়তে হাতত লোৰ সামগ্ৰী, যেনে— সৰু কটাৰী, জালৰ

গুড়া, গজাল, সৰিয়হ লৈ ফুৰে। এনেদৰে লৈ ফুৰিলে বাহিৰা ভূত-প্ৰেত, অপদেৱতাই ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস আছে। গৰ্ভৱতী তিৰোতাৰ স্বামীয়ে গাহৰি বধ কৰিব নাপায়, কেনেবাকৈ বধ কৰিলে সন্তানৰ মুখখন গাহৰিৰ দৰে হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। গৰ্ভৱতী তিৰোতাই 'শৱ' চাবলৈ আৰু মৃতকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো নিষেধ। কেনেবাকৈ 'শৱ' চাবলৈ বা মৃতকৰ ঘৰলৈ গ'লে মৃত সন্তান জন্ম হ'ব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। সন্তানসম্ভৱা নাৰীৰ স্বামীয়ে 'শৱ'ৰ সাঙী দাঙিব নাপায়, দাঙিলে মৃত সন্তান জন্ম হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। গৰ্ভৱতী তিৰোতাৰ স্বামীয়ে সাপ মাৰিব নাপায়, সাপ মাৰিলে সন্তানে সাপৰ দৰে জিভাখন উলিয়াই থাকে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। গৰ্ভৱতী মহিলাক শুকান মাংস, ভালুক, হৰিণ আৰু বান্দৰৰ মাংস খাবলৈ দিয়া নহয়। শুকান মাংস খালে সন্তানৰ বেমাৰ-আজাৰ বেছি হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। আনহাতে ভালুক, হৰিণ, বান্দৰৰ মাংস খালে গাত বেছি নোম ওলাই বুলি ৰান্‌ছু সমাজত বিশ্বাস আছে। পূৰ্ণিমাত সন্তান জন্ম হ'লে সৌভাগ্যশালী আৰু অমাৱস্যাত জন্ম হ'লে অল্পায়ুস হয় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। সন্তনৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পিতৃয়ে ওচৰৰ পুখুৰী, নৈ, বিল আদিত জাকৈ বা জাল বায়। যদি একেবাৰতে মাছ উঠে আৰু মাছটো যদি ডাঙৰ হয়, তেন্তে সন্তানটিৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন বুলি বিশ্বাস কৰে। জন্মৰ তিনি দিনৰ পিছত কেঁচুৱাৰ নামকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 'মৃমন' (Maoman) অনুষ্ঠান ৰান্‌ছু সমাজত পাতে। ইয়াত 'চান' আৰু 'মান' নামেৰে দুটা বেলেগ বেলেগ নাম ৰখাৰ প্ৰথা প্ৰচলন আছে। ইয়াৰে 'চান' নামটো সন্তনটোৱে নিজে ক'ব নাপায়। নিজে ক'লে নিজৰেই অনিষ্ট হয় বুলি ৰান্‌ছু সমাজত বিশ্বাস প্ৰচলন আছে। পোঁৱতীয়ে সন্তন জন্মৰ দহ দিনলৈকে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যোৱা নিষেধ। কেনেবাকৈ বাহিৰলৈ গ'লে ভূত-প্ৰেত লাগি আহি পোঁৱতীৰ লগতে সন্তনৰো অনিষ্ট কৰিব পাৰে বুলি ৰান্‌ছু সমাজত বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে।

বিবাহ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

ৰান্‌ছু সমাজত বিবাহ সম্পৰ্কীয় কিছুমান লোকবিশ্বাস প্ৰচলন আছে। সেইবোৰ হৈছে—

ৰান্‌ছু নাৰীয়ে জীৱনকালত চাৰিবাৰ শৰীৰত (মুখমণ্ডলৰ বাদে) টেটু কৰে। দ্বিতীয়বাৰ শৰীৰত ফুটা ফুটা কৰি টেটু কৰাৰ লগে লগে এজন যুৱকে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব পাৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। দ্বিতীয়বাৰ টেটু কৰা যুৱতীক তেওঁলোকৰ সমাজৰ যুৱকে পছন্দ কৰি প্ৰস্তাৱ মাক-দেউতাকলৈ পঠিওৱাৰ বিশ্বাস তেওঁলোকৰ সমাজত মানি চলে। তেওঁলোকৰ সামাজিক নিয়ম অনুসৰি বিবাহ বন্দৱস্তি হোৱাৰ পিছত পুনৰ কন্যাজনীৰ শৰীৰত আঁকবাঁক কৰি টেটু কৰি দিয়াৰ নিয়ম। আঁঠুৰ ওপৰত দীঘল দীঘলকৈ টেটু অংকন কৰি কন্যাগৰাকীক পিতৃ-মাতৃয়ে বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত কৰি তোলে। তেনে যুৱতীক দেখিলে বাকী যুৱকসকলে বিশ্বাস কৰে যে সেই যুৱতীৰ বিবাহ ঠিক হৈ আছে।

গাঁৱত মানুহ মৰিলে 'গেনা' পালন কৰে। গেনা লগাকেইদিন তেওঁলোকে বিয়া-বাৰু নাপাতে, কৃষি কৰ্মলৈ নাযায় আনকি বেলেগ গাঁওলৈও নাযায়। এই নিয়ম ভংগ কৰিলে গাঁওখনত অমংগলে দেখা দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰে। ৰান্‌ছুসকলৰ বিয়াত নৃত্য কৰাৰ নিয়ম প্ৰচলন আছে। বিয়াত নৃত্য কৰিলে দৰা-কন্যাৰ মংগল হয় বুলি তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস প্ৰচলন আছে।

মৃত্যু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

জন্ম, বিবাহৰ লগতে ৰান্‌ছু সমাজত মৃত্যু সম্পৰ্কীয় কিছুমান লোকবিশ্বাসৰো প্ৰচলন আছে। সেইবিলাক হৈছে—

মানুহ মৰণশীল। এই স্বাভাৱিক মৃত্যুত ৰান্‌ছুসকলে কোনো শংকা নাৰাখে। কিন্তু অস্বাভাৱিক মৃত্যু, যেনে— দুৰ্ঘটনা, আত্মহনন আদিত কাৰোবাৰ মৃত্যু হ'লে ইয়াক তেওঁলোকে অভিশাপৰূপেহে গণ্য কৰে। এই অস্বাভাৱিক মৃত্যুত 'শৱ' যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে ঘৰৰ পৰা আঁতৰায়। অন্যথা এনে অতৃপ্ত আত্মাই ঘৰ তথা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ হানি-বিঘিনি ঘটাই বুলি বিশ্বাস কৰে। ঠাই বিশেষে আকৌ আকস্মিক মৃত্যু হোৱা সদস্যজনৰ বংশ পৰিয়ালে তিনি দিন চৌকাত জুই নজ্বলায়। চাৰি দিনৰ দিনা পুৰণি চৌকা ভাঙি নতুন চৌকা পাতি ৰন্ধা-বঢ়া কৰে। পুৰণি চৌকা ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰখনৰ বাবে অমংগল বুলি ভাবে। ৰান্‌ছু বংশ পৰিয়ালে মানুহ মৰিলে তিনি দিনলৈ কোনোধৰণৰ কাম নকৰে আৰু ঘৰৰ বাহিৰ নহয়। এই তিনি দিনত কাম কৰিলে বা ঘৰৰ পৰা ওলালে 'গেনা' লাগে বুলি ভাবে। মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে 'মং চোৱা' (সকাম) পাতে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত 'ঠংটন' নামেৰে এটা বাঁহ বা কাঠৰ খুঁটা পোতে। বিহুৱে-সংক্ৰান্তিয়ে এই খুঁটাটোৰ ওচৰতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য আগবঢ়াই মৃতকক সোঁৱৰে। যদি এই কাৰ্য নকৰে তেন্তে মৃতকে দোষ ধৰি ঘৰখনত নানা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। মৃত্যুৰ পিছত মৃতকৰ আত্মা অন্য এখন জগতলৈ যায় বুলি ৰান্‌ছুসকলে বিশ্বাস কৰে। অৰ্থাৎ এওঁলোক পৰজন্মত বিশ্বাসী। কোনো কোনোৱে আত্মা আকাশত থাকে আৰু কোনো কোনোৱে আত্মা পৃথিৱীৰ তললৈ গুচি যায় বুলি ভাবে। আত্মাৰ এনে অবিনশ্বৰতাৰ কথা ৰান্‌ছু সমাজে বিশ্বাস কৰে। মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ নপতালৈকে আত্মাই ঘূৰি ফুৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। শ্ৰাদ্ধৰ দিনা বনোৱা খাদ্য মৃতকৰ নামত আগ কৰিহে তেওঁলোকে খায়। শ্ৰাদ্ধৰ পিছৰ পৰা আত্মাই ঘূৰি নুফুৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।

কৃষি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

ৰান্‌ছুসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা হ'ল কৃষি। তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ ঝুম খেতি কৰে। ঝুম খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কৃষিক্ষেত্ৰ মুকলি কৰাৰ পৰা খেতি চপাই শস্য ভঁৰালত ভৰোৱালৈকে নানা লোকাচাৰ পালন কৰে। লোকাচাৰসমূহৰ মাজত কৃষিৰ লগত জড়িত

অনেকখিনি লোকবিশ্বাস আছে। সেই লোকবিশ্বাসবোৰ এনেধৰণৰ—

ঝুম খেতিৰ বাবে হাবি-জংঘল কাটি কৃষিক্ষেত্ৰ মুকলি কৰাৰ সময়ত পুৰোহিতে এডাল বজালবাঁহ আৰু এটা কণীৰে মংগল চায়। এই মংগল চোৱাৰ ওপৰতে খেতিৰ ভাল-বেয়া নিৰ্ভৰ কৰে। প্ৰথম গোছ লোৱা দিনা কঠীয়াৰ লগতে পথাৰত এজোপা তৰাগছো ৰুৱে। তৰাগছ ৰুলে খেতি দৰা তৰাগছৰ দৰে টান আৰু থিয় হৈ থাকে বুলি ৰানুছুসকলে বিশ্বাস কৰে। খেতিপথাৰত শস্য বেয়া হ'লে, ওলোটাকৈ জন্ম হোৱা সন্তানক খেতিপথাৰত ঘূৰাই ফুৰালে শস্যভৰা ভাল হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। শস্যতলী পোক-পতংগই নষ্ট নকৰি উৰ্বৰা শক্তি বাঢ়ি শস্য নদন-বদন হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান লোকবিশ্বাস মানি চলে। শুভদিন এটা চাই এজন পুৰোহিতক তেওঁলোকে শস্যতলীলৈ লৈ যায়। শস্যতলীতে পুৰোহিতৰ দ্বাৰা 'জগান' দেৱতালৈ কুকুৰা আৰু গাহৰি উছৰ্গা কৰি যথা ৰীতিৰে পূজা-অৰ্চনা কৰে। এই পূজা কৰিলে শস্যৰ হানি-বিঘিনি নহৈ উৰ্বৰা শক্তি বাঢ়ি নদন-বদন হয় বুলি তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস আছে। মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাহত পালন কৰা 'ওজিয়েলে' উৎসৱৰ লগতো শস্যৰ উৰ্বৰা বিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। এই উৎসৱত ডেকা-গাভৰুৱে নৃত্য-গীত কৰিলেহে শস্যৰ উৰ্বৰা শক্তি বাঢ়ে বুলি ৰানুছু সমাজত বিশ্বাস আছে। ধান দোৱাৰ শেষত লখিমী ঘৰলৈ আনোতে আনোতাজনে মুখেৰে মাত মাতিব নাপায়। কেনেবাকৈ মাত মাতিলে লখিমী ঘৰলৈ নাহে আৰু সেই বছৰটোলৈ শস্যৰ নাটনি হয় বুলি ভাবে। ৰানুছুসকলে ভঁৰাল ঘৰ সাধাৰণতে আগফালে সাজে। পূব, উত্তৰ, দক্ষিণ তিনিওফালে তেওঁলোকে ভঁৰালৰ মুখ দিয়ে। কিন্তু পশ্চিমফালে ভঁৰালৰ মুখ নিদিয়ে। পশ্চিম ফালে ভঁৰালৰ মুখ দিলে লখিমী নাথাকে আৰু ঘৰত লক্ষ্মীয়ে বাস নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। ভঁৰালৰ পৰা প্ৰথম নতুন ধান উলিয়াওঁতে আগলি কলপাত এখনত কল-পিঠা আগ কৰি কাষত এগছি চাকি জ্বলায়। লখিমী আই আহি কল-পিঠা খাই তুষ্ট হৈ সেই ঠাইতে বাস কৰিব বুলি বিশ্বাস কৰে। বৰ্তমান তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টধৰ্মী হোৱাৰ পৰা চাকি নজ্বলায়, কেৱল কল-পিঠাহে দিয়ে।

জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাসো ৰানুছু সমাজত বহু দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইবিলাক হৈছে—

ৰানুছুসকলৰ জনজীৱনত গাহৰি, মেঠোন, কুকুৰা কেৱল মাংসৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয় নহয়, তেওঁলোকৰ সামাজিক জীৱনতো এইবিলাকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। গাহৰি, মেঠোন তেওঁলোকে ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ মাজত নাৰাখি নাতিদূৰৰ জংঘলতহে ডাঙৰ-দীঘল হ'বলৈ দিয়ে। কেনেবাকৈ ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ৰাখিলে সেই ঘৰত অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টি পৰে বুলি ভাবে। তেতিয়া ঘৰখনত নানা ৰোগ-ব্যাধিয়ে দেখা দিয়ে। তেওঁলোকৰ যিকোনো শুভকৰ্ম, যেনে— বিয়া, সমূহীয়া উৎসৱ, কৃষিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন উৎসৱৰ

আৰম্ভণিতে দেৱতাৰ নামত গাহৰি, মেঠোন, কুকুৰা আদি উছৰ্গা কৰিলে শুভফল লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। যাত্ৰাপথত মেকুৰী দেখিলে তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। নিশা মেকুৰীয়ে চিঞৰিলে অমংগল সূচায় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। 'অ'হ' (Oho) নামৰ চৰাইটোৱে কান্দিলে বেয়া খবৰ আহে বুলি বিশ্বাস কৰে। 'নেফীয়া' (Wao-Wao) নামৰ জন্তুটো নিশা কান্দিলে মানুহ মৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। কিন্তু কন্দা শুনাজনৰ মৃত্যু নহয়, নুশুনাজনৰহে মৃত্যু হয় বুলি বিশ্বাসৰ প্ৰচলন আছে। নতুন ঘৰ লওঁতে ঘৰৰ খুঁটাত মতা কুকুৰাৰ তেজ লগালে ব্ৰজপাত, বতাহ-ধুমুহাই ঘৰটো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। বসন্তই দেখা দিলে বগা কুকুৰা পুৰি তাৰ গোন্ধ উলিয়াই আৰু পাত্ৰ এটাত গাখীৰ লৈ সেই কুকুৰাৰ পাখিৰে বসন্ত ওলোৱাজনৰ গাত ছটিয়ালে বসন্ত ৰোগ ভাল হয় আৰু দুনাই সেই ব্যক্তিজনৰ গাত বসন্ত নোলাই বুলি বিশ্বাস কৰে।

ঘৰত খাম-খেয়ালি হ'লে হাঁহ বলি দি দেৱী পূজা কৰিলে, সেই সমস্যা সোনকালে সমাধান হয় বুলি ভাবে। ফেঁচাই নিউ নিউকৈ মাতিলে ঘৰৰ কোনোবা লোকৰ মৃত্যু আৰু উৰুলি দিলে বিয়া হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। মৌ-মাখিয়ে নিজে নিজে আহি ঘৰ সোমালে শুভ লক্ষণ আৰু ঘৰ এৰিলে অমংগল হয়। কাউৰীয়ে কা কা কৰিলে আলহী অহাৰ আগজাননী দিয়ে বুলি ধাৰণা কৰা হয়, ঠিক তেনেকৈ কাউৰীৰ চিঞৰে অশুভ ইংগিতো দিয়ে, কেইবাটাও কাউৰী লগ লাগি ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত অস্বাভাৱিকভাৱে বমলিয়ালে সেই ঘৰৰ অমংগল হয়। আনকি ঘৰখনৰ ৰোগ-ব্যাধি, দুৰ্ঘটনা বা মৃত্যুও হ'ব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।

গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ ৰানুছুসকলৰ মাজত অন্যান্য লোকবিশ্বাসৰ দৰে গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় কিছুমান লোকবিশ্বাস প্ৰচলন আছে। এনে বিশ্বাসসমূহ হৈছে—

ৰানুছুসকলে অমাৱস্যাত গছ নাকাটে। তেওঁলোকে সদায় অমাৱস্যাৰ আগত গছ কাটে। অমাৱস্যাৰ পিছত গছ কাটিলে সেই গছৰ পৰা তৈয়াৰী আচবাবসমূহ ঘুণে ধৰি সোনকালে নষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। ন-জোন ওলাওঁতে তেওঁলোকে গছ আৰু বাঁহ নাকাটে। সেই সময়ত কাটিলে ঘুণে ধৰে বুলি সেই একেধৰণৰ বিশ্বাসেই তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছে। কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অকস্মাতে গছ-গছনি ভাঙি পৰিলে মানুহ ঘৰৰ অমংগল হ'ব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। গছজোপাৰ গা-গছ ভাঙি পৰিলে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু গছজোপাৰ ঠাল-ঠেঙুলি ভাঙিলে ডেকা-জীয়ৰী বা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মৃত্যু হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। আঁহত গছক অপদেৱতাৰ বাসস্থান হিচাপে গণ্য কৰে। সেয়ে ঘৰত তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন ব্যঞ্জন মাজে-সময়ে সেই গছৰ তলত অৰ্পণ কৰিলে ঘৰখন অপদেৱতাৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বুলি ভাবে। ৰানুছুসকলে বৰগছত বুঢ়া ডাঙৰীয়াই বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়ে প্ৰতিবছৰে বৰগছৰ তলত 'ৰামৰিং' নামৰ সকাম পাতি বুঢ়া-ডাঙৰীয়াৰ দোষ খন্দায়।

সাধাৰণতে ৰান্‌ছুসকলৰ ঘৰবিলাক বাঁহেৰেই নিৰ্মিত। বাঁহেৰে নিৰ্মিত এটা নতুন ঘৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰোঁতে প্ৰথমেই ঘৰৰ ভিতৰত একুৰা জুই ধৰে। সেই জুইকুৰাত এডাল বজালবাঁহ ভৰাই ফট্‌-ফট্‌কৈ ফুটিবলৈ দিয়ে। এনে কৰিলে গৃহদেৱতা সন্তুষ্ট হোৱাৰ লগতে ঘৰখনত শান্তি বিৰাজ কৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। মাইৰং গছৰ পাত ঘৰৰ দুৱাৰত আঁৰি থ'লে ভূত-প্ৰেত নাহে বুলি বিশ্বাস কৰে। সিজুগছ ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত নোৰোৱে। সিজুগছ থাকিলে বতাহ্‌-ধুমুহাই ঘৰটো অনিষ্ট কৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।

দেৱতা-অপদেৱতা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

লংডিং জিলাৰ অন্তৰ্গত পুমাও গাঁওখনৰ কাষত থকা জাংচিয়া (Jangsiya) নামৰ পাহাৰটোৰ উচ্চ অংশত এটা জোঙা পাথৰ আছে। তাতেই 'জাউৱান' (Jaoban) নামৰ এক দেৱতাই বাস কৰে বুলি গাঁওবাসীৰ মাজত বিশ্বাস প্ৰচলন আছে। গাঁওবাসী একত্ৰিত হৈ প্ৰতি ন বছৰৰ মূৰে মূৰে দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে ঠাইডোখৰত পূজা-অৰ্চনাৰে নৈবেদ্য আগবঢ়ায়। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস মতে নৈবেদ্য নিদিলে 'জাউৱান' দেৱতা অসন্তুষ্ট হয় আৰু খং উঠি পাহাৰৰ মাটি খহাই ঝুম খেতি নষ্ট কৰে বুলি ভাবে। (উৎস ঃ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন) মৰং ঘৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত ৰান্‌ছুসকলে শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা বুলি গণ্য কৰা বাউ-জোং (Baugeng)ক পূজা-অৰ্চনা কৰাটো মংগলজনক বুলি ভাবে। গাঁৱৰ পুৰোহিতক মাতি আনি অলপ চেনি, জলকীয়া গুটি, অলপ আদা, অলপ পানীয় চাৰিখিলা কৌপাতত লৈ 'বাউ' আৰু 'জোং' দেৱতাৰ নামত এই নৈবেদ্যবিলাক সুকীয়াকৈ উছৰ্গা কৰে। ৰান্‌ছুসকলে 'বাউ' আৰু 'জোং' দেৱতাক দুটা সুকীয়া শক্তিৰ গৰাকী বুলি ভাবি বেলেগ বেলেগকৈ নৈবেদ্য আগবঢ়াই পূজা-অৰ্চনা কৰে। এনে নকৰিলে মৰং ঘৰত গাঁৱৰ মংগলাৰ্থে আয়োজন কৰা যিকোনো উৎসৱ-পাৰ্বণ বা কৰ্ম নফলিয়ায় বুলি ৰান্‌ছু সমাজে বিশ্বাস কৰে।

ৰোগ-ব্যাধি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

বসন্ত ওলোৱা, জ্বৰ, হাপানি, চৰ্মৰোগ, মূৰৰ কামোৰণি, গাৰ বিষকে ধৰি অন্যান্য ৰোগ হ'লে ৰান্‌ছু সমাজে নানা লোকবিশ্বাস মানি চলে। সেইবিলাক এনেধৰণৰ— 'জগান' দেৱতা অসন্তুষ্ট হ'লে বসন্ত ৰোগে দেখা দিয়ে বুলি ভাবে। তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতাৰ ভিতৰত কোনোবা এজন অসন্তুষ্ট হ'লে 'ডামনু' (হাপানি) আৰু তেজ হাগনি অসুখ হয় বুলি ভাবে। এই অসুখৰ পৰা আৰোগ্য হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান লোকবিশ্বাস মানি চলে। ওচৰ-চুবুৰীয়াই এই ৰোগে দেখা দিয়া লোককেইজনক লগত লৈ ৰাস্তাৰ কাষলৈ যায়। এজন মংগলতিৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকে হাতে হাতে বনৰীয়া গছ-পাত লৈ ৰাস্তাত য'তে-ত'তে মৰিয়াই দিয়ে। তেতিয়া ৰোগীৰ গাৰ পৰা এই ৰোগবিধ আঁতৰি

যায় বুলি বিশ্বাস কৰে। ৰোগী ভাল হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ ওলাই আহি হাবিলৈ কণী দলিয়ায়। এনে কৰিলে ৰোগবিধ পুনৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ নকৰে বুলি তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস প্ৰচলন আছে। বিজুলী-ঢেৰেকনি বা ব্ৰজপাত পৰিলে চৰ্মৰোগ হয় বুলি ভাবে। এনে ৰোগতো চৰ্মৰোগীজনক ৰাস্তাৰ কাষলৈ উলিয়াই অনা হয়। 'পানুপা' (জৰা-ফুঁকা জনা লোক) নামৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনোৱে হাতত এটা কণী লৈ অসুখ হোৱা মানুহজনৰ চাৰিওকাষে ঘূৰি আলিটোৰ এটা মূৰত কণীটো ৰাখে। এনে কৰিলে ৰোগীজন ভাল হয় আৰু ৰোগটোৱে কণীটোত থিতাপি লয় বুলি ৰান্‌ছু সমাজত বিশ্বাস প্ৰচলন আছে।

ৰান্‌ছুসকলৰ বিশ্বাস অনুসৰি হত্যাৰ গোচৰত অপৰাধী ব্যক্তি গাঁৱত থাকিলে গাঁওবাসীৰ নানান ৰোগ-ব্যাধি অথবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হয়। তেনে ব্যক্তিক গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয়। সপোনত আত্মাৰ সৈতে কাজিয়া লাগিলে চকু ৰঙা পৰা, চকু খচখচোৱা, চকু ফুলা, চকুৰ যিকোনো ৰোগ হয় বুলি ৰান্‌ছু সমাজে বিশ্বাস কৰে। এনে ৰোগ হ'লে মংগলতিক মাতি আনে। মংগলতিয়ে এটা কোমলীয়া বাঁহ কাটি আনি থুৱাই লৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ বাঁহডাল কাটে। ইয়াৰ পিছতে এটা জাতীয় বাদ্য বজাই 'মই বাঁহটো কাটিলোঁ', 'মই বাঁহটো কাটিলোঁ' বুলি কৈ মংগলতিয়ে ৰোগাক্ৰান্ত মানুহজনৰ চাৰিওফালে বাঁহৰ টুকুৰাবিলাক দলিয়াই দিয়ে। এনে নিয়ম পালন কৰিলে চকুৰ যিকোনো ৰোগ ভাল হয় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। ৰান্‌ছুসকলে ওপৰৰ পৰা তললৈ থিয় হেলনীয়া হৈ পানী বৈ অহা জান-জুৰি অথবা নদীক কালিকা লগা বুলি বিশ্বাস কৰে। এনে ঠাইৰ পানী খালে জ্বৰ, গাৰ বিষ, মূৰৰ কামোৰণি হয় বুলি ভাবে। কণী আৰু এন্দুৰৰ মূৰেৰে 'কাছি-জগান'(Kasi-Jogan) অপদেৱতাৰ নামত পূজা দিলে এনে অসুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় বুলি বিশ্বাস কৰে।

অন্যান্য লোকবিশ্বাস ঃ উল্লিখিত লোকবিশ্বাসসমূহৰ বাহিৰেও ৰান্‌ছু সমাজত অন্যান্য কিছুমান লোকবিশ্বাস প্ৰচলন আছে। সেইবোৰ হৈছে— সপোন সম্পৰ্কীয়, শাও-পাত সম্পৰ্কীয়, দিশ সম্পৰ্কীয়, অলংকাৰ সম্পৰ্কীয় আদি। এই সকলোবোৰক অন্যান্য বা বিবিধ লোকবিশ্বাসত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আলোচনা কৰা হৈছে—

সপোনত দাঁত সৰা, দা বা কটাৰীৰ নাল গুৰিতে ভঙা দেখিলে বংশৰ কোনোবা মানুহ মৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। ইয়াৰ উপৰি কোনো উৎসৱত নৃত্য কৰা, মাংসৰে ভোজ-ভাত খোৱা দেখিলেও মানুহ মৰে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।

ৰান্‌ছুসকল পৰজনমত বিশ্বাসী। এই জনমত ভাল কাম কৰিলেহে পৰজনমত সুখেৰে থাকিবলৈ পায় বুলি বিশ্বাস কৰে। সন্ধিয়া সময়ত বেলেগ মানুহক চাউল, টকা-পইচা আদি দিয়াৰ নিয়ম নাই। এনে কৰিলে মানুহ ঘৰত লখিমী নাথাকে বুলি বিশ্বাস

কৰে। মাটি, বেৰত আঁচ টানিলে ধাৰ লাগে বুলি ভাবে। ৰান্‌ছুসকলে ঘৰ সাজোঁতে পাকঘৰটো পূবমুৱাকৈ সাজে। এনে নকৰিলে ঘৰত লখিমী নাথাকে আৰু গৃহকন্দল হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। নতুন গৃহ প্ৰৱেশৰ দিনা পুৰোহিতে এটা কুকুৰা প্ৰৱেশ পথৰ দুৱাৰডলিত বলি দি ঘৰটোৰ চাৰিওফালে তিনি পাক ঘূৰাই খুঁটা এটাৰ কাষত জ্বলাই দিয়ে। ইয়াৰ পিছত ঘৰৰ লোকে হাতে হাতে দা, কটাৰী, যাঠী, বন্দুক, এঙাৰ লৈ নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। এনে কৰিলে কোনো অপায়-অমংগল নহয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

সামৰণি ঃ লোকবিশ্বাস হ'ল কোনো জনগোটৰ পৰম্পৰাগত জীৱন প্ৰৱাহত সৃষ্ট সামূহিক অভিজ্ঞতাৰ এক গৃহীত ধাৰণা। সভ্যতাৰ বিভিন্ন স্তৰত যেনেকৈ মানুহৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ ঘটিছে, লোকবিশ্বাসসমূহো তেনেকৈ স্থান-কাল-পাত্ৰভেদে ভিন ভিন পৰিৱেশ-পৰিস্থিতিত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধাৰণা আৰু উপলব্ধিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। সময়সাপেক্ষে এনে বিশ্বাসসমূহে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰকৰ ভূমিকাও পালন কৰে। গতিকে ক'ব পাৰি যে মানুহ আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'লেও বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ ঘটিলেও পৰম্পৰাগত সমাজ জীৱনত লোকবিশ্বাসৰ ভিত্তি নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই। সেয়ে ৰান্‌ছুসকলৰ লোকমানসতো লোকবিশ্বাসসমূহ গভীৰভাৱে সম্পৃক্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয়।

লোকসমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসসমূহ সেই সমাজ পৰিচালনা বা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চালিকাশক্তিৰ ৰূপত ক্ৰিয়াশীল হ'ব পাৰে। সামাজিক জীৱন প্ৰৱাহত সৃষ্ট আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে পালিত হৈ অহা এনে বহু লোকবিশ্বাসৰ গুৰিত অন্ধবিশ্বাসো যিদৰে জড়িত হৈ থাকে, ঠিক তেনেদৰে সমান্তৰালভাৱে কেতবোৰ লোকবিশ্বাসৰ গুৰিত আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত মানসিকতা জড়িত হৈ থাকে। গতিকে লোকজীৱনৰ লোককৃষ্টি অধ্যয়নৰ বেলিকা বিশেষকৈ লোকবিশ্বাসকেন্দ্ৰিক বিষয় অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞান আৰু লোকবিশ্বাস দুয়োটাকে সাঙুৰি লৈ অধ্যয়ন কৰিলেহে সমাজবিজ্ঞানৰ পৰিপূৰ্ণ অধ্যয়ন কৰা হয় বুলি ধাৰণা কৰা হয়।

তথ্য দাতাৰ নাম আৰু ঠিকনা ঃ

১. চিখু ৰান্নুৰাম, বয়স ৬৮ বছৰ, কামপু ৰুচাগাঁও, লংডিং জিলা, অৰুণাচল প্ৰদেশ
২. নকৰাম্ ৰান্নুচাম, বয়স ৬২ বছৰ, কামপু ৰুচাগাঁও, লংডিং জিলা, অৰুণাচল প্ৰদেশ
৩. এমেন কনলাম, বয়স ৫০ বছৰ, পাঙচু গাঁও, লংডিং জিলা, অৰুণাচল প্ৰদেশ
৪. অ'ম কন্যাক, বয়স ৩৬ বছৰ, দেওপানী নগা গাঁও, শিৱসাগৰ জিলা, অসম

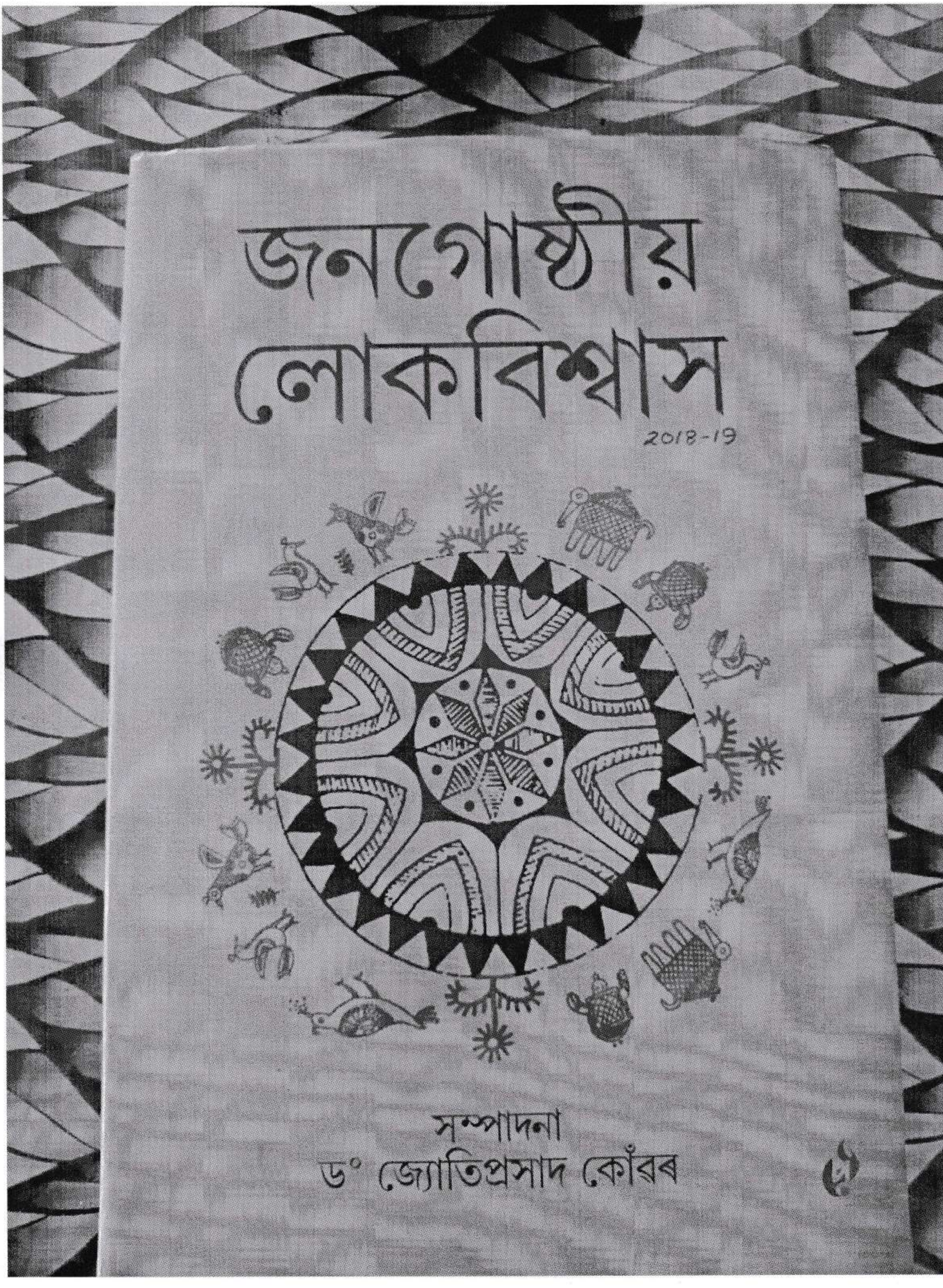
জনগোষ্ঠীয়
লোকবিশ্বাস
সম্পাদনা
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

JANOGOSTHIYA LOKBISHWAS: A Collection of Articles on Ethnic Culture related with Folk Belief observed by various tribes of North East India, Edited by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Naharkatiya College, Naharkatia- 786610 and Published by Purbayon Publication, Guwahati-14

1st Edition, October, 2018 Price- Rs. 220.00

2nd Edition, December, 2018

ISBN 978-93-87263-89-5

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

প্ৰকাশক : পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী ১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশ : অক্টোবৰ, ২০১৮
দ্বিতীয় প্ৰকাশ : ডিচেম্বৰ, ২০১৮

মূল্য : ২২০/-

বেটুপাত : সঞ্জীৱ শৰ্মা

গ্ৰন্থস্বত্ব : সম্পাদক

বাটচ'ৰা...

ইংৰাজী 'Folk lore' শব্দটোৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ হৈছে লোকবিদ্যা বা লোকশিক্ষা। আনহাতে 'Folk culture'ৰ অসমীয়া ৰূপ হৈছে লোকসংস্কৃতি বা জনসংস্কৃতি। 'Folk lore' তুলনামূলকভাৱে এটা নতুন বিষয়। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত উনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাহে লোকজীৱনৰ অধ্যয়ন, প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা হয়। লোকবিদ্যাৰ অধ্যয়নত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সামাজিক আচৰণবিশিষ্ট জনসম্প্ৰদায়ৰ মৌখিক পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা হয়। ইউৰোপীয় সাহিত্যত উনবিংশ শতিকাৰ আগলৈকে লোক পৰম্পৰা অধ্যয়নৰ এই বিষয় প্ৰণালীক (Discipline), Polupar Antiquities, Popular literature আদি ভিন ভিন নামেৰে অভিহিত কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী কালত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে Folk lore শব্দটো সাৰ্বজনীন ৰূপত গ্ৰহণ কৰা হয়। Folk lore শব্দটোৰ প্ৰথম উল্লেখ পোৱা যায় এমব্ৰ'জ মাৰ্টিন নামেৰে ছদ্মনামত প্ৰকাশিত ব্ৰিটিছ লেখক উইলিয়াম জে. থমছৰ এক পত্ৰত। ১৮৪৬ চনৰ আগষ্ট মাহত Athenaeum of London-ত প্ৰকাশিত এই আলোচনা-পত্ৰত থমছে অভিমত দাঙি ধৰিছিল যে লোক জীৱনৰ ৰীতি-নীতি, সামাজিক আচাৰ-অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, লোক-গাথা, ফকৰা-যোজনা ইত্যাদি পৰম্পৰাসমূহৰ লগতে পুৰাতন লোকজীৱন প্ৰবাহৰো এক সুস্থ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নেৰে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ অধ্যয়নৰ স্বাৰ্থতেই ইবিলাকক নিৰ্দিষ্ট অভিধাৰে তালিকাভুক্ত কৰি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। কাৰণ কোনো এটা বিষয়ৰ তাত্ত্বিক অধ্যয়ন অথবা গৱেষণাৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিৰ এক সাৰ্বজনীন সূত্ৰ আৰু অভিধাৰ লগতে সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰণালী নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন। আধুনিক বিশ্বায়নিক প্ৰেক্ষাপটত Folk

সূচীপত্ৰ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ১৫
মামণি দেৱী
নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ১৯
ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন
ৰান্‌ছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ২৮
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ
লোকবিশ্বাসত চিংফৌ জনগোষ্ঠী / ৩৭
ড° পবিত্ৰ গগৈ
নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৪৮
ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ
দেউৰী জনগোষ্ঠী আৰু লোকবিশ্বাস / ৫৬
ড° নৰেণ দাস
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৬৯
নীলিমা শেনচোৱা
সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস / ৭৭
কণুমী সোণোৱাল
লোকবিশ্বাস আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী / ৮৫
মৃদুল কুমাৰ দহোটীয়া
বড়ো-কছাৰী সমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস / ৯১
দীপাঞ্জলী গগৈ

সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস

ৰুণুমী সোণোৱাল

অৱতৰণিকা ঃ

বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত অংশ লোৱা অসমৰ আদিম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত ভৈয়ামৰ জনজাতি সোণোৱাল কছাৰীসকলো অন্যতম। অসমৰ তৃতীয়টো বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰা সোণোৱাল কছাৰীসকল নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা মংগোলীয় জনসমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এটা সময়ত সোণোৱাল কছাৰীসকলেও নিজস্ব ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও কালৰ সোঁতত সি লুপ্ত হ'ল। বৰ্তমান ভাব বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাকেই গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। অৱশ্যে সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত কোনো কোনো অঞ্চলত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা কথ্য ৰূপটোত কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই ৰূপটোৰ মান্য অসমীয়াৰ লগত কিছু পাৰ্থক্য নথকা নহয়। সোণোৱাল কছাৰীসকলে প্ৰধানকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত গাঁও পাতি বসবাস কৰি আছে। চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডতো তেওঁলোকৰ বসতি বিচাৰি পোৱা যায়। তেওঁলোকৰ কিছুসংখ্যক বাসিন্দাই অসমৰ বিভিন্ন নগৰ-চহৰতো বসবাস কৰি নথকা নহয়।

প্ৰধানকৈ কৃষিজীৱী সোণোৱাল কছাৰীসকল সাংস্কৃতিক দিশটোত এটি চহকী জনগোষ্ঠী। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় বিশ্বাস, উৎসৱ-পাৰ্বণ, লোকসাহিত্য, কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত জাতিটোৰ সাংস্কৃতিক মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। স্বকীয়

[illegible] কছাৰীৰ লোকজীৱনতো জীৱ-জন্তুৰ ভূমিকা অপৰিসীম। [illegible] সোণোৱাল কছাৰীৰ [illegible] প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসতো জীৱ-জন্তুৱে ঠাই পাইছে। সেয়েহে [illegible] কুকুৰ, মেকুৰী, গৰু আদিক লৈ কেতবোৰ বিশ্বাস আছে। কাৰোবাৰ ঘৰৰ [illegible] ভিতৰত কুকুৰ, মেকুৰী, [illegible] নহয়হি, সেয়া অমংগলৰ চিন। তদুপৰি কুকুৰে [illegible] অমংগলৰ লক্ষণ বুলি ভাবে। মেকুৰীয়ে বাট কাটিলেও যাত্ৰা [illegible] যদি শুই থাকে, তেন্তে সেই বছৰ ধনৰ হানি হয় [illegible] থাকিলে বান আহে বুলি বিশ্বাস। ঘৰৰ [illegible] বুলি লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত। অনহাতে [illegible] কোনোবাই কুকুৰ ভিতৰত সোমালে ঘৰখন [illegible] কুকুৰ প্ৰৱেশ কৰিলেও অশুভ। [illegible] পৰিষ্কাৰ কৰা হয়। অন্যথা অমংগল হয় বুলি ভাবে।

সোণোৱাল কছাৰী লোকসমাজত প্ৰচলিত মাছ-কাছ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাসৰ ভিতৰত [illegible] কাৰণে ধৰা মাছ দেখিলে হাতলৈ ধন আহে। ইয়াৰ বিপৰীতে [illegible] মাছ দেখিলে হাতত ধন নাথাকে। [illegible] নিৰ্মূল কৰা [illegible] পানী [illegible] মাছ ধুৱালে সেই সমস্যা দূৰ হয় বুলি ধাৰণা প্ৰচলিত।

[illegible] সমাজ জীৱনত সাপক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিশ্বাসৰ ভিতৰত ৰাতি সাপৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব নাপায়। কোনোবাই সাপৰ নাম মুখত আনিলে সাতজন তপা [illegible] লৈ দিয়ে। এনে নিয়মৰ আঁৰতো অমংগলৰ ধাৰণাই নিহিত আছে।

চৰাই-চিৰিকটি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস :

[illegible] লৈও কিছুমান বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে। কাউৰীয়ে ৰমলিয়ালে অঞ্চল বিশেষে কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা বুলি ভাবে। কিছুমানে আকৌ আলহী অহাৰ আগজাননী বুলি বিশ্বাস কৰে। হাঁহ, কুকুৰা আদি ঘৰচীয়া পক্ষীয়ে উদ্বিগ্ন বা চৰিত্ৰ [illegible] আলহী অহাৰ ইংগিত। দুটা কুকুৰা চৰায়ে যুঁজিলেও আলহী আগমনৰ বতৰা বুলি ভাবে। কুকুৰাই অসময়ত ডাক দিলে ঘৰখনৰ বাবে মংগলজনক নহয়। [illegible] ঘৰখন বৰকৃণ মাতিছে বুলি বিশ্বাস কৰে। ঘৰৰ ভিতৰত কেঁচাও প্ৰৱেশ কৰিব নাপায়। কেঁচাই নিউ নিউকৈ মাতিলে কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় বুলি সোণোৱাল সমাজতো ধাৰণা প্ৰচলিত। অনহাতে কেঁচাই উৰুলিয়ালে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয়। চৰায়ে গাত বিষ্ঠা ত্যাগ কৰাটোও মংগলজনক। সেইদৰে পাৰ চৰায়ে [illegible] আহি ঘৰত লৈ ঘৰলৈ লক্ষ্মী আহে বুলি থকা জনবিশ্বাসৰ বিপৰীতে [illegible] পাৰ চৰায়ে ঘৰ এৰি গ'লে লক্ষ্মী যায়। ঠিক একেধৰণৰ লোকবিশ্বাস মৌ-মাখিৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিলক্ষিত হয়। মৌ-মাখিয়ে নিজে আহি মৌ-বাহ সজাটো সৌভাগ্যৰ পৰিচায়ক। অনহাতে [illegible] মৌ-মাখিয়ে বাহ এৰি যোৱাটো অশুভ।

সোণোৱাল কছাৰী জনমানসত [illegible] কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা জনবিশ্বাসৰ ভিতৰত পখিলা গাত পৰিলে বিবাহৰ সম্ভাৱনা। [illegible] গাত পখিলা পৰিলে বিবাহ একেবাৰে আসন্ন বুলি ভাবে।

গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস :

কৃষিভিত্তিক লোকজীৱনত গছ-গছনিৰ অপৰিসীম গুৰুত্ব। প্ৰাচীন কালৰে পৰা প্ৰচলিত বৃক্ষ সম্বন্ধীয় বিবিধ পূজা-পাতলেই ইয়াক প্ৰমাণ কৰে। এই পূজা-উপাসনাসমূহৰ লগতো নিহিত আছে লোকবিশ্বাসৰ প্ৰসংগ। সোণোৱাল কছাৰী লোকসমাজো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। [illegible] মাজত প্ৰচলিত ধাৰণা অনুসৰি বৃক্ষ সম্পৰ্কীয় [illegible] জাতীয় ডাঙৰ গছ ভূত-প্ৰেতৰ বসতি বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে ডাঙৰ গছৰ তলেদি যাবলগীয়া হ'লে ভগৱানৰ নাম লয়। [illegible] কল গছ ৰুব নাপায়। [illegible] অমংগল হয়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ পিছত কলমী শাক খোৱা নিষেধ। [illegible] সমাজত থকা জনবিশ্বাস অনুসৰি কলমৌৰ পাতত ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল। একেদৰে আহিন মাহত ঢেঁকীয়া শাক খালে গাৰ বিষ হয় বুলি ধাৰণা। মাঘ মাহত মূলা খালেও গ্ৰহণী ৰোগ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। ঘৰৰ আগফালে টেঙা গছ থাকিলে মানুহৰ টেঙা মাত কথা শুনিবলৈ পায়। গৃহস্থৰ বাৰীত থকা একোপা কলগছত দুটা বা তাতোকৈ বেছি ভিল ওলোৱাটোও মংগলজনক নহয়। এনে অমংগলৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ঘৰখনে পূজা-উপাসনাৰো আয়োজন কৰে।

মাঘ বিহুৰ সময়ত পালন কৰা 'মাহ ৰক্ষা' আচাৰ সোণোৱাল কছাৰী সমাজতো লক্ষ্য কৰা যায়। মাঘ বিহুৰ দিনা ঘৰ-দুৱাৰ, নাৰিকল গছ ইত্যাদিবোৰ ধানৰ ডাঙৰী বন্ধা তমালেৰে (সোণোৱাল কছাৰী সমাজত [illegible]) অথবা ধান খেৰেৰে বন্ধা হয়। নাৰিকলে এইবোৰ গছত (গংগা নদীত) গা ধুবলৈ যায় বুলি লোকবিশ্বাস আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও নাৰিকল গছবোৰত ফল নধৰে বুলিও বিশ্বাস প্ৰচলিত। [illegible] ফল ধৰা গছত উঠিলেও ফল নালাগে বুলি মানি আহিছে।

অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনৰ সম্পদস্বৰূপ তামোল-পাণক লৈয়ো সোণোৱাল কছাৰী সমাজত বিশ্বাস গঢ় লৈ উঠিছে। এনেধৰণৰ বিশ্বাসৰ ভিতৰত পাণ হাতেৰে ফালিলে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া হয়। লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা তামোলৰ বটা খালী ৰাখিলে ঘৰৰ লক্ষ্মী নাহে।

অন্যান্য :

ওপৰত আলোচনা কৰা প্ৰসংগবোৰৰ বাহিৰেও সোণোৱাল কছাৰী সমাজত অন্যান্য কেতবোৰ লোকবিশ্বাসো পৰিলক্ষিত হয়। তেনে কিছুমান বিশ্বাসৰ ভিতৰত জন্ম বাৰৰ দিনা চুলি, নখ কাটিবলৈ নাপায়। বেলি ডুব যোৱাৰ পিছত মূৰ ধুবলৈ দিয়া নহয়। ঘৰৰ [illegible]

সদস্যই ক'ৰবালৈ গ'লে ঘৰ মুচিব নালাগে। সেইদৰে ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ অনুপস্থিতিত অথবা ঘৰখনৰ কাৰোবাৰ অসুখ-বিসুখ হৈ থাকিলে কচু-শাক ৰন্ধা নিষেধ। আনহাতে যাত্ৰাপথৰ আগন্তুণিত চুলি মেলি ৰখা তিৰোতা দেখাটোও শুভ নহয়। সোণোৱাল সমাজে মানি চলা এনেধৰণৰ বাধা-নিষেধৰ আঁৰত অমংগলৰ প্ৰসংগই জড়িত হৈ আছে।

সপোনত দেখা কিছুমান ঘটনাৰ লগতো বিশ্বাসৰ ধাৰণা প্ৰচলিত। সপোনত খাদ্য গ্ৰহণ কৰা দেখিলে পেটৰ অসুখ হয়। সপোনত সাপ দেখিলে শত্ৰু বাঢ়ে। আনহাতে সাপ মৰা দেখিলে শত্ৰু নাশ হয়। সাপে খোঁটা দেখিলে বিপদৰ আশংকা।

সামৰণি ঃ

সোণোৱাল কছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ লোকজীৱনত পৰম্পৰাগতভাৱে মানি চলা লোকবিশ্বাসসমূহত জাতিটোৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰতিফলন লক্ষ্য কৰা যায়। বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাই দ্ৰুতগতিত বিকাশ লাভ কৰা আজিৰ একবিংশ শতিকাত এই বিশ্বাসসমূহ জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত কিছু স্তিমিত হৈ আহিলেও বহুবোৰ বিশ্বাস দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে যুক্তিসহকাৰে বিচাৰ-বিবেচনা কৰিলে বহুতোৰ বিশ্বাসৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিও বিচাৰি পোৱা যাব। বৈজ্ঞানিক ভেটি থাকক বা নাথাকক সোণোৱাল সমাজে জীৱন বৃত্ত, কৃষি, জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি, গছ-গছনি ইত্যাদি বিভিন্ন দিশত লোকবিশ্বাস পালন কৰি আহিছে। শেষত ক'ব পাৰি যে এনেধৰণৰ বিশ্বাসৰ আধাৰতেই সহজ-সৰল সোণোৱাল কছাৰী লোকজীৱন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে।

প্ৰসংগ সূত্ৰ ঃ

[1]নগেন শইকীয়া, *অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস*, পৃ. ৩০৭

প্ৰাসংগিক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

কছাৰী, নন্দেশ্বৰ ঃ *সোণোৱাল কছাৰী সমাজ-সংস্কৃতি আৰু ভাষাৰ পৰিচয়*, প্ৰকাশক- সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ডিব্ৰুগড়, জনজাতি গৱেষণা বিভাগ, প্ৰথম প্ৰকাশ- ২০১১

গগৈ, লীলা ঃ *অসমৰ সংস্কৃতি*, প্ৰকাশক- মাখন হাজৰিকা, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, অসম, পঞ্চম সংস্কৰণ, ১৯৯৪

বৰুৱা, বিৰিঞ্চি কুমাৰ ঃ *অসমৰ লোক-সংস্কৃতি*, প্ৰকাশক- এছ্.আৰ. দে', বীণা লাইব্ৰেৰী, গুৱাহাটী, অসম, সপ্তম তাঙৰণ, ডিচেম্বৰ, ২০০২

শৰ্মা, নবীনচন্দ্ৰ ঃ *অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ আভাস*, প্ৰকাশক- শ্ৰীগিৰিপদ দেব চৌধুৰী, বীণা প্ৰকাশ প্ৰাইভেট লিমিটেড, গুৱাহাটী, অসম তৃতীয় প্ৰকাশ, ২০০৫

সাংস্কৃতিক পৰিচয়েৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলে বৰ্তমানেও অসমৰ এটি অন্যতম থলুৱা জনগোষ্ঠী হিচাপে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে।

লোকবিশ্বাস ঃ

কোনো এটা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন লোকবিশ্বাসসমূহ। আদিম সভ্যতাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত মানৱে লাভ কৰা বিবিধ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰতেই লোকবিশ্বাসসমূহৰো জন্ম। বানপানী, ভুঁইকঁপ, ভূমিস্খলন, ধুমুহা, মাৰিমৰক, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাবোৰৰ আঁৰতো আদিম মানৱে কোনোবা অদৃশ্য শক্তিৰ নিয়ন্ত্ৰণতেই সংঘটিত হয় বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। কেতিয়াবা সৌভাগ্যক্ৰমে অদৃশ্য শক্তিৰ প্ৰতি পূজা-সেৱা আগবঢ়াই তেওঁলোকে বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাইছিল। এনে আচাৰ-নীতিৰ আধাৰতেই একোখন সমাজত কিছুমান পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ জন্ম হৈছিল, যিবিলাকক লোকবিশ্বাস আখ্যা দিয়া হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসসমূহৰ বেছিভাগৰেই কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিচাৰি পোৱা নাযায় যদিও বৰ্তমান বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগতো লোকজীৱনত এইবোৰৰ প্ৰচলন দেখা যায়। জাতি-জনগোষ্ঠীভেদে লোকবিশ্বাসসমূহৰো বিভিন্নতা পৰিলক্ষিত হয়। অসমৰ এটি প্ৰধান জনগোষ্ঠী সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মাজতো কিছুমান পৰম্পৰাগত লোকবিশ্বাসৰ প্ৰচলন আছে।

লোকবিশ্বাসসমূহ লোকসংস্কৃতিৰ এটি অন্যতম ভাগ সামাজিক লোকপ্ৰথা বা লোকাচাৰৰ অন্তৰ্গত। লোকবিশ্বাসসমূহক জীৱন বৃত্ত (যেনে— জন্ম, বিবাহ, মৰণ) লগত জড়িত লোকবিশ্বাস, ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাস, পছু-পখুনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস, চৰাই-চিৰিকটি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস, যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস, খাদ্য সম্বন্ধীয় লোকবিশ্বাস, ভূত-প্ৰেত-ডাইনী-ৰক্ষিনী আদি অপদেৱতা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস, জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ইত্যাদি। এইবিলাকৰ আধাৰতেই সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল।

জীৱন বৃত্তৰ লগত জড়িত লোকবিশ্বাস ঃ

মানুহে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে ভালেমান সংস্কাৰ বা ৰীতি-নীতি পালন কৰে। এই ৰীতি-নীতিসমূহৰ লগতো বহুতো লোকবিশ্বাস জড়িত হৈ আছে। এগৰাকী মহিলাৰ গৰ্ভত সন্তানে স্থিতি লোৱাৰে পৰা জন্ম দিয়ালৈকে এই সময়ছোৱাত তেওঁ কিছুমান আচাৰ-নীতি মানি চলিবলগীয়া হয়। লোকবিশ্বাস আধাৰিত আচাৰ-নীতিও এনে নীতি-নিয়মৰ আওতাত পৰিলক্ষিত হয়। সোণোৱাল কছাৰী সমাজতো সন্তান জন্ম সম্পৰ্কীয় বিশ্বাসৰ প্ৰচলন আছে। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ছোৱাত সোণোৱাল কছাৰী সমাজে মহিলাগৰাকীক কোনো জয়াল ঠাইলৈ যাবলৈ নিদিয়ে। এনে ঠাইলৈ গ'লে যখ-যখিনী, ভূত-প্ৰেত আদিয়ে

মহিলাগৰাকীৰ গাত লম্ভি আছে বুলি বিশ্বাস কৰে। অন্যহাতে অপদেৱতাৰ অপশক্তিৰ পৰা ৰক্ষি থাকিবলৈ মহিলাগৰাকীয়ে ওলাবলৈ গ'লে এখন ছুৰী, কটাৰী, দা বা সৰিয়হ, নহৰু আদি লগত নিয়ে। তেওঁলোকৰ মতে এইবোৰ লগত লৈ ফুৰিলে অপশক্তি ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও গৰ্ভাৱস্থাত সেৱা কৰাও নিষেধ। মৃতকৰ লগত জড়িত তিলনি, দহা, কাজ আদিতো গৰ্ভৱতী মহিলাক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নহয়। কেৱল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, তেওঁৰ স্বামীয়েও লোকবিশ্বাস নিহিত থকা কেতবোৰ আচাৰ পালন কৰিবলগীয়া হয়। সন্তান গৰ্ভত থকা সময়ছোৱাত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে কোনো জীৱ-জন্তু বধ কৰিব নাপায়। বধ কৰিলে মৃত সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগতে যি জীৱ বধ কৰে, জন্ম হোৱা সন্তানটোৱেও সেই জীৱৰ আকৃতি লাভ কৰে। আহিবলগীয়া সন্তানটিৰ অমংগল হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিয়েই তেওঁক শ্মশানলৈও যাবলৈ দিয়া নহয়।

কেঁচুৱা জন্মৰ পিছত ঘৰৰ দুৱাৰমুখত ফটা জাল আঁৰি দিয়া হয়। ফটা জাল পাৰ হৈ অপদেৱতাই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। প্ৰসূতিৰ বিচনাৰ কাষতো কাঁচি, বচ গছ, সৰিয়হ ইত্যাদি ৰখা হয়। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস মতে, এইবিলাকৰ গোন্ধ পালে ভূত-প্ৰেতে প্ৰৱেশ নকৰে। জন্ম হোৱা কেঁচুৱাটোৰ হাতত ক'লা ৰঙৰ পটী, ডাঁতত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰ'দ সূতাও বান্ধি দিয়া দেখা যায়। এনে কৰিলে অপদেৱতাই নলগে, মুখ নালাগে বুলি বিশ্বাস কৰে। অন্য এটি লোকবিশ্বাস অনুসৰি বেছিকৈ অসুখ-বিসুখ হৈ থকা কেঁচুৱা ভকতক বা গোপিনীক বিক্ৰী কৰি দিলে বেমাৰ ভাল হয়। পিছত সকাম-নিকামৰ আয়োজন কৰি ভকত-গোপিনীক সামান্য মানধন আগবঢ়াই সন্তানটো পুনৰ নিজৰ কৰি লয়।

সোণোৱাল কছাৰী সমাজত মৃতকৰ লগত সম্পৰ্কিত নীতি-নিয়মসমূহতো লোকবিশ্বাস চকুত পৰে। কোনো এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ সময় সমাগত বুলি গম পালে তেওঁক বৰঘৰত মৰিবলৈ নিদিয়ে। কেনেবাকৈ মৃত্যু হ'লে ঘৰখন অশুচি হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। শ্মশানলৈ নিয়াৰ আগতে উঁৱলৰ দুৱাৰমুখত এখন বগা কাপোৰ আঁৰি দিয়া হয়। নহ'লে মৃতকৰ লগতে ঘৰৰ লখিমী ওলাই যায় বুলি বিশ্বাস কৰে। মৃতকৰ শৱ কঢ়িয়াবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাঁহৰ সাঙ্গীখন যিডাল বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয়, সেই বাঁহডাল দেও দিব নাপায় বুলি লোকবিশ্বাসৰ প্ৰচলন আছে। সেইবাবে বাঁহডালৰ অটাইবোৰ অংশ শৱ দাহ কৰা স্থানলৈ লৈ যোৱা হয়। তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাতো মৃতকৰ লগত জড়িত তিলনি, দহা, কাজ আদি সংস্কাৰ পালন কৰা হয়। এনে সংস্কাৰত মৃতকৰ পৰিয়াল বৰ্গই (সঁচ বা বংশ) ঘৰ-দুৱাৰ মচি-কাচি চুৱা পেলায়। মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে অন্য সঁচ বা পৰিয়ালে চুৱা পেলোৱাৰ কাম-কাজ কৰিব নাপায়। পৰম্পৰাগত অন্য সঁচৰ লোকসকলে সেই দিনবিলাকত ঘৰ-দুৱাৰ নমচে, মূৰ নোধোৱে। এনে নিয়মৰ আঁৰতো অমংগলৰ ধাৰণাই নিহিত আছে।

সোণোৱালসকলৰ সামাজিক জীৱনত ছোৱালী শান্তি হ'লে আয়োজন কৰা 'শান্তি বিয়া' বা 'তোলনীয়া বিয়া' আৰু 'বৰ বিয়া' দুয়োবিধ বিবাহৰেই প্ৰচলন দেখা যায়। এজনী বিবাহৰ লগত জড়িত আচাৰসমূহতো কিছুমান লোকবিশ্বাস সংপৃক্ত হৈ আছে। একনী ছোৱালী প্ৰথম পুষ্পিতা হ'লে অনুষ্ঠিত কৰা শান্তি বিয়াত মঙ্গলতি বা জ্যোতিষীয়ে গণনা কৰি বিধান দিয়া অনুসৰি ব্ৰত পালন নকৰিলে, দান-দক্ষিণা প্ৰদান নকৰিলে কন্যাকালৰ পৰা ভৱিষ্যৎ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাই বুলি বিশ্বাস কৰে। তোলনি বিয়াত লোকে ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাই বুলি বিশ্বাস কৰে। তোলনি বিয়াত সেই সাজোতে পৈৰ তলত কণী পোতা, 'কনাই লোৱা' বা 'কইনা কোলা' লোৱা নীতিও উৰ্বৰা বিশ্বাসসম্বলিত আচাৰ। বৰ বিয়াৰ দিনা ন-কইনা উলিয়াই দিওঁতে কনাই পিছলৈ উভতি চালে পিতৃ-গৃহৰ ধন-সম্পত্তি লগতে যায় বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত।

ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

অতীজতে সোণোৱাল কছাৰীসকল শৈৱ তন্ত্ৰ বা কিৰাত ধৰ্মীয় আছিল যদিও মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি তেওঁলোকেও বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানকৈ শৈৱ আদৰ্শত বিশ্বাসী সোণোৱালসকলে পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় বিশ্বাসসমূহো একেবাৰে পৰিত্যাগ কৰা নাই। সেয়েহে তেওঁলোকৰ সমাজ জীৱনত লৌকিক ধৰ্মৰ অংগস্বৰূপে বিভিন্ন পূজা-পাতল, সকাম-নিকাম, বিধি-ব্যৱস্থা আদিৰ প্ৰচলন বৰ্তমানো দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনেধৰণৰ পূজা-পাতলৰ ভিতৰত ত্ৰীং খ্ৰীং বাইথ' পূজা, গাতিগিৰি পূজা, বাঘদেউ পূজা, জলখাই পূজা, ক্ষত্ৰিয় পূজা, আই সকাম, লখিমী সবাহ, মৃতকৰ নিয়া, পিৰ দিয়া, বুঢ়া-পেহা, অমুস তোলা সকাম আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি। এইবিলাক ক্ৰিয়া-কৰ্ম অনুষ্ঠিত কৰাৰ আঁৰতো বিভিন্ন লোকবিশ্বাস জড়িত থকা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে, গাঁওখনৰ অদৃশ্য চালিকা শক্তিৰূপে বিশ্বাস কৰি অহা গাতিগিৰি ডাঙৰীয়াক পূজা-পাতলৰ জৰিয়তে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিলে গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ বিপদ-আপদ নাহে বুলি মানি আহিছে। সেইদৰে বহু দিন বেমাৰত পৰি থকা লোকে চিকিৎসা কৰিও সুফল নাপালে জল দেৱতাৰ দোষ বুলি গণ্য কৰি তেওঁৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে জলখাই দেৱতাৰ পূজা কৰা হয়। জলখাই পূজা কৰিলে ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস আছে। ঠিক একেধৰণৰ উদ্দেশ্যে কুলাচল পূজা, চমন ডাঙৰীয়াৰ পূজা, অপেশ্বৰী সকাম আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কুলাচল পূজা আৰু চমন ডাঙৰীয়াৰ পূজাত হৰিত নীতি-নিয়ম পালন কৰি কুকুৰা মেলি দি অহা হয়। ৰোগীৰ গাত লম্বা অপদেৱতা কুকুৰাৰ গাত লম্বি ৰোগীজন সুস্থ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। তদুপৰি ব'হাগ-জেঠ মাহত সোণোৱাল কছাৰী প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ বসন্ত ৰোগৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী 'আই' বা 'সাতনী আই'ৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে আই সকাম পাতে। এই সকাম পাতিলে বসন্ত ৰোগ নহয় বুলি বিশ্বাস আছে। প্ৰধানকৈ ঘৰখন তথা অঞ্চলটিৰ মংগল কামনা কৰিয়েই ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাস আধাৰিত বিভিন্ন পূজা-পাতলৰ

আয়োজন সোণোৱাল কছাৰী সমাজে কৰি আহিছে।

কৃষি সম্বন্ধীয় লোকবিশ্বাস ঃ

কৃষিভূমিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি তথা অধিক ফচল লাভৰ কামনাৰে সোণোৱালসকলেও কৃষিভিত্তিক আচাৰ-অনুষ্ঠান পালন কৰে। এনে আচাৰসমূহতো জড়িত বিভিন্ন লোকবিশ্বাস। তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰথম গোছ লোৱাৰ দিনা খনিলৈ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা মাটিচনৰ এটা চুকত তামোল-পাণ আগবঢ়াই তৰা গছ, কচু গছ আদি ৰোৱাৰ লগতে শেলচৰ থোক (গুটি), শিলগুটি আদিও দিয়া দেখা যায়। তৰা, কচু আদি গছৰ যেনেকৈ বংশ বৃদ্ধি হয়, তেনেদৰে নতুনকৈ ৰোৱা ধাননিডৰাৰ বংশবৃদ্ধি হ'ব বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। আনহাতে শেলচৰ থোক, শিলগুটি আদি দিলে ধানৰ থোক দীঘল আৰু গুটি হয় বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত। ন-ভুই কই ৰোৱনীয়ে পথাৰৰ পৰা আহি দিনত ভাত খালে ধান পাকে বুলি ভাবে। নাঙলতোলাৰ দিনা অৰ্থাৎ ভুই ৰোৱা শেষ হোৱাৰ দিনা ৰোৱনীয়ে পথাৰত কঠীয়াৰ দুই-তিনিটা মুঠাও ৰোৱে। এনেদৰে কৰিলে গুচ্ছৰ দুই-তিনিটা উৰাল হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰে। খেতি চপোৱাৰ পিছত ঘৰলৈ লখিমী অনাৰ দিনা লখিমী অনা ব্যক্তিজনে কাকো মাত-বোল নকৰাকৈ পিছলৈ উভতি নোচোৱাকৈ আনিব লাগে। নহ'লে লখিমী উভতি যায় বুলি বিশ্বাস কৰে।

উৰালত শস্য জমা কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিছুমান ৰীতি-নীতি মানি আহিছে। যিকোনো বাৰত উৰালৰ পৰা ধান নুলিয়ায়। সাধাৰণতে লখিমী অনা বাৰ, মৃতকৰ বাৰ, অশৌচৰ সময় আদিত উৰালৰ পৰা শস্য উলিওৱা নিষেধ। তদুপৰি তেওঁলোকৰ সমাজত মাঘ মাহতো উৰালৰ পৰা ধান উলিওৱা নহয়, কেনেবাকৈ উলিয়াব লগা হ'লে তামোল-পাণ আগবঢ়াব লাগে। তেওঁলোকৰ ধাৰণাত এই নীতি-নিয়মসমূহ মানি নচলিলে উৰালত লখিমী নাথাকে।

কৃষিকাৰ্যৰ সময়ছোৱাত খৰাং বতৰ হ'লে আয়োজন কৰা 'ভেকুলী বিয়া' অনুষ্ঠানৰ প্ৰচলন সোণোৱাল সমাজতো আছে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি দুটা চুৰ ভেকুলী ধৰি আনি সম্পূৰ্ণ সামাজিক প্ৰথা অনুসৰি বিবাহ কাৰ্য অনুষ্ঠিত কৰিলে বৰষুণ দিয়ে। ইয়াৰ বাহিৰেও নিশা আনৰ ঘৰৰ ঢেঁকী চুৰি কৰি পথাৰত পুতি থ'লেও বৰষুণ দিয়ে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাসতে গুৰুত্বই ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত জেং-জাৰৰ গোটাই চোতালত ভেটা দিলেও বৰষুণ আহে। তদুপৰি সোণোৱাল কছাৰী অধ্যুষিত কোনো কোনো অঞ্চলত 'ফুলকোঁৱৰ মণিকোঁৱৰ'ৰ গীত গালেও বৰষুণ দিয়ে বুলি লোকবিশ্বাস আছে।

জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

জীৱ-জন্তুৱেও প্ৰত্যেক জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকজীৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা

ISBN 978-81-941971-1-9

Ramdhenu Printing

যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সামাজিক নাটক   ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সামাজিক নাটক

(নিৰ্বাচিত নাটকৰ আধাৰত)

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া সামাজিক নাটক

(নিৰ্বাচিত নাটকৰ আধাৰত)

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

Yuddhottar Yugar Asomiya Samajik Natak (Nirbachita Natakar Adharat) :
A research oriented book written by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Associate Professor, Department of Assamese, Naharkatiya College, Naharkatia-786610 and published by Ritu Borgohain on behalf of Ramdhenu Printing, Dibrugarh-786004.
1st Edition : June, 2019 *Price : 150/-*

প্ৰকাশক ঃ
ৰিতু বৰগোহাঁই
ৰামধেনু প্ৰিন্টিং, দুৰৰাচুক, ডিব্ৰুগড়-৭৮৬০০৪
email : gohainritu2010@gmail.com

© লেখক

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ জুন, ২০১৯ চন

মূল্য ঃ ১৫০/- টকা মাত্ৰ

ISBN: 978-81-941971-1-9

প্ৰচ্ছদ ঃ ৰিতু বৰগোহাঁই

মুদ্ৰক ঃ
ৰামধেনু প্ৰিন্টিংচ্, দুৰৰাচুক, ডিব্ৰুগড়-৭৮৬০০৪

মোৰ জীৱনৰ শিক্ষা আৰু দীক্ষা গুৰু, যাৰ স্নেহময় সান্নিধ্য আৰু চিন্তা-মণীষাই শিক্ষকতাৰ বাবে মোক গঢ়ি তুলি অধ্যয়নৰ বহুল পথাৰখনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিলে; যাৰ প্ৰেৰণাময় উচ্ছ্বাস আৰু দিক্ নিৰ্দ্দেশনাই মোক 'মানুহ' হোৱাৰ বাটলৈ আগুৱাই নিলে; সেইগৰাকী পৰম পূজনীয় শিক্ষাগুৰু বিশিষ্ট কথাশিল্পী, সাহিত্য সমালোচক ড° মহেন্দ্ৰ বৰপূজাৰীদেৱৰ কৰকমলত এই পুথিখনি সভক্তিৰে অৰ্পণ কৰিলোঁ।

ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

বাটচ'ৰা

কুৰি শতিকাৰ চতুৰ্থ দশকটো কেৱল অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বাবেই উল্লেখযোগ্য নহয়, দৰাচলতে এই দশকটো অসমৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীৱন পৰিক্ৰমাৰ পট পৰিৱৰ্তনৰ বাবেও উল্লেখযোগ্য দশক। ঊনবিংশ শতিকাৰ উদয়াচলত আৰম্ভণি ঘটা অসমীয়া ৰমণ্যাসিক সাহিত্যৰ অস্তাচলত পুনৰ পতন ঘটিছিল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ, যি সাহিত্যৰ নতুন ধাৰাটোক আলোচকসকলে অভিহিত কৰিছে 'যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ সাহিত্য' কিম্বা 'স্বৰাজোত্তৰ অসমীয়া সাহিত্য' অভিধাৰে। 'যুদ্ধোত্তৰ' আৰু 'স্বৰাজোত্তৰ',- কালনিৰ্দ্দেশক এই শব্দযুগলৰ মাজত অভিধানগত অৰ্থৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও শতিকাটোৰ চতুৰ্থ দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ষষ্ঠ দশকলৈকে একেখিনি সময়কে দুয়োটা শব্দৰ দ্বাৰা বুজোৱা হয়। অৱশ্যে কোনো নিৰ্দিষ্ট চন তাৰিখেৰে সাহিত্য জগতৰ যুগ পৰিৱৰ্তনক সূচীভুক্ত কৰিব নোৱাৰি। দেশ কাল পৰিবৰ্তনৰ অন্তহীন আন্তঃস্ৰোততেই সাহিত্য শিল্পৰো পৰিৱৰ্তন হয় ধীৰে ধীৰে। অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ নতুন যুগ পৰিৱৰ্তনৰ নেপথ্য কাৰক কেইবাটাও। তাৰে তিনিটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুদূৰ প্ৰসাৰী ঘটনা প্ৰবাহৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে, সমগ্ৰ পৃথিৱী কঁপাই যোৱা দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধৰ দীৰ্ঘস্থায়ী পৰিণতিয়ে সৃষ্টি কৰা সভ্যতাৰ সংকট। ৰাষ্ট্ৰভিন্ন মানুহৰ সমাজ সভ্যতাই গঢ়ি তোলাৰ স্বকীয় ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ বুকুত যুদ্ধসৃষ্টি পৰিণতি আৰু পৰিস্থিতিয়ে হানিছিল নিদাৰুণ আঘাত। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধই ভাৰতবৰ্ষক স্পৰ্শ নকৰিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আতংক আৰু বিভীষিকাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমকো জোকাৰি গৈছিল। আনবিক বোমা-বাৰুদৰ দ্বাৰা ধন জনৰ হানি-বিঘিনি নহ'লেও অসমৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰ বাহিনীয়ে স্থাপন কৰা যুদ্ধৰ অস্থায়ী ঘাটিসমূহত সেনাবাহিনীয়ে চলোৱা কুচকাৱাজ আৰু তাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধামখুমীয়া পৰিৱেশে জনসাধাৰণক ভীতিগ্ৰস্ত আৰু অস্থিৰ কৰি তুলিছিল। যুদ্ধৰ পৰিণতিত সৃষ্ট খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি,

পৰম্পৰাগত মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ সংকট, নৈতিক অৱক্ষয় আৰু সামাজিক অস্থিৰতা আদি অনেক সমস্যাই ৰাজ্যখনৰ স্বাভাৱিক জীৱন প্ৰবাহক ব্যাহত কৰিছিল। যুদ্ধ সৃষ্ট এনে পৰিৱেশৰ দৃশ্যপট সমকালীন শিল্পী সাহিত্যিকৰ অগোচৰত নাছিল। দ্বিতীয়তে, ঊনবিংশ শতিকাৰ তৃতীয় দশকৰ পৰা অসম বৃটিছৰ শাসনাধীন হোৱাৰ পাছৰে পৰা এটা শতিকা জুৰি ৰাজ্যখনৰ জনগাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ লগতে বৃটিছপ্ৰৱৰ্তিত নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই অসমৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক তথা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছিল। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ঐতিহ্যময় ছশ বছৰীয়া শাসন ব্যৱস্থাই গঢ়ি তোলা সামাজিক মূল্যবোধত অভ্যস্থ অসমৰ জনগণক বৃটিছ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই সকলো পিনৰ পৰাই পিষ্ট কৰি আনিছিল। স্বাভাৱিকতে থলুৱা জনগণবিৰোধী বৃটিছ প্ৰশাসনৰ আতিশয্যৰ বিৰুদ্ধে কৃষক বিদ্ৰোহকে ধৰি ৰজাঘৰীয়া বিদ্ৰোহৰো সূত্ৰপাত ঘটিছিল। অসমৰ হৃত স্বাধীনতা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে অসংগঠিত ৰূপত বৃটিছ বিৰোধী বিদ্ৰোহৰ উকমুকনিয়ে বিৰাজ কৰি আছিল ৰাজ্যখনত। মুঠতে মানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিলেও বৃটিছৰ চেপি-খুন্দি ৰস উলিওৱা শোষণ-শাসনৰ দ্বাৰা চিৰকাললৈ বন্দী হৈ পৰিছিল ৰাজ্যবাসী। তৃতীয়তে, ১৯২১ চনত মহাত্মাগান্ধীৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা ভাৰতবাসীৰ অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে যেতিয়া ভৰপক দিছিল, দশকটোৰ শেষৰফালে এই আন্দোলনে অসমক প্ৰবলভাৱে জোকাৰি গৈছিল। অসমৰ গাঁও-ভূঞে নগৰাঞ্চলৰ অগণন মুক্তি যুঁজাৰু এই আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিল। ফলশ্ৰুতিত বৃটিছ সেনা আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণাহুতি দিয়াৰ লগতে ফাঁচী কাঠত উলমিবলগীয়া হৈছিল গোমধৰ কোঁৱৰ, কুশল কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, ভোগেশ্বৰী ফুকননী আদি অনেকজন স্বাধীনতাকামী অসমীয়া সন্তানে। এফালে গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা অহিংস আন্দোলন আৰু আনফালে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ নেতৃত্বত চলা সশ্ৰস্ত্ৰ আন্দোলন, এই দুয়োটা আন্দোলনৰ সমান্তৰাল প্ৰবাহে সংগঠিত আৰু অসংগঠিত ৰূপত বিভিন্ন স্থানত সংঘটিত কৰা ঘটনা প্ৰবাহে ৰাজ্যখনৰ সমকালীন সামাজিক দৃশ্যপট সলনি কৰি দিছিল। অসমৰ জনসাধাৰণৰ চিৰা-চৰিত ধ্যান-ধাৰণা, জীৱন শৈলী তথা সামাজিক মূল্যবোধৰ দ্ৰুতপৰিৱৰ্তনত অৱধাৰিতভাৱে এনে ঘটনা প্ৰবাহে প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলাইছিল। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি গঢ় লৈ উঠা বৃটিছ বিৰোধী আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামত লক্ষ লক্ষ মানুহৰ অংশ গ্ৰহণ আৰু আত্মাহুতিৰ বাস্তৱ ঘটনাপ্ৰবাহে যিদৰে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি সকলো ৰাজ্যৰ জনগণৰ মনত ভাৰতীয়ত্ববোধৰ ধাৰণা প্ৰোথিত কৰিছিল, অসমৰ বুকুত এই ভাৰতীয়ত্ববোধে জাতীয়তাবাদী চেতনাৰো সূত্ৰপাত ঘটাইছিল।

অসমত আহোম শাসনতন্ত্ৰই গঢ়ি তোলা ছশ বছৰীয়া সমাজ-সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি থান-বান কৰি বৃটিছ প্ৰশাসনে যি ঔপনিৱেশিক শাসন-ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, এই ব্যৱস্থাই ৰাজ্যখনলৈ পাশ্চাত্যৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে শিল্প উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা, বহিঃবাণিজ্যৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলি আধুনিক নগৰকেন্দ্ৰিক সভ্যতা পতন ঘটালে। বৃটিছ প্ৰৱৰ্তিত এই নতুন ব্যৱস্থাসমূহে ৰাজ্যখনলৈ যি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰবাহ কঢ়িয়াই আনিলে, সেই প্ৰবাহে অসমীয়া সাহিত্য শিল্পৰো পৰিৱৰ্তনত প্ৰত্যক্ষ ইন্ধন যোগালে। এইবাবেই ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমীয়া ৰমণ্যাসিক সাহিত্যৰ ভাৱবিলাসী চিন্তা তথা ৰহস্যবাদী ধ্যান-ধাৰণা অতিক্ৰমি আধুনিক সাহিত্য শিল্পীয়ে চিত্ৰিত কৰিবলৈ বিষয় নিৰ্বাচন কৰিলে জীয়া বাস্তৱৰ জটিলতাই অতীষ্ঠ কৰা আধুনিক সমাজ জীৱনক। গদ্য পদ্য উভয় জগতত সমকালীন সমাজ-সভ্যতা আৰু জীৱনৰ আধুনিক সমস্যা চিত্ৰিত কৰিলে আধুনিক অভিজ্ঞতাই জন্ম দিয়া নতুন মূল্যবোধ আৰু শিল্প চেতনাৰ অভিনৱ সংযোগত। এইবাবেই 'যুদ্ধোত্তৰ যুগ'ৰ অসমীয়া সাহিত্য বা 'স্বৰাজোত্তৰ' অসমীয়া সাহিত্যৰ বুকুত 'আধুনিক ৰূপত' প্ৰতিফলিত সমকালীন সমাজ চিত্ৰণৰ কলাত্মক দিশটো প্ৰতিজন আলোচক-সমালোচকৰে পৰ্যালোচনাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।

যুদ্ধোত্তৰ যুগ বা স্বৰাজোত্তৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ বুকুত আধুনিক যুগ-যন্ত্ৰণা আৰু শিল্প চেতনা কিদৰে প্ৰতিফলিত হৈছে, সেইবিষয়ে আলোচক সমালোচক তথা গৱেষকসকলৰ আঁহ ফলা আলোচনাৰ অন্ত নাই। বিদ্যায়তনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ কাৰণেই হওক কিম্বা শিল্প চেতনাৰ তাড়ণাতে হওক, সৃষ্টিশীল সাহিত্যৰ প্ৰতিটো বিষয়তে আগবঢ়োৱা প্ৰায়বিলাক আলোচনাত লেখক-আলোচকে নিজা দৃষ্টিভংগী আৰু উপলব্ধিৰে পৰ্যালোচনা কৰা দেখা যায়। অৱশ্যে একেটা বিষয়তে একাধিক লেখক-আলোচকে আগবঢ়োৱা আলোচনাৰ মাজত আলোচকৰ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী বা অভিমতৰ অনুপস্থিতি লক্ষ্য কৰা যায়। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, আলোচনাবোৰ যেন অগ্ৰজ লেখক-আলোচকৰ পূৰ্বালোচিত কোনো লেখাৰেই পুণৰুক্তি বা মতামতৰ অবিকল প্ৰতিধ্বনি। তথাপি আমাক আলোচনা লাগে, সমালোচনা লাগে; কৃত সাহিত্যৰ শিল্প ৰসে পাঠক সমালোচকৰ মনত সৃষ্টি কৰা ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ উমান লবলৈকে

অসমৰ সাহিত্য, সমাজ আৰু বৰ্ণিল সংস্কৃতি

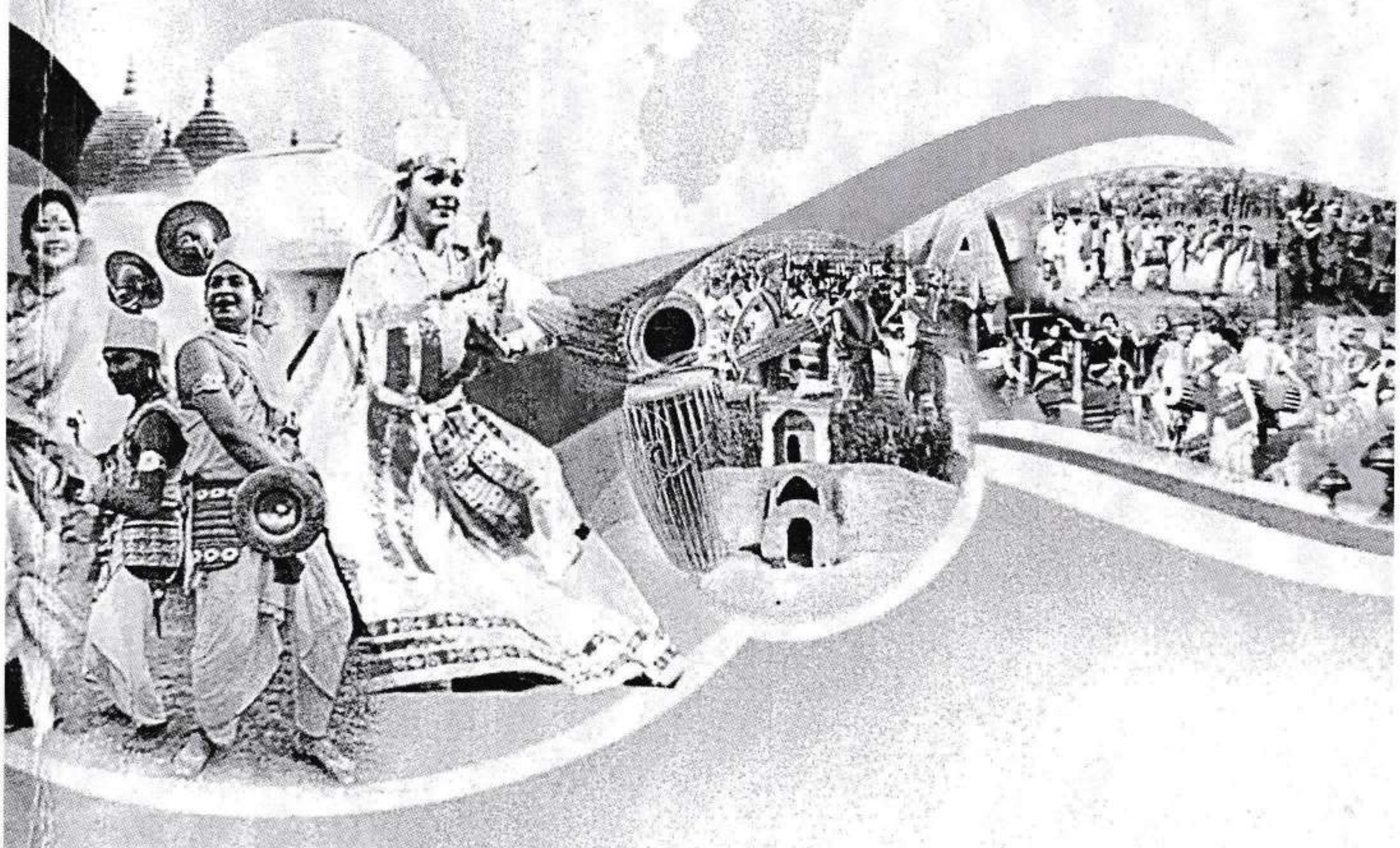

ড° বিনীতা শইকীয়া গগৈ
কল্পনা বৰুৱা চেতিয়া

অসমৰ সাহিত্য-সমাজ আৰু বৰ্ণিল সংস্কৃতি ঃ ড° বিনীতা শইকীয়া গগৈ আৰু কল্পনা বৰুৱা চেতিয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদিত প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম বিশেষ বাৰ্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্ৰকাশিত আৰু অধিবেশনস্থলীত উন্মোচিত।

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ
১৯ জানুৱাৰী, ২০১৯ চন

গ্ৰন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদকদ্বয়ৰ দ্বাৰা সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত।

প্ৰকাশক ঃ চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাৰ হৈ তপন কুমাৰ গগৈ।
ইউনিভাৰছেল প্ৰকাশন, ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী।

ISBN : 978-81-931945-7-7

প্ৰকাশন সচিব ঃ কল্পনা বৰুৱা

অক্ষৰ বিন্যাস ঃ মাণিক, স্বপন আৰু জিষ্ণু

প্ৰচ্ছদ অংকন ঃ নিতু দত্ত

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টকা

মূদ্ৰণ ঃ ভৱানী গ্ৰাফিকছ্
ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী-৭

✪ চাহ্ -জনগোষ্ঠীসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ-পাৰ্বণ — ৰুণুমী সোণোৱাল — ১৩৬

✪ 'সাহিত্য সৃষ্টি' ঃ যন্ত্ৰণা, প্ৰেৰণা, সমালোচনা আৰু আমি — মন্দিৰা গগৈ — ১৪৮

✪ ছ্যু-কা-ফা আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠনৰ বাটকটীয়া চৰাইদেউ — মুকুট বৰগোহাঞি — ১৫৪

✪ তিৱা জনগোষ্ঠী ঃ এক চমু আলোকপাত — ফণীন্দ্ৰ চেতিয়া — ১৫৮

✪ অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনৰ কবিতাত মানৱতাবাদ ঃ সাম্প্ৰতিক সময়ত ইয়াৰ গুৰুত্ব — ৰেখামণি গগৈ — ১৬৪

✪ ফুলপানীছিগাৰ ঢোল — নবীন বুঢ়াগোহাঁই — ১৭৩

✪ লোক-কথাৰ ঐতিহ্যৰ মাজেৰে চুতীয়াৰ ইতিহাস — ড° প্ৰশান্ত কুমাৰ চুতীয়া — ১৭৮

✪ অসমীয়া সমাজ-জীৱনৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ বাহঁশিল্প — বিনি শইকীয়া — ১৯০

✪ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ গীত-মাত ঃ সামাজিক তাৎপৰ্য বিচাৰ — কল্পনা বৰুৱা — ২০২

✪ জাতীয় জীৱনৰ অনন্য সাংস্কৃতিক সম্পদ ঃ বাদ্যযন্ত্ৰ — ড° বিনীতা শইকীয়া গগৈ — ২১৫

চাহ-জনগোষ্ঠীসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ-পাৰ্বণ

ৰুণুমী সোণোৱাল

ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত অসমভূমি বিভিন্ন জাতি-জনজাতিৰ মিলনভূমি। এই জাতি - জনজাতিসমূহৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা-নিজা কৃষ্টি -সংস্কৃতি আছে। অসমত বাস কৰা চাহ -জনগোষ্ঠীসকলো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। উনবিংশ শতিকাত বৃত্ৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চাহ-বাগিচা সমূহ খুলিছিল। অসমৰ চাহ-বাগিচাসমূহত কাম কৰিবলৈ থলুৱা লোকসকলৰ আগ্ৰহ নথকাৰ বাবে শ্ৰমিকৰ অভাৱত বাগিচাসমূহৰ কাম আধৰুৱা হৈ পৰিছিল। সেয়ে বাগিচাসমূহৰ উন্নতিও ক্ষীপ্ৰ গতিত নহৈছিল। গতিকে বৃত্ৰিছসকলে চাহ-বাগিচাৰ বনুৱাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দুৰ্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলৰ পৰা লোক আমদানি কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰধানকৈ বিহাৰ, উৰিষ্যা, বংগদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক বাগিচাত কাম কৰিবলৈ অনা হৈছিল। এই লোকসকলেই পৰৱৰ্তী কালত একেলগে চাহ-জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক হিচাবে পৰিচিত হ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহাৰ কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত চাহ-শ্ৰমিকসকলৰ মাজত গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত আদি দিশত ভিন্নতা পৰিলক্ষিত হৈছিল যদিও কালক্ৰমত তেওঁলোক একে হৈ পৰিল। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি গঠনতো তেওঁলোকৰ অৱদান অপৰিসীম।

চাহ-জনগোষ্ঠীসকলে তেওঁলোকৰ লোক-জীৱনত বহুবোৰ উৎসৱ-অনুষ্ঠান পালন কৰে। তেওঁলোকৰ মাজত কেতবোৰ কৃষিৰ লগত জড়িত উৎসৱ-পাৰ্বণৰো

প্ৰচলন আছে। এইবিলাকৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হ'ল -

কৰম-পূজা বা কৰম-পৰব ঃ

'কৰম-পূজা' বা 'কৰম-পৰব' চাহ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত এটি প্ৰধান লোক উৎসৱ। কৰম-পূজা প্ৰধানতঃ কৃষি উৎসৱ। কাৰণ পূজাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ৰীতি-নীতি তথা লোকাচাৰৰ মাজত উৰ্বৰা বিশ্বাসৰ প্ৰসংগ জড়িত হৈ আছে। এই পূজা ভাদ, আহিন আৰু আঘোণ মাহত পালন কৰা হয়। তিনিটা ভিন্ন মাহত পালন কৰা কৰম পূজাক বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায়; যথা-'জিতিয়া কৰম'(ভাদ-মাহত), 'বুঢ়ী কৰম'(আহিন মাহত) আৰু 'ৰাস ঝুমুৰ'(আঘোণ মাহত)। তিনিওবিধৰ ভিতৰত ভাদ মাহত উদ্‌যাপন কৰা কৰম পূজা অধিক ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয়। 'জিতিয়া কৰম' ভাদ মাহৰ চতুৰ্থী তিথিৰ পৰা একাদশী তিথিলৈ,'বুঢ়ী কৰম' আহিন মাহৰ বিজয়া দশমী তিথিত আৰু 'ৰাস ঝুমুৰ' আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত পালন কৰা হয়।

কৰম-পৰব প্ৰধানকৈ নাৰীকেন্দ্ৰিক উৎসৱ। যিকেইগৰাকী নাৰীয়ে এই পূজাত অংশ লয় তেওঁলোকক 'কৰমতী' বোলা হয়। কৰম পূজাৰ যা-যোগাৰ কৰা মানুহ ঘৰৰ গৃহিণী গৰাকীয়ে লগত তিনি বা পাঁচ বা সাত গৰাকী জীয়ৰী ছোৱালী(কৰমতী) লগত লৈ ঢোল, মাদল, বাঁহী আদি বজাই ওচৰৰ নৈ বা পুখুৰীৰ পাৰলৈ যায়। ইয়াক 'জাৱা' তোলিবলৈ যোৱা বুলি কোৱা হয়। কৰমতীসকলে নৈৰ ঘাটত প্ৰথমে স্নান কৰি এডোখৰ ঠাই মচি লৈ ধূপ-ধুনা-ফুলেৰে আৰতি কৰি নতুন বাঁহৰ খৰাহি বা পাচিত(চোপা) একাঁজলিকৈ বালি ভৰায়। তেওঁলোকে লগত লৈ যোৱা বুট, মগু আৰু গোমধানৰ গুটি কৰম দেৱতাক মৌনভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি খৰাহীৰ বালিত সিঁচি দিয়ে। প্ৰত্যেকেই নিজ নিজ আঁজলি বালিৰ চিন ৰাখে। বালিৰ মাজত পথাৰৰ সঁজাল ধৰা এগোচা ধানো ৰুই দিয়ে। ইয়াৰ পাছত গৃহিণী গৰাকীয়ে লগত এঘটি পানী লৈ খৰাহিটো মূৰত তুলি ঘৰলৈ আনি স্থাপন কৰে। এই কাৰ্যক 'বাৰি আনা' বুলি কোৱা হয়।

কৰমতীসকলে মূল কৰম-পৰব অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনালৈকে সদায় সন্ধ্যা সময়ত বালিৰ খৰাহিটো উলিয়াই ধূপ-ধূনাৰে অৰ্চনা কৰি গীত গায়। ইয়াকে 'জাৱা জাগৰণ' কৰা বোলে। এইকেইদিন কৰমতীসকলে খৰাহিৰ ভিতৰত থকা শস্যৰ

গুটিবোৰ ভালদৰে গজালি মেলিবৰ কাৰণে কেতবোৰ নিৰ্দিষ্ট আচাৰ-নীতি পালন কৰি ব্ৰতত থাকে। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে গজালি ভালদৰে মেলিলেহে সেই বছৰৰ খেতি ভাল হয়। গৰম আহাৰ খালে জাৱাবোৰ মৰহি যায়, কৰ্কৰা ভাত খালে কাঠফুলাৰ দৰে হয়, ৰাতি শোওঁতে ভৰি কোঁচাই শুলে জাৱা বেঁকা হয় বুলি তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে। ভালদৰে ব্ৰত পালন নকৰিলে জাৱাতেই ধৰা পৰে আৰু ফলপ্ৰাপ্তিত বাধা জন্মে বুলিও বিশ্বাস কৰে।

দশমী তিথিৰ দিনা অৰ্থাৎ কৰম পূজাৰ আগদিনা কৰমতীসকলে 'জলঘাটি' কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এবেলা উপবাসে থাকি নদী বা পুখুৰীত স্নান কৰি ঘটত পানী লৈ আহে আৰু চোতালৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত জাৱাৰ খৰাহিটো ৰাখি ঘট মূৰত লৈ নাচ-গান কৰে। শুক্লা একাদশীৰ দিনা মূল পূজাভাগি অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিনা কৰমতীসকলে সম্পূৰ্ণ উপবাসে থাকি কৰম পূজা অনুষ্ঠিত কৰা ঘৰৰ চোতাল সাৰি-মচি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰপৰা, ফুল, দুবৰি, বেলপাত, কুশ, ঘাঁহ, ডিমৰুপাত, জিকাপাত, মধুৰী পাত, ধানৰ পাত, কেৰা ফুল, পাণ, সালুক ফুল, গাখীৰ আদি সংগ্ৰহ কৰে। লগতে তেওঁলোকে এজোপা কৰম গছ (চিকা মৰলীয়া গছ)ৰ গুৰিত চাকিও দি আহে। পূজাৰ সকলো উপচাৰক'ফুল' বুলি কোৱা হয়।

গধূলি সময়ত কৰমতীসকলে কৰম পূজাৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি পুৰোহিত (ডাল কাটা)ৰ সৈতে কৰম ডাল আনিবলৈ যায়। কৰম গছ জোপাক পূজা-অৰ্চনা কৰি দুটা ডাল কটা হয়। ডাল লৈ আহি পোৱাৰ লগে লগে গৃহস্থই নঙলা মুখতে 'কৰম ডালক' ভৰি ধুৱায়। চোতালৰ জাৱা পাচি ৰখা অৰ্থাৎ কৰম বেদী প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঠাইৰ সোঁমাজত এটা গাঁত খান্দে । এখন আগলি কলপাতত পাণ-তামোল, তামৰ পইচা, হালধি, আৰৈ চাউল, দুবৰি বন, তুলসী পাত একেলগে বান্ধি লৈ ডাল দুটাৰ সৈতে একেলগে পোতে। কৰম ডাল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত কৰমতীসকলে 'ৰজনী ৰজনী ৰূপ ৰজনী' জাৱা গীতটিৰে জাৱাৰ পাচিবোৰ ফুলৰ মালাৰে সজাই বেদীৰ চাৰিওফালে ৰাখে। তেওঁলোকে এখন কাঁহৰ কাঁহীত চাকি বন্তিকে আদি কৰি আগতে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা পূজাৰ উপচাৰবোৰ সজাই লৈ পুৰোহিতৰ সৈতে কৰম ডালক পূজা কৰে। কৰমতী আৰু পূজাত উপস্থিত অন্য

লোকসকল বেদীৰ চাৰিওফালে বহে। কৰম পূজাৰ পুৰোহিতজনক 'কহ্নী বুঢ়া' বুলি কোৱা হয়। তেওঁ কৰম পূজাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কীয় আখ্যানভাগ উপস্থিত সকলোকে কৈ শুনায়।

কৰম পূজাত বৰ্ণিত কাহিনীভাগ ঃ

কহ্নী বুঢ়াই বৰ্ণনা কৰা কাহিনীমতে কৰম আৰু ধৰম নামৰ দুজন ককাই-ভাই আছিল। তেওঁলোক দুজনৰ ভিতৰত কৰম ডাঙৰ আৰু ধৰম সৰু আছিল। এবাৰ দুয়োজনে খেতিৰ বাবে কঠীয়াৰ সঁচ বিচাৰি গ'ল আৰু বিচাৰি পাই দুয়োজনে দুভাৰ ধান আনিলে। বাটত ধৰমৰ পিঁয়াহ লগাত এজোপা গছৰ তলত ধানভাৰ থৈ ককায়েকক ৰখীয়া দি ধৰম পানী পিবলৈ গ'ল। সেই সুযোগতে ধৰমে ভায়েকৰ পৰা অলপ ধান আনি নিজৰ ভাৰত লয়। ভায়েক আহি পোৱাত দুয়ো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ধৰমৰ পৰা ধান লৈ লোৱাৰ বাবে ৰাস্তাত ধৰমৰ ধান পৰি পৰি আহে যদিও ঘৰত ধৰমৰহে ধান বেছি হয়। কৰমে ধৰমক সন্দেহত ভৎসৰ্না কৰা দেখি ধৰমে নিজৰ ভাগৰ সঁচকে কৰমক প্ৰদান কৰে। দুয়োজনৰ কঠীয়া সিঁচাৰ পাছতো দেখা গ'ল যে ধৰমৰ কঠীয়াহে লহ্পহ্কৈ বাঢ়ি আহিছে। কৰমে নিজৰ কঠীয়া বেয়া হোৱা দেখি কিবা কুমন্ত্ৰ জানে বুলি ভায়েকক বহু তিৰস্কাৰ কৰিলে সি ভায়েকৰ কঠীয়াখিনিও এদিন নষ্ট কৰি পেলালে। তৎসত্বেও ধৰমৰ খে ভাল হ'ল আৰু তাৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হৈ পৰিল। আনফালে কৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় হোৱাৰ লগতে লঘোণে-ভোকে দিন কটাবলগীয়া হ ধৰমে ককায়েকৰ অৱস্থা দেখি সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজৰ ধান-চাউল দি স কৰিলে।

কাল বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে ধৰম এজন ঐশ্বৰ্যশালী আৰু প্ৰভাৱ ব্যক্তি হৈ পৰিল। কৰমে ভায়েকৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰি সেই ঠাইৰ পৰা ত গৈ বেলেগত কাম কৰি উপাৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সি এঘৰ সম্পত্তিশালী গ খেতি পথাৰত কাম কৰিবলৈ গতে ল'লে। বিনিময়ত তাক-খেতি চপাই সময়ত গৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা একেবাৰতে যিমান ইচ্ছা সিমান সম্পত্তি লৈ দিব লাগিব। গৃহস্থজন এই প্ৰস্তাৱত সন্মত হ'ল। ধৰমে খেতি কৰি থকা সময় গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ লগত আত্মীয়তা স্থাপন কৰি ল'লে। খেতি শেষ কৰি

ঘূৰি যাবৰ সময়ত কৰমে গাঁৱৰ মানুহখিনিক লগত লৈ পূৰ্বৰ চুক্তি অনুসৰি গৰাকীৰ ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি নিজৰ লগত লৈ আহিল।

কৰম ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ দিনা ভাদমাহৰ একাদশী তিথি আছিল। কৰমে ভায়েকক পিছৰ বছৰ এই দিনটোতেই ওভতি আহিব বুলি কথা দি গৈছিল। সেয়েহে ভায়েকে ককায়েক আহিব বুলি পূজাৰ আয়োজন কৰিলে। পুৰোহিতে ধৰমৰ লগত পূজাৰ মন্ত্ৰ পাঠ কৰি থকাৰ সময়তে কৰম আহি ভায়েকৰ গৃহৰ পদূলিমুখত উপস্থিত হ'লহি আৰু সি ৰখীয়াৰ হতুৱাই তাক সসন্মানেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ ভায়েকক মতাই পঠালে। কিন্তু পূজাৰ মন্ত্ৰ পাঠত ব্যস্ত থকাৰ বাবে পলম হ'ব বুলি ভায়েকে ৰখীয়াৰ আগত কৈ পঠোৱা শুনি কৰমে খঙত তেওঁৰ লগত অহা মানুহ দুজনকে পুনৰ ভায়েকৰ ওচৰলৈ পঠালে। ভায়েকেও পুনৰ একেটা কথাকে কোৱাত কৰমে পৰম ক্ৰোধান্বিত হৈ ভায়েকক নানা টান কথা শুনাই পূজা মণ্ডপৰ বস্তু-বাহানিকে লণ্ড-ভণ্ড কৰি পেলালে। দুয়োজনে নানা তৰ্ক- বিতৰ্ক কৰিলে। অৱশেষত কৰমে নিজৰ সা-সম্পত্তি দেখুৱাবলৈ ভায়েকক পদুলি মুৰলৈ লৈ গ'ল যদিও তাৰ সমস্ত সা-সম্পত্তিকে ধৰি লগত লৈ অহা মানুহবোৰো নাইকিয়া হৈ পৰিল। তাৰ ঠাইত কেৱল ডাঠ হাবি দেখি কৰম মূৰ্চা গ'ল। নিমিষতে কৰম নিঃকিন মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। ভায়েকে ককায়েকৰ দুৰৱস্থা দেখি পুনৰ সহায় কৰিলে যদিও ধৰমে একো খাব নোৱাৰা হ'ল। কিবা খাবলৈ ল'লেই সেইবোৰ আকাশলৈ উৰি যায়। কৰমে নোখোৱা-নোবোৱাকৈয়ে দিন অতিবাহিত কৰিব ধৰিলে। এদিনাখন এজন সাধু লোক ধৰমৰ ঘৰলৈ আহোঁতে ধৰমে তেওঁক ভালদৰে সেৱা-শুশ্ৰূষা কৰাৰ অন্তত ককায়েকৰ অৱস্থাৰ কথা সোধাত গম পালে যে কৰমে কৰা বহু পাপৰ ফলস্বৰূপে তাৰ এই অৱস্থা হৈছে। তাৰ এই অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হ'লে সি নৰকৰ মাজেৰে বৈ যোৱা পাপৰ নৈৰ পৰা মাত্ৰ এখিলা পাত থকা কৰম গছৰ ডালটো পাতখিলা সৰি যোৱাৰ আগতেই তুলি আনিব লাগিব। এই ডালটোৱে কৰমৰ পাপৰ কথাই বুজাইছে। এই কাম নকৰিলে সি কোনোদিন পাপৰপৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিব আৰু নৰকত পৰি মৰিব লাগিব।

উপায়বিহীন হৈ কৰমে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে । ভায়েকে বাটত খাবলৈ বুলি কেইটামান পিঠা বান্ধি দিলে। বাটত গৈ থাকোঁতে কৰমৰ পিঁয়াহ লগাত এটা পুখুৰীদেখি তাৰপৰা একাঁজলি পানী খাবলৈ লৈ দেখে যে পানীৰ পৰিবৰ্তে সেয়া পোকহে। পুনৰ একাজলি পানী পিবলৈ লওঁতেও একে অৱস্থাই হ'ল। সেইদৰে ভোক লগাত এজোপা ডিমৰুগছৰ তলত পকা ডিমৰুৰ ফল সৰি থকা পাই সেইবোৰ খাবলৈ লওঁতেও ফলটোৰ ভিতৰত অসংখ্য পোক দেখিবলৈ পালে। তেনেদৰে ভোকে-পিঁয়াহে যাত্ৰা কৰি গৈ থাকোঁতে এজনী গাইৰ গাখীৰ খাবলৈ লওঁতেই গাইজনীৰ পিয়াহত গাখীৰ নোহোৱা হ'ল। এইবাৰ কৰমে বাটত এহাল কেও-কিছু নোহোৱা বুঢ়া-বুঢ়ীয়ে চিৰা খুন্দি থকা দেখি নিজৰ দুৰৱস্থাৰ কথা কৈ এমুঠি চিৰা খুজিলে। কিন্তু চিৰা খুন্দিবলৈ গৈ বুঢ়ীৰ হাত থৰ হোৱাৰ লগতে বুঢ়াৰো ভৰি ঢেঁকীত লাগি ধৰিলে। বুঢ়া- বুঢ়ীয়ে সোধাত কৰমে সকলো কথা ভাঙি-পাতি ক'লে। তেওঁলোকে কৰমক নৰকলৈ যাবৰ বাবে উপদেশ দিলে আৰু তেওঁলোকৰনো কিয় এনে অৱস্থা হ'ল সেই কথা ঘূৰি যাওঁতে ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিলে। ইয়াৰ বাহিৰেও কৰমে ঘোঁৰা এটা লগ পাই ভাগৰ লগাৰ বাবে তাৰ পিঠিত উঠিবলৈ লওঁতেই ঘোঁৰাটো চেকুৰি পলাল।

এইদৰে গৈ থাকোঁতে কৰমে এডোখৰ অত্যন্ত ঠাণ্ডা ঠাই পালে। এই ঠাইত এজনী বুঢ়ীয়েএখন কেৰাহীত পকা আঙঠা ভৰাই লৈ মূৰৰ ওপৰত লৈ থকা দেখিবলৈ পাই কৰমে সেক ল'বলৈ বুলি নমাবলৈ লওঁতেই গম পালে যে কেৰাহীখন বুঢ়ীৰ মূৰত এৰাব নোৱাৰকৈ লাগি আছে। কৰমে ইয়াৰ কাৰণ জানিব খোজাত বুঢ়ীয়ে ক'লে যে অনেক পাপ কৰ্ম কৰাৰ বাবে এনে অৱস্থা হৈছে। কৰমেও নিজৰ পাপৰ কথা ক'লে। বুঢ়ীয়ে ওচৰতে থকা নৰকৰ পাপৰ নৈখনৰ পৰা শেষ দশাত উপস্থিত হোৱা কৰম গছৰ ডালটো অতি সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কৰমক উপদেশ দিলে। এইদৰে নৰকত উপস্থিত হৈ কৰমে ডালটোক প্ৰাৰ্থনা কৰি তাৰ পাপ খণ্ডন কৰিলে। সি ঘূৰি আহোঁতে বুঢ়ীক পুনৰ লগ পোৱাত বাটত সন্মুখীন হোৱা ঘটনাবিলাকৰ বিষয়ে সোধাত বুঢ়ীয়ে তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰে। কৰমেও প্ৰত্যেককে ওভতি যাওঁতে সিহঁতৰ পাপৰ কথা ব্যাখ্যা কৰে। ঘৰলৈ আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছত কৰমে ধৰমৰ পদূলিত এৰি থৈ যোৱা সকলো সা-সম্পত্তি লাভ কৰে।

আখ্যানভাগ বৰ্ণনা কৰোঁতে প্ৰসংগ অনুসাৰে পিঠাৰ কথা ওলালে পিঠা

ডিমৰ্বৰ কথা ওলালে ডিমৰু ইত্যাদি সামগ্ৰীবোৰ কৰমতীবোৰে পূজাত অৰ্পণ কৰি যায়। পূজাৰ কাম শেষ হোৱাৰ পাছত কৰমতীইঁতে পুৰোহিতক মানসি সহকাৰে সেৱা জনাই নিজৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আশীৰ্বাদ লয়। এনেদৰে সকলো কাম সমাধা হোৱাৰ পাছত কৰমতীসকলে ব্ৰত ভংগ কৰি প্ৰাৰ্থনামূলক গীতেৰে নাচ-গানৰ আৰম্ভ কৰে। ইয়াক 'ঝুমুইৰ' বোলা হয়। উপস্থিত সকলো লোকে ঝুমুইৰ নাচত অংশ লয়। সমগ্ৰ নিশা ঝুমুৰ নৃত্য আৰু গীত চলে। এই গীতবিলাক সময় অনুসৰি বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তুৰ হয় আৰু তাল-মানৰো পৰিৱৰ্তন হয়।

পিছদিনা ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে গীত আৰু নাচৰ সমাপ্তি ঘটে আৰু কৰমতীসকলে কৰমডাল দুটা উভালি নদীত বা পুখুৰীত 'জাৱা-ভাচান'(উটুৱাবলৈ) কৰিবলৈ যায়। যাওঁতে তেওঁলোকে ঢোল-মাদলৰ ছেৱে ছেৱে নৃত্য-গীত কৰি যায়। উভতি আহি কৰম পূজা আয়োজন কৰা গৃহস্থৰ ঘৰত ভোজভাত খায়। কিছুমানে জলপান, মুড়ি, লাওপানী আদিও খোৱায়। দুই তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰেহে বগা মতা ছাগলী বলি দি ভোজভাত খুওৱা দেখা যায়। সেইদিনাই গধূলি কৰমতীইঁতে নিৰ্দিষ্ট নিয়মেৰে কৰমডাল পোতা গাঁতটো পোতে। কৰমতীসকলে চাকি-বন্তি জ্বলাই একোমুঠিকৈ গাঁতটোত মাটি দিয়ে। নাচ-গান হোৱা এই অনুষ্ঠানক 'গাড়া-পোতা' বুলি কোৱা হয়।

কৰম পূজা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ এই কাৰণেই যে এই উৎসৱৰ লগত উৰ্বৰা বিশ্বাসৰ ধাৰণা জড়িত হৈ আছে। কৰমতীসকলে পথাৰৰ শস্য ভাল হোৱাৰ কামনা কৰিয়েই নিৰ্দিষ্ট ব্ৰত পালন কৰে। পূজাত পৰিৱেশন কৰা গীত-নৃত্যৰ মাজতো শস্য বৃদ্ধিৰ বাসনা প্ৰকাশ পাইছে। কাৰণ আদিম কৃষিজীৱী জনসাধাৰণে খেতি-পথাৰ শস্য-শ্যামলা হ'বৰ বাবে প্ৰকৃতিক নাচ-গানেৰেও পূজা- অৰ্চনা কৰিছিল। তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে কৃষিভূমিত নৃত্য- গীত কৰিলে প্ৰকৃতি সন্তুষ্ট হোৱাৰ লগতে শস্যও ভাল হয়। এনেধৰণৰ বিশ্বাস , ধ্যান-ধাৰণা আদিৰ প্ৰতিফলন কৰম-পৰবতো লক্ষ্য কৰা যায়। গতিকে কৰম-পৰৱ মূলতঃ এটি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ।

টুচু পূজা বা পুষ্‌ পৰৱ ঃ

চাহ-জনগোষ্ঠীসকলে পালন কৰা অন্য এটি কৃষিভিত্তিক উৎসৱ হৈছে টুচু পূজা বা পুষ্‌ পৰৱ। প্ৰধানকৈ নাৰীকেন্দ্ৰীক এই উৎসৱটি পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন পালন কৰা হয়। পুহ মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে টুচু পূজা পাতিবৰ বাবে সাত বা ন গৰাকী মহিলা লগ হৈ তেওঁলোকে নিজৰ মাজৰেপৰাই এগৰাকীক টুচুৰ মাক হিচাবে নিৰ্বাচন কৰে। টুচুৰ মাকৰ ঘৰতে পূজাভাগি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পৰম্পৰাগত প্ৰথা অনুসৰি যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত টুচু পূজা পতা হয় সেই ঘৰৰ মূল মানুহগৰাকীক টুচুদেৱীৰ মাক হিচাবে গণ্য কৰা হয়। পূজা অনুষ্ঠিত কৰা গৃহস্থৰ ঘৰতেই টুচুদেৱীৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। মহিলাসকলে এটা নতুন মাটিৰ মলা বা নতুন বাঁহৰ খৰাহীত সাতোটা গোবৰৰ সৰু সৰু লাড়ু আৰু ন-চাউলৰ পিঠাগুৰিৰ লাড়ু, ফুল, তুলসী, বেলপাত, বুট মগু, কল, কুঁহিয়াৰ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী থাপনাৰ কাষত থৈ গায় -

' আনিল বাচুৰেৰ গোবৰ
নতুন চাউলেৰ গুড়ি গ'
হামৰা টুচু থাপদে মা
অঘন সংক্ৰান্তে গ' ।"

তাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া এমাহ ধৰি তেল-চাকি, ধূপ-ধুনা, ফুল আদিৰে সেৱা কৰি জাগৰণী গীত, বন্দনা গীত গায়। যেনে -

'তেল দিলাম শলিতা দিলাম
স্বৰ্গে দিলাম বাতি গ'
সকল দেৱী সইনৰ লেও মা
ঘৰেৰ কুলৱতী গ'।"

চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰচলিত লোক-বিশ্বাস অনুসৰি টুচু দেৱী কল্পনাপ্ৰসূত দেৱীৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী তেজ-মঙহৰ নাৰী। টুচু দেৱীৰ মহত্ব তথা সতীত্বই তেওঁক এগৰাকী পূজিত দেৱী হিচাবে পৰিগণিত কৰিলে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ মাজত প্ৰচলিত আখ্যানমতে, পঞ্জাৱৰ কুলন্দা ৰাজ্য বা নৈষদ ৰাজ্যৰ ৰজা বীৰবলৰ কন্যা আছিল ৰুক্মিণী বা টুচুদেৱী। কুৰ্মী ৰজা কৰ্ণদেৱৰ গুজৰাটৰ

ৰাজ্য মোগল বাদশ্বাহে (কোনো কোনো গ্ৰন্থত আম্বালাৰ নৱাবে) আক্ৰমণ কৰাত কৰ্ণদেৱে দুই পুত্ৰ সীতাৰাম আৰু ৰঘুৰামৰ সৈতে কুলন্দাৰ বীৰবলৰ আশ্ৰয় লয়। এই সময়তেই ৰুক্মিণী আৰু সীতাৰামৰ মাজত প্ৰণয় গঢ় লৈ উঠে। কিন্তু ৰুক্মিণীৰ ৰূপ-গুণৰ কথা শুনি বাদশ্বাহেও ৰুক্মিণীক পত্নী হিচাবে পাবলৈ ইচ্ছা কৰাত বীৰবলে আশ্ৰিত কৰ্ণদেৱ, তেওঁৰ পুত্ৰদ্বয় আৰু লগতে নিজৰ পুত্ৰ-কন্যাক লগত লৈ হিন্দু ৰজাৰ আশ্ৰয় বিচাৰি ছদ্মবেশ ধাৰণ কৰি ঘূৰি ফুৰিব ধৰিলে। কাৰণ বীৰবলো মোগলৰ আশ্ৰিতা আছিল। ছদ্মবেশ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়তেই ৰুক্মিণীৰ নাম 'টুচুদেৱী' হয়। চাওতাল, ভূমিজসকলৰ মাজতো তেওঁলোকে আশ্ৰয় লাভ কৰিছিল যদিও এই অঞ্চলসমূহত নিৰাপদ নেদেখি বীৰবলে সিংভং ৰাজ্যৰ ৰজা ভৰত সিঙৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে। ভৰত সিঙে মাঘ মাহৰ এক তাৰিখে সীতাৰাম আৰু টুচুদেৱীৰ বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰি দিয়ে। কিন্তু এবছৰ পিছত অৰ্থাৎ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ আগদিনা সীতাৰামৰ মৃত্যু হয়। পলাতক অৱস্থাত থাকোঁতেই সীতাৰামৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল। অশেষ চিকিৎসা তথা টুচুদেৱীৰ স্বামীৰ আৰোগ্য কামনা কৰি পালন কৰা ব্ৰত-তপস্যা-পূজা আদিয়েও সীতাৰামক ভাল কৰিব নোৱাৰিলে। পতিব্ৰতা টুচুদেৱীয়েও স্বামীৰ চিতাত আত্মবলিদান দিয়ে। সেয়েহে চাহ-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে টুচুদেৱীৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত 'টুচু পৰৱ' মাকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন অনুষ্ঠিত কৰে।

মকৰ সংক্ৰান্তিত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা মূল পূজাৰ বাবে আগদিনাখন টুচুদেৱীৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয়। কিছুমানে বিভিন্ন ৰঙৰ কাগজ অথবা বাঁহৰ কাঠিৰে পাল্কীৰ দৰে চৌড়ল সাজি লৈ ইয়াকে মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে পূজা কৰে। বহুতে আকৌ খনিকৰৰ ঘৰৰ পৰাও টুচু দেৱীৰ মূৰ্তি কিনি আনে। টুচুদেৱীৰ প্ৰতিমা দেখিবলৈ লক্ষ্মীদেৱীৰ মূৰ্তিৰ নিচিনা হয়। মাটিৰ সৰু ভেটি এটা সাজি তাৰ ওপৰত কলপাত পাৰি ঘৰৰ এটা কোঠালি অথবা পিৰালিত টুচুদেৱীৰ থাপনা পাতি টুচুপূজা কৰে। তিৰোতা-বিলাকে পূজাৰ দিনাখন গোটেই নিশাটো টুচু গীত গায়। প্ৰধানকৈ তিৰোতাবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰে যদিও ডেকা-বুঢ়া, ল'ৰা-ছোৱালী সকলোৱে পূজাত ভাগ লয়। ৰাতিপুৱা পূজা শেষ হোৱাৰ পাছত সকলোৱে গা-পা ধুই নতুন কাপোৰ পিন্ধি টুচুদেৱীক পূজা-সেৱা কৰে। দহ ৰঙৰ

ফুল, ফলমূল, ন-চাউলৰ পিঠাগুৰি, গাখীৰ আদি পূজাত দিয়ে। পূজাৰ শেষত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি টুচুদেৱীৰ মূৰ্তি গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে ফুৰাবলৈ নিয়ে। ঘৰৰ গৃহস্থই টুচুদেৱীক ভৰি ধুৱায়। লগত যোৱা লোকসকলকো তিল পিঠা বা অন্যান্য জা-জলপান খুৱাই শুশ্ৰূষা কৰে। ইয়াৰ পাছত সকলোৱে একেলগে যাত্ৰা কৰি নদীৰ ঘাটত টুচুদেৱীক বিসৰ্জন দিবলৈ যায়। এগৰাকী তিৰোতাই টুচুদেৱীৰ প্ৰতিমা মূৰত তুলি নিয়ে আৰু বাকীসকলে পাছে পাছে আখৈ, ফুল আদি ছটিয়ায়। ঠাইভেদে চাৰিজন ল'ৰাই টুচুৰ চৌড়লটো কঢ়িয়াই লৈ যায়। বিসৰ্জন দিয়া স্থানতে টুচুদেৱী আৰু গংগা নদীক সাক্ষী কৰি চাহজনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে 'ফুল প্ৰাণ'ত (ফুলপতা) আৱদ্ধ হয়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমবয়সীয়া লগৰীয়াৰ লগত বন্ধুত্বৰ বান্ধোনেৰে একাত্ম হয় বা সখী পাতে। আন ঠাইৰপৰা একেটা ঘাটতে টুচু বিসৰ্জন দিবলৈ আনিলে তেওঁলোকৰ মাজতো সখী পতাই দিয়া হয়। টুচু নাথাকিলে আমৰ ডালৰ লগতে টুচুক সখী পাতি দিয়া হয়। এই পৰ্ব শেষ হোৱাৰ পাছত টুচুদেৱীক বিসৰ্জন দি গা-পা ধুই সকলো ঘৰলৈ যায়।

প্ৰধানকৈ তিৰোতাসকলে আগ-ভাগ লোৱা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ 'টুচু পূজা' বা 'পুষ্ পৰৱ' মূলতঃ কৃষি প্ৰধান উৎসৱ। কাৰণ এই পূজাৰ লগত অসমীয়াৰ 'মাঘবিহু'ৰ ভালেখিনি সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। মাঘ বিহুৰ দৰে পুষ্ পৰৱো অনুষ্ঠিত হয় মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন। সেইদৰে মাঘ বিহুত অসমীয়া সমাজে খোৱা বিবিধ পিঠা-পনা, মোৱা আলু , কাঠআলু, ৰঙাআলু আদি চাহ-জনগোষ্ঠীৰ মাজতো প্ৰচলিত। এই আলুবোৰ নাখালে পিছৰ জন্মত গাহৰি হৈ জন্ম ল'ব লাগে বুলি তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰে। পুষ্ পৰৱৰ পাছতেই তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী কৃষি কৰ্মৰ বাবে সাজু হয়। তেওঁলোকে কৃষি কৰ্মৰ সঁজুলিবিলাক চাফ-চিকুণ কৰি সেন্দুৰৰ ফোঁট দি মাঘ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰাই হালবোৱাৰ কাম কৰে। তেওঁলোকৰ সমাজত লোকবিশ্বাসৰ প্ৰচলন আছে যে এই দিনটোত হালবোৱা কাম কৰিলে শুভ ফল লাভ হয়। এইদৰে চাহ-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে টুচু পৰৱ উদ্‌যাপন কৰি বছৰটোৰ কৃষি কৰ্মৰ পাতনি মেলে।

চহঁৰাই পৰৱ বা দেৱালী ঃ

চহঁৰাই পৰৱ বা দেৱালী চাহ-জনগোষ্ঠীসকলে পালন কৰা এটি অন্যতম

উৎসৱ। ই দেৱালী বা কালি পূজাৰ লগত জড়িত উৎসৱ হ'লেও এই উৎসৱৰ লগত কৃষি কৰ্মৰ উপাদানো নিহিত হৈ আছে। উৎসৱটিত কৃষিকাৰ্যৰ অপৰিহাৰ্য সমল গৰুক পূজা সেৱা কৰা হয়। সেয়েহে চাহ-জনগোষ্ঠীয় সমাজত ই 'গৰৈয়া পূজা' নামেৰেও পৰিচিত।

চহঁৰাই উৎসৱত চোতালৰ মূৰত আৰু গোহালিৰ মুখত দুজোপাকৈ কলপুলি ৰুই তিনিদিন ধৰি চাকি বন্তি জ্বলায়। তদুপৰি তেওঁলোকে এই উৎসৱৰ পাঁচ-ছদিনমান আগৰেপৰা গৰুৰ শিঙত আৰু মূৰত মিঠাতেল ঘঁহি থাকে। গোহালিৰ মুখৰ পৰা গোহালিৰ ভিতৰলৈকে পিঠাগুৰি আৰু সেন্দুৰেৰে দাগ দিয়ে। অসমীয়া সমাজত গৰু বিহুৰ দিনা গধূলি সময়ত গৰুবোৰ ঘূৰি আহিলে পিঠা খাবলৈ দিয়াৰ নিচিনা চাহ-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও সন্ধিয়া গৰুবিলাক গোহালিত সোমোৱাৰ লগে লগে পিঠা আৰু মাটি মাহ সিজাই কল পাত পাৰি গোহালিৰ মুখতে খাবলৈ দিয়ে।ইয়াৰ বাহিৰেও গৰু বিহুৰ দৰে তেওঁলোকেও গৰুক তেল আৰু হালধিৰে বোলায়।

অসমীয়া সমাজৰ গৰু বিহুৰ লগত চহঁৰাই পৰ্বৰ অন্য এটি সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। চাহ- জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ঢোল লৈ গো-বন্দনাৰ উদ্দেশ্যে ঘৰে ঘৰে হুচৰি গাবলৈ যায়। গো-জাগৰণি কৰা এই গীতবোৰক'জাহলী গীত' বোলা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে,

" খুজ খুজত আলি পুছ পুছত আলি বাবু হ'
আহিবাকে ঘৰ কত দূৰ
অহিবাকে আগনায়ে তুলসীকে পীৰা হ'
ওপৰেযে উড়ে বাজহাৰ।
ক'ল শিঙ্গে লেবে বৰদা তেল সিন্দুৰহ '
ক'ন শিঙ্গে ঝঁকবে চুমান হ'
দাহিন শিঙ্গে লিবে বৰদা তেল সিন্দুৰ হ'
বাঁৱা শিঙ্গে ঝঁকবে চুমান হ'।

গতিকে ক'ব পাৰি চাহ-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে হিন্দু সমাজত অতি পৱিত্ৰ স্থান দিয়া, কৃষিৰ অতি প্ৰয়োজনীয় গৰুৰ উন্নতি আৰু মংগল কামনা কৰি পালন

কৰা চহঁৰাই উৎসৱ এটি কৃষিৰ লগত জড়িত উৎসৱ।

চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজত কৃষিৰ উপদান নিহিত থকা লোক উৎসৱ কৰম-পূজা, টুচু-পৰব বা পুষ পৰব, চহঁৰাই পৰব, চাৰুল পৰব আদি লোক-উৎসৱৰ প্ৰচলন আছে। আটাইকেইটা লোক-উৎসৱতে চাহ-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ জনমানসিকতাৰ সুন্দৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। ইয়াৰ উপৰিও উৎসৱসমূহত পৰিৱেশিত গীত-মাতসমূহেও তেওঁলোকৰ বৈচিত্ৰ্যময় আৰু বৰ্ণময় লোক-সাহিত্যৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

তাছা, ডিম্বেশ্বৰ ঃ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজ-সংস্কৃতি
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী
প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ ২০১২

তালুকদাৰ, ধ্ৰুৱকুমাৰ ঃ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক-উৎসৱ
বনলতা, পাণবজাৰ, গুৱাহাটী -১
প্ৰথম সংস্কৰণ -২০০৪

বৰা, লোহিত কুমাৰ ঃ অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমাজ সংস্কৃতি
কৌস্তুভ প্ৰকাশন, মিলন নগৰ, ডিব্ৰুগড় -৩
দ্বিতীয় মুদ্ৰণ ঃ ২০০৮

লেখিকা ঃ সহকাৰী অধ্যাপিকা, নাহৰকটিয়া মহাবিদ্যালয়

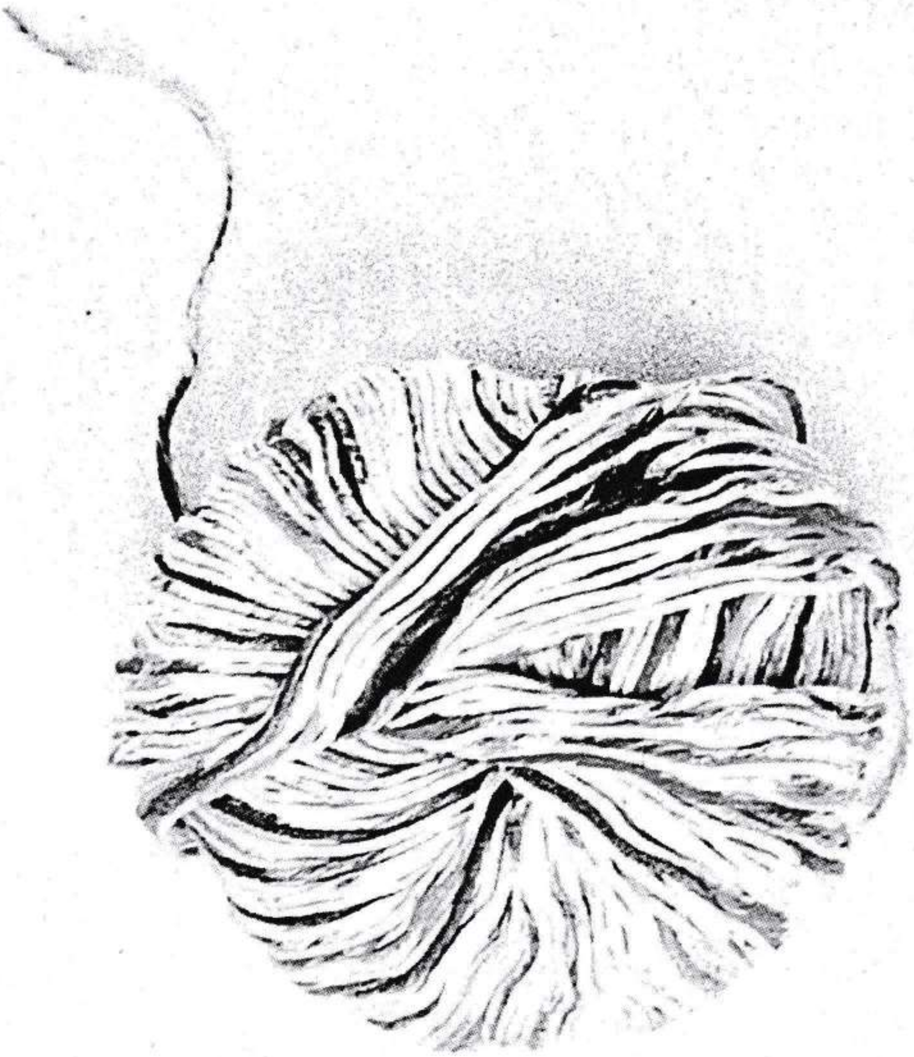

গল্প প্ৰসংগ

সম্পাদনা

নীলিমা শেনচোৱা । বিনি শইকীয়া

Galpa Prasanga
A collection of articles edited by Nilima Senchowa and Bini Saikia published by Purbayon Publication, Satmile, Guwahati- 14
Edition: November, 2018 Price : Rs. 180/-

ISBN- 978-93-87263-95-6

গল্প প্ৰসংগ

প্ৰকাশকঃ পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী-১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশঃ নৱেম্বৰ, ২০১৮

মূল্যঃ ১৮০/-

বেটুপাতঃ সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্বঃ সম্পাদিকা

সূচীপত্ৰ

লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ চুটিগল্প ঃ এটি পৰ্যালোচনা /৯
✍পংখীপ্ৰিয়া শৰ্মা
চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্প- এক চমু অৱলোকন /১৬
✍দীপিকা বৰুৱা
গল্পকাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য /২১
✍ৰুণুমী সোণোৱাল
যোগেশ দাসৰ গল্প - এক সম্যক আলোচনা /৩৪
✍নীলাক্ষি মহন্ত
ৰামধেনু যুগৰ গল্পকাৰ মহিম বৰাৰ গল্প ঃ বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ /৪৩
✍ৰুবী দাস
সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প ঃ এক আলোকপাত /৫২
✍ড° নিতু চহৰীয়া
ৰামধেনু যুগৰ চুটিগল্পকাৰ ড° ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া /৬২
✍মৌচুমী দত্ত বৰুৱা
হোমেন বৰগোহাঞিৰ চুটিগল্প ঃ এটি চমু আলোকপাত /৬৯
✍মৃদুল দহোটীয়া
হোমেন বৰগোহাঞিৰ 'হাতী' ঃ এটি পৰ্য্যালোচনা /৭৫
✍দীপা ৰাণী দাস

গল্পকাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য

✍ ৰুণুমী সোণোৱাল*

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ এগৰাকী প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য। স্বৰাজোত্তৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু গভীৰতা প্ৰদানত তেওঁৰ অৱদান অতুলনীয়। প্ৰখৰ সমাজ চেতনাৰে সমৃদ্ধ এইগৰাকী সাহিত্যিকে চহকী কৰিছে অসমীয়া কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্ৰমণ সাহিত্য ইত্যাদিৰ ভঁৰাল। সাংবাদিক তথা সম্পাদক হিচাপেও তেওঁ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দি গৈছে। পাঠশালা স্কুলত পঢ়ি থকা সময়তেই তেওঁ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে এটি কবিতা লিখি সাহিত্যিক জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলৰ হাতেলিখা আলোচনী 'চেনেহী'ত তেওঁৰ প্ৰথমটো প্ৰবন্ধ 'ছাত্ৰ আৰু ৰাজনীতি' প্ৰকাশ পোৱাৰ উপৰিও এই আলোচনীতে প্ৰকাশিত হৈছিল তেওঁৰ প্ৰথম চুটিগল্প 'মাহী আইৰ সাদৰ'। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত উপন্যাস 'ৰাজপথে ৰিঙিয়ায়' (১৯৫৫)। এই উপন্যাসৰ পাছত তেওঁ 'ইয়াৰুইঙ্গম', 'আই', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'মুনিচুনিৰ পোহৰ', 'ৰঙা মেঘ', 'কবৰ আৰু ফুল', 'কালৰ হুমুনিয়া', 'নষ্ট চন্দ্ৰ', 'চিনাকী সুঁতি', 'ডাইনী', 'চতুৰঙ্গ', 'প্ৰতিপদ', 'শতঘ্নী', 'ফুলকোঁৱৰৰ পখীঘোঁৰা' আদি নামেৰে কেইবাখনো উপন্যাস ৰচনা কৰে। তেওঁৰ সমকালীন প্ৰায়বোৰ আলোচনীতে নিয়মিত গল্প ৰচনা কৰা ভট্টাচাৰ্য্যদেৱে ভালেকেইখন গল্পপুথিও ৰচনা কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 'কলং আজিও বয়' (১৯৬২), 'সাতসৰী' (১৯৬৩), 'খিৰিকি কাষৰ আসন' (১৯৯৪), 'এটা পুৰণি গল্পৰ ন-ৰূপ' (২০০০), 'বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য গল্পসম্ভাৰ ঃ প্ৰথম খণ্ড' (২০০৯)

*সহকাৰী অধ্যাপিকা,অসমীয়া বিভাগ,নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়

আদিয়েই প্ৰধান। 'সাঋ্যস্বৰ' (১৯৯০) তেওঁৰ একমাত্ৰ সংকলিত কবিতাৰ পুথি। এখন শ্ৰেণীহীন সমাজ গঠনৰ পোষকতা কৰা তেওঁৰ কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে মানৱতাবাদৰ ধ্বনি। বাছিয়া ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তেওঁ 'সীমাই আমনি কৰে' নামৰ ভ্ৰমণ কাহিনীও ৰচনা কৰিছে। 'ৰামধেনু', 'নৱযুগ', 'দৈনিক অসম', 'অসম বাতৰি' আদি বিভিন্ন কাকত আলোচনীত তেওঁ ভিন্ন বিষয়ক প্ৰবন্ধও ৰচনা কৰিছে। প্ৰায় ডেৰ শতাধিক নাট ৰচনা কৰা ভট্টাচাৰ্য্যৰ নাট্যকৰ্মই বৰ্তমানো প্ৰকাশৰ মুখ দেখা নাই। আনহাতে তেওঁ আৰ্ণেষ্ট হেমিংৱেৰ 'ফৰ হুম দি বেল টলছ' নামৰ উপন্যাসখন 'দেৱ-দুন্দুভি বাজে কাৰ বাবে' নামেৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ শৰৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ 'পৰিণীতা' আৰু ডি.ডি. কৌশাম্বীৰ 'ভাৰতৰ ইতিহাস' অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰে। সাংবাদিক হিচাবেও বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যই এটা দশকতকৈ অধিক কাল 'ৰামধেনু'ৰ সম্পাদনা কৰি আধুনিক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ বিকাশত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেওঁৰ সুযোগ্য সম্পাদনাত 'ৰামধেনু'য়ে অসমীয়া সাহিত্যত এটা যুগৰ সূচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তদুপৰি তেওঁ 'দৈনিক অসমীয়া', 'নৱযুগ', 'দৈনিক অসম' 'প্ৰকাশ' আদি কাকত আলোচনীৰ লগতো ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল।

অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰায়বোৰ দিশতে অৱদান আগবঢ়োৱা ভট্টাচাৰ্য্যৰ ৰচনাৰাজিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে প্ৰখৰ সমাজ চেতনা। সুগভীৰ মানৱতাবাদী দৰ্শনেৰে মানৱৰ মংগল কামনাই তেওঁৰ ৰচনাৰ প্ৰধান লক্ষ্য।

যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া চুটিগল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ গল্পৰ এক সুকীয়া শিল্পমূল্য পৰিলক্ষিত হয়। জীৱনত লাভ কৰা বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰে সমৃদ্ধ তেওঁৰ গল্পৰাজি। সমাজবাদী ভাৱধাৰাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ গল্পৰ মাজেৰেও প্ৰকাশ পাইছে এই আদৰ্শ। সমাজৰ সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীৰ জীৱন সংগ্ৰাম, পৰিশ্ৰম, ত্যাগ, কষ্ট ইত্যাদি নানা দিশ সাঙুৰি লোৱা তেওঁৰ গল্পবোৰত স্বাধীনতাৰ পূৰ্বকাল তথা পৰৱৰ্তী কালছোৱাৰ অসমৰ সমাজ-জীৱন, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলন, ৰাজনীতিৰ বিবিধ দিশ, নৰ-নাৰীৰ প্ৰেম, ন-পুৰণি মূল্যবোধৰ সংঘাত- ইত্যাদি অনেক প্ৰসংগই ঠাই পাইছে।

বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'কলং আজিও বয়' নামৰ প্ৰথম গল্প সংকলনটি মুঠ দহটা গল্পৰ সমষ্টি। শিৰোনামৰ গল্পটিত বুঢ়া ঠগীৰামৰ অতীত স্মৃতি ৰোমন্থনৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱা কাহিনীভাগত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ লগতে স্বাধীনতা লাভৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ কেইবছৰমানৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ ছবি বিচাৰি পোৱা যায়। ঠগীৰামৰ সমগ্ৰ জীৱন সাঙুৰি লোৱা গল্পটিত আছে কলঙক কেন্দ্ৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা কলঙপৰীয়া ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্গতিৰ বৰ্ণনাৰ লগতে গল্পকাৰৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা। বৃটিছৰ

অধীন মৌজাদাৰৰ টেকেলাই বানপানী, হাইজা আদিয়ে বিপৰ্য্যস্ত কৰা কলঙৰ পাৰৰ লোকসকলৰ পৰা খাজনা আদায়ৰ নামত হালৰ গৰু, চৰু-বাতি, অয়-অলংকাৰ, আদি ক্ৰোক কৰি ৰাইজৰ জীৱন আৰু অধিক দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছে। এনে দুৰৱস্থাৰ মাজতো বৃটিছক খেদিবলৈ কৰা আন্দোলনত কলঙপৰীয়া ৰাইজেও যোগ দিছে দুখ-দুৰ্গতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ আশাৰে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ দুখ নুগুচিল, দেশত ধনীৰহে ৰাজত্ব চলিল। সেয়ে ন-স্বৰাজৰ আন্দোলনত ঠগীৰামহঁতে ডাক্তৰ মণি বৰাৰ লগত সহযোগ কৰিছে কলংপৰীয়াৰ প্ৰাণত বং অনাৰ মানসেৰে। ধনী-দুখীয়াৰ বৈষম্যহীন এখন নৱ সমাজ গঠনৰ পোষকতা কৰা গল্পকাৰৰ সাম্যবাদী ভাৱধাৰাৰ প্ৰকাশ গল্পটিৰ উল্লেখযোগ্য দিশ।

সংকলনটিৰ অন্য এটি গল্প 'ছিৱালা আৰু চিন্দুইন' গল্পৰ পটভূমি নগাপাহাৰ। মানৱ সেৱাৰ মানসেৰে নগা জাতিৰ উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে গল্পৰ কথকে নগাপাহাৰত নগা জনসাধাৰণৰ লগত মিলিজুলি স্কুল পাতিছে, আলিবাট বান্ধিছে, সিহঁতৰ লগত কামো কৰিছে, ভোজ-ভাতো খাইছে। তেওঁলোকৰ বাবেই জীৱন উৰ্ছগা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা গল্পৰ কথকে মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বতো নোভোগা নহয়।

অৱশ্যে তেওঁ প্ৰেমিকা ছিৱালাৰ আগত সদায় নিজৰ ভাবাবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। গল্পটিত কাহিনীৰ শেষৰফালে ছিৱালা আৰু গল্পৰ কথক দুয়ো ছিৱালাৰ অভিভাৱকৰ সন্মুখত জৱাবদিহি হ'ব লগা অৱস্থা এটাত পৰিল। কথকে জানে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী। সেই পৰিস্থিতিত গল্পৰ কথকজনে নিজৰ নিৰ্দোষিতা তেওঁ বাস কৰা নগা সমাজখনক বুজোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু নগা সমাজে যি শাস্তি দিব সেয়া গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও প্ৰস্তুত হৈছে। গল্পটিৰ শেষ পৰিণতি সম্পৰ্কে গল্পকাৰে নোকোৱাকৈয়ে কাহিনী ভাগৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাইছে।

বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ এটি লেখত ল'বলগীয়া গল্প 'এজনী জাপানী ছোৱালী'ৰ পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই বিধ্বস্ত কৰা জাপান। গল্পটিৰ মূল উপজীৱ্য নায়িকা ফুমিৰ নৰ'হ্বাৰ গভীৰ মৰ্মবেদনা। দ্বিতীয় মহাসমৰত আমেৰিকাই নিক্ষেপ কৰা হিৰোছিম নাগাচাকিৰ বোমা বিস্ফোৰণত তাই ইতিমধ্যেই মাক-দেউতাকক হেৰুৱাই পেলাইছে আনহাতে তাই ভাবী স্বামী চুজুকিৰো মৃত্যু ঘটিছে আমেৰিকাই বি'দ্বীপত পৰীক্ষা চলো হাইড্ৰ'জেন বোমাৰ তেজষ্ক্ৰিয় বিকিৰণৰ বিষক্ৰিয়াত। সকলোকে হেৰুৱাই জীৱনৰ আ এৰি পেলোৱা ফুমিকে আত্মহত্যাৰ বাবে সাগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে যদিও অজ্ঞাত মাছমৰী 'নমৰিবা গুচি আহা' বুলি জনোৱা আহ্বানত উভতি আহিছে। পৃথিৱীৰ পৰা যুদ্ধ আৰু নিৰ্বাসিত কৰাৰ মানসেৰে সকলোকে একগোট হৈ থিয় দিবলৈ ৰাজ-আলিত মাইবে জনোৱা আহ্বানত জীৱনৰ স্বপ্ন ঘূৰাই পোৱা ফুমিক'ৰ মনলৈ অৱশেষত অভিতাভৰ (হাঁহিতেই বিচাৰি পাইছে গভীৰ প্ৰশান্তি।

'সি. জমজম্ আৰু জুইকুৰা' গল্পৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে শ্বিলঙৰ টি.বি. হাস্পতালৰ ডাঃ নিৰ্মল আৰু কমৰেড সীতা চৌধুৰীৰ মাজৰ সহজাত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। এজন ৰোগী ভৰ্তি কৰোৱাক লৈ দুয়োৰে মাজত গঢ় লৈ উঠা প্ৰেমৰ অনুভৱৰ লগতে গল্পটিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি এখন নতুন শোষণহীন সমাজ গঠন কৰিবলৈ ওলোৱা কমৰেডসকলৰ সহযোগী সীতা চৌধুৰীৰ দ্বিধাগ্ৰস্ত মানসিক অৱস্থাৰ চিত্ৰণো গল্পটিৰ লক্ষণীয় দিশ। বিপ্লৱৰ মন্ত্ৰ আওৰোৱা সীতাৰ পক্ষে নিজা ব্যক্তিগত অনুভৱৰ কোনো মূল্য নাই। সেয়েহে দুয়োৰে মাজৰ সম্পৰ্কত বাধা আহি পৰিছে যদিও অৱশেষত গল্পটিত প্ৰেমৰেই জয় ঘোষিত হৈছে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ দুজন প্ৰাক্তন কৰ্মী অসমৰ ডাক্তৰ আৰু মিজোৰামৰ সৈনিক লুচাই ডেকা বিয়াকলিয়ানা দুয়ো স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থা দেখি মৰ্মাহত হৈছে 'নেতাজী আৰু ইণ্ডাইজং' গল্পত। দেশমাতৃৰ বাবে নিজৰ বাপেক আৰু ভনীয়েকক হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা বিয়াকলিয়ানাৰ গভীৰ স্বদেশ প্ৰেমেও গল্পটিক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে।

সৈনিকৰ কথাৰে আৰম্ভ হোৱা 'সিও এক জগতৰে কথা' গল্পটি প্ৰধান বিষয় সামৰিক পোছাকৰ অন্তৰালত লুকাই থকা সৈনিকৰ মানৱীয় অনুভূতিৰ বৰ্ণনা। গল্পটিত সৈনিক বহমানে তাৰ ভাগৰ ৰুটি টুকুৰা এটা ভোকাতুৰ ভিক্ষাৰীলৈ আগবঢ়াই দিছে। আনহাতেদি মুছলমানৰ আল্লা, হিন্দুৰ ভগৱান সকলো ধৰ্মৰ উৰ্দ্ধত মানৱ সেৱাই যে পৰম ধৰ্ম সেয়াও গল্পটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে। এটুকুৰা ৰুটীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি ফুৰা ভিক্ষাৰীৰ এখন বাস্তৱ ছবিও গল্পকাৰে জীৱন্তভাৱে গল্পটিত ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে।

মুম্বাইৰ পটভূমিত ৰচিত 'প্ৰফুল্ল বড়া' গল্পটিত বডাৰ জীৱনৰ এছোৱা বৰ্ণনা কৰা হৈছে গল্পৰ কথক বডাৰ বন্ধুৰ মুখেৰে। বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলনৰ অক্লান্ত কৰ্মী বডাই জীৱনৰ গভীৰতা অনুধাৱন কৰিব নোৱৰা সংস্কাৰাছন্ন পত্নী মৃণালৰ মাজত বন্ধু পত্নী চম্পাক বিচাৰি নেপাই সদায় নিজ সংসাৰৰ পৰা পলাই ফুৰিছে। গল্পটিত যিদিনা বডাই পত্নীৰ প্ৰতিবাদী সত্তাত চম্পাক বিচৰি পাই পত্নীৰ প্ৰেমত পৰিছে, সেইদিনাই পত্নীৰো মৃত্যু হৈছে। গল্পৰ কথকৰ মুখেৰে ইও এক প্ৰকাৰৰ পৰকীয়া প্ৰীতি, যি নিৰ্যাতনৰ মাজেদিহে প্ৰফুল্ল বডাই জন্ম দিব পাৰে।

'সৰু সৰু চাপৰ কিছুমান ঘৰ' গল্পটিৰ বিষয়বস্তু বনুৱাশ্ৰেণীৰ ধৰ্মঘট। নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি মালিক শ্ৰেণীৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মঘটত বহা বনুৱাসকলৰেই বিজয় গল্পটিত ঘোষণা কৰা হৈছে। বনুৱাসকলক সহায় কৰা গল্পৰ বৰ্ণনাকাৰীজনৰ সপোনেই যেন গল্পকাৰৰো স্বপ্ন। তেওঁলোকৰ আশা বনুৱাপট্টিৰ সৰু চাপৰ জুপুৰি ঘৰৰ ঠাইত সুন্দৰ ওখ ফুলনিৰে ভৰা মনোৰম এখনি ঘৰৰ।

'ৱাৰ্ড নং দুই' গল্পত আছে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ স্বপ্ন। ৰেলৰ কেৰাণী সংগ্ৰাম বাবুৰ জীৱনৰ কাহিনীৰে আৰম্ভ হোৱা গল্পটিত সমাজবাদী কৰ্মী, বনুৱাৰ বিপদ আপদৰ বন্ধু মোহন শইকীয়াৰ সংগ্ৰামী সত্তা প্ৰকাশ পাইছে। গল্পকাৰৰ স্বপ্ন ডাক্তৰ বৰুৱাৰ উক্তিত প্ৰকাশ পাইছে এনেদৰে-

"আপুনি, মই, ভিক্ষাৰীটো আৰু সংসাৰৰ এই মানুহবোৰ সকলো ৰোগী, আমাৰ বেমাৰ ভাল কৰিবলৈ হ'লে সমাজখন বদলাব লাগিব। আৰু মোহনে ঠিক তাকেই কৰিছে।" (পৃ. ৪৪১)

মোহনৰ দৰে ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰত নিহিত থকা ডাইনেম'ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়েই লেখকে সপোন দেখে এখন নতুন সমাজ গঢ়াৰ।

লেখকৰ 'শোন্তি' গল্পত এটা গভাইত চোৰৰ মানসিক পৰিৱৰ্তনৰ ছবি অংকন কৰা হৈছে। গল্পটিত শোন্তিয়ে তাৰ নিজস্ব চৌৰ্য্যবৃত্তি এৰি পথাৰৰ বুকুত কৃষিকৰ্মৰে নজীৱনৰ পাতনি মেলিছে।

'সাতসৰী' গল্প সংকলনটিৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ পটভূমিত ৰচিত। মানৱতাবাদৰ প্ৰকাশ ঘটা 'সাঁথৰ' গল্পটিত অংকিত হৈছে অসমীয়াই বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ঘৰ জ্বলাই ছাৰখাৰ কৰা পৰিৱেশৰ চিত্ৰ। সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতে ঘনৰ মাক সাদৰী আৰু লোকাই নামৰ চৰিত্ৰ দুটিয়ে আতুৰত পৰা বঙালী লোকসকলক সহায় কৰি মানৱতাবাদৰ পৰিচয় দিছে। আনহাতেদি সাদৰীৰ পুত্ৰ ঘনৰ নেতৃত্বতে সেই অঞ্চলৰ বঙালী লোকসকলৰ ঘৰ জ্বলোৱা হৈছিল। অৱশ্যে ঘনৰ মানসিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনেৰে গল্পটিৰ কাহিনীৰ শেষত মানৱতাবাদৰেই জয়গান ঘোষিত হৈছে।

'মাকনৰ গোসাঁই' বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এটা উল্লেখযোগ্য গল্প। সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ বাপুকণ গোসাঁইৰ কামনালোলুপ চৰিত্ৰৰ বিপৰীতে মাকনৰ শালগ্ৰাম গোসাঁইৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা গল্পটিৰ আকৰ্ষণীয় বিষয়। গল্পটিৰ শেষত অৱশ্যে মাকনৰ ভক্তিৰ ওচৰত গোসাঁয়ে হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হৈছে।

টাংখুল নগাসকলৰ জীৱন আধাৰিক 'আজি বিয়া আৰু পৰহিলৈ গাঁও পঞ্চায়ত' শীৰ্ষক গল্পৰ বিষয়বস্তু পৰম্পৰাগত জীৱনশৈলী আৰু নতুনকৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত টাংখুল নগাসকলৰ মাজত সংঘাত। তেওঁলোকৰ নৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি ফানিটফাঙ আৰু ৰেগুৱে নগা সমাজৰ পৰম্পৰাগত সকলো ৰীতি-নীতি মানি চলিবলৈ বাধ্য নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে পুৰণি প্ৰথা, ৰীতি-নীতি আদিকেই খামুচি ধৰি থাকিব বিচাৰে। কইনাপক্ষক গা-ধন নিদিয়াকৈ ৰেগুৱে ছিৱালাক চাৰ্চত বিয়া পতা কাৰ্যই গল্পটিত আধুনিকতাৰ আগমনকেই আদৰি লোৱা হৈছে।

'মিএঙা মনচুৰ' গল্পৰ মূল উপজীব্য সাধাৰণজনৰ অন্তৰত নিহিত মানৱীয়

[illegible]

'প্ৰেম আৰু প্ৰেম' গল্পৰ মুখ্য চৰিত্ৰ মাহেনে প্ৰেমৰ ([illegible], প্ৰিয়, [illegible]) সন্ধান কৰিছে যদিও তেওঁ সফল হ'ব পৰা নাই। দেশ তথা জাতিৰ বাবে কাম কৰা [illegible] আত্মসমালোচনাও নথকা নহয়।

[illegible]

[illegible] হিন্দু-মুছলমানৰ জাতি-ভেদৰ কথা। [illegible] লাভ কৰিছে।

[illegible]

ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰা কাৰ্যৰ যোগেদি গল্পকাৰে দৰাচলতে হত্যা-হিংসা লুণ্ঠন সকলোৰে উৰ্দ্ধত এখন নতুন মানৱতাৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰা পৃথিৱীৰ স্বপ্ন দেখিছে।

'মাছ' বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এটি প্ৰতীকধৰ্মী গল্প। আত্মাৰ অমৰত্বত বিশ্বাস ৰখা জন্মান্তৰবাদী যশোদাৰ মতে, কোনেও ভক্ষণ নকৰা ৰৌ মাছৰ যেনেকৈ মোক্ষত্ব প্ৰাপ্তি নঘটে, তেনেকৈ পাপী মানুহেও কোনোবা নহয় কোনেবা এট জনমত শাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। তেনে এটা মহাপাপী ৰৌমাছৰ কাহিনীয়েই 'মাছ' গল্পৰ কথাবস্তু। ৰাইজৰ সেৱক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, প্ৰবাদ-প্ৰতিম পুৰুষ মৃত্যুশয্যাত থকা ফুকনৰ বাবে যশোদাই জালত পেলোৱা প্ৰকাণ্ড ৰৌমাছটো কোনেও ভক্ষণ নকৰিলে। ফুকনৰ চিতাৰ লগতে মাছটো তুলি দিবলৈও কোনো সন্মত নহ'ল। শেষত মাছটো পুনৰ নদীৰ বুকুতেই নিক্ষেপ কৰা হ'ল। এদিন নহয় এদিন আমাৰ সমাজৰো শোষকসকলৰ মাছটোৰ দৰেই দশা হ'ব, সেই কথাই হয়তো গল্পকাৰে ইংগিতেৰে ক'বলৈ যত্ন কৰিছে।

দুৰৱাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰা 'ফাগুনা কাই' গল্পৰ কাহিনীভাগত ফাগুনা কাইৰ গোপালৰ ওপৰত থকা গভীৰ বিশ্বাসৰ বিপৰীতে গল্পৰ কাহিনীকাৰ আৰু তেওঁৰ চুবুৰীয়া হাজৰিকাৰ প্ৰগতিবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে।

"মৃত্যুলৈ আৰু মোৰ ভয় নোহোৱা হ'ল। জীৱনটোৰো অৰ্থ বুজি পাইছোঁ। নিজক সকলোৰে মাজত বহলকৈ পোৱাই আচল জীৱন।" (পৃ. ৫৩৫)

বিজনৰ এইষাৰ উক্তিৰ মাজতেই মৃত্যু গল্পৰ বক্তব্য বিচাৰি পোৱা যায়। নমিতাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় পেহীয়েক শিক্ষয়িত্ৰী নলিনী বাইদেউৰ মহত্ব প্ৰকাশ পোৱা এই গল্পত জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰিয়তম পুৰুষ সুকুমাৰক হেৰুওৱা নমিতাক তেৱেঁই জীৱনৰ বাবে যুঁজিবলৈ প্ৰেৰণা দিছে সুকুমাৰৰ ভাতৃ বিজনক গ্ৰহণ কৰি। মাতৃৰ মমতাৰে পুত্ৰ ৰাতুলক কিড্‌নী দান কৰি নলিনী বাইদেৱে নিজেই পৰলোকলৈ গতি কৰিছে। আনহাতেদি ৰাতুলৰো মাকৰ দৰেই দশা হ'ল। সকলোৰে মৃত্যুত নমিতাই বিজনৰ কথাৰ মাজতেই মৃত্যুৱেও মোলান কৰিব নোৱৰা ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰি তেওঁৰ মাজতেই আচল পুৰুষত্ব বিচাৰি পাইছে।

কঠোৰ শৃংখলাবদ্ধতাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰা নব্বৈ বছৰীয়া ফুকনৰ সংসাৰখনলৈ নামি অহা চৰম বিশৃংখলাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই 'গতকাল' গল্পৰ কাহিনীয়ে গতি লৈছে। ফুকনৰ পুত্ৰ কন্যাই দেউতাৰ নীতি আদৰ্শৰ মাজেৰে শিক্ষা লাভ কৰি প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতো শেষত দুয়ো উশৃংখল হৈ পৰিল। তদুপৰি সমৰ্থন নথকা সত্ত্বেও ইমানদিনে স্বামীৰ নিৰ্দেশমতেই ঘৰ-সংসাৰ চলাই নিয়া তেওঁৰ ধৰ্মপত্নীয়েও স্বামীৰ আদেশ নামানি শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আনকি পৰম প্ৰভুভক্ত কুকুৰ টাইগাৰেও যেন অৱশেষত গিৰিহঁতৰ শাসন নমনা হ'ল। সকলোৱে তেওঁৰ শৃংখলাৰ বিপৰীতে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাত সংযমৰ বান্ধ হেৰুৱাই টাইগাৰক গুলীয়াই হত্যা

কৰিছে। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে ডিচিপ্লিন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ফুকনে নিজেও হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। ফুকনৰ দৰে চৰিত্ৰৰ বাবে সমাজতকৈ শৃংখলা ডাঙৰ। সমাজত ফুকনৰ দৰে চৰিত্ৰৰো যে অভাৱ নহয়, গল্পকাৰে বোধহয় এনে ইংগিতেই গল্পটিৰ মাধ্যমেৰে দিব বিচাৰিছে।

এহাতেদি মুইবাৰ বিদ্ৰোহী কাম-কাজ, আনহাতেদি উখ্ৰুল চাৰ্চৰ পেষ্টৰ মিঃ শ্বিম্‌ৰেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা প্ৰয়াস 'চাৰ্মন অন্ দা মাউন্ট' গল্পৰ মূল বিষয়। উখ্ৰুল চহৰৰ উদণ্ড, ধৰ্মবিৰাগী ডেকাসকলক যীশুৰ বাণীৰে সৎপথলৈ আনিবলৈ পেষ্টৰ শ্বিম্‌তে অশেষ কষ্ট কৰে যদিও নিজ পুত্ৰ জেমছকেই মদ খোৱাৰ পৰা বিৰত কৰিব পৰা নাই। তথাপি শ্বিম্‌ৰে তেওঁৰ উদ্দেশ্যৰ পৰা বিচলিত নহৈ কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছে। বিদ্ৰোহীবোৰে নিৰ্দেশ দিয়া সত্ত্বেও ওজাই শান্তিৰ হকে আৰম্ভ কৰা অভিযান বন্ধ নকৰা বাবেই সিহঁতেই তেওঁক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে। স্বামীৰ অকাল মৃত্যুতো কিন্তু মিছেছ শ্বিম্‌ৰেই হত্যাকাৰীহঁতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নিদি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা কাৰ্য্যই দৰাচলতে গল্পকাৰেও যেন ক'ব খুজিছে হিংসাৰে নহয়, সহিষ্ণুতাইহে জীৱনলৈ শান্তি কঢ়িয়াই আনিব পাৰি।

'কৰুণ সন্ধিয়া' গল্পত পুৰুষৰ কামনালোলুপ চৰিত্ৰৰ বিপৰীতে নাৰীৰ সেৱাৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। অসীমা চেটাৰ্জীৰ স্বামী ধীৰেনে পত্নীক প্ৰতাৰণা কৰি ঘৰৰ বনকৰা লিগিৰী শোভাৰ (ইন্দু মাক) লগত শাৰিৰীক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে। বহু সময়ত চৰিত্ৰৰ দুৰ্বলতা অসীমাই স্বীকাৰ নকৰাও নহয়। যেতিয়া ধীৰেনে অন্তঃসত্ত্বা শোভাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, তেতিয়া তাই ধীৰেনক পৰিত্যাগ কৰিছে। আনহাতে অসীমাই ঘৰৰ পৰা খেদাই দিয়া শোভাৰ সকলো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিয়াৰ উপৰিও সেৱাৰ মহত্বও প্ৰকাশ কৰিছে।

শিল্পীৰ দুৰৱস্থাৰ বৰ্ণনাৰে- 'শিল্পীৰ মৰণ' লেখকৰ এটি সুখপাঠ্য গল্প। আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত হিমাংশুৰ দৰে শিল্পীৰ বেদনা কোনেও নুবুজে। শিল্পী সংঘলৈ অহা লোকসকলৰো অন্তৰত যেন নান্দনিক চেতনাৰ অভাৱ। লোক-শিল্পৰ মাজতেই জাতিৰ অস্তিত্ব বিচাৰি পোৱা হিমাংশুৱে সাহিত্য-কলা-বিজ্ঞানেৰে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল যদিও তেওঁ বঞ্চিত হৈ ৰৈছে শ্ৰমৰ প্ৰকৃত মূল্যৰ পৰা। সেয়েহে হয়তো হিমাংশুৱে কমলৰ দান গ্ৰহণ নকৰি লঘোণ দি মৰণকেই বৰণ কৰিছে। গল্পকাৰৰ দৃষ্টিত হিমাংশুৰ দৰে শিল্পীয়েই প্ৰকৃত শ্বহীদ।

বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ 'এটা পুৰণি গল্পৰ ন ৰূপ' গল্পপুথিৰ নাম ভুমিকাৰ গল্পটিত বৰ্ণনা কৰা হৈছে অবিনাশৰ অতীত স্মৃতি ৰোমন্থনৰ মাজেদি কলিকতাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কথা। সেই সময়ত সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰিবলৈ অহা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰসংগও গল্পটোলৈ অনা হৈছে। ইয়াৰ মাজতেই অবিনাশ নমিতাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কৰো

বৰ্ণনা কৰা গল্পটিত গান্ধীৰ নিঃস্বাৰ্থ স্বদেশপ্ৰেম আৰু মানৱপ্ৰেমৰ পৰাই অবিনাশেও লাভ কৰিছিল দেশসেৱাৰ প্ৰেৰণা। গল্পকাৰেও ইয়াৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছে ব্যক্তিপ্ৰেমৰ ঊৰ্দ্ধত মনৰ প্ৰেমৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ কথা।

গল্পকাৰৰ ৰাজনৈতিক চেতনাই প্ৰধানা লাভ কৰা 'অপৰাধ' গল্পত পাৰিবাৰিক প্ৰসংগও অনা হৈছে। সহকৰ্মী বীণাৰ প্ৰতি তীব্ৰ অনুৰাগ অনুভৱ কৰা সত্যই পত্নীৰ কাষত অপৰাধবোধত ভোগে। পত্নীৰ ওচৰত বীণাৰ প্ৰতি থকা আসক্তিৰ কথা সি স্বীকাৰ নকৰাও নহয়। কিন্তু পত্নী শান্তিয়ে তাৰ এই আকৰ্ষণৰ প্ৰতি উদাসীন মনোভাব দেখুৱাই সেৱাৰে মাজেদিয়েই সত্যক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰে। সত্যৰ এনে অপৰাধ চেতনাৰ বিপৰীতে গল্পটিত চৰকাৰৰ দৃষ্টিত সত্যৰ অপৰাধৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বাহিৰৰ জগতৰ লগত তাৰ যোগাযোগ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হোৱা ৰে'লৱে ধৰ্মঘটৰ সময়তো আন্দোলনৰ কামত লগাৰ বাবে সত্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। পুনৰ সত্যক শিক্ষকসকলে দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে কৰা পৰীক্ষা বৰ্জন আন্দোলনত চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। গল্পটিত পুঁজিবাদী অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰি সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বপ্নও গল্পকাৰে সত্যৰ মুখেদিয়েই ব্যক্ত কৰিছে। এনেদৰে গল্পকাৰৰ নিজস্ব মতাদৰ্শৰ প্ৰতিফলনো গল্পটিত লক্ষ্য কৰা যায়।

কলিকতাক পটভূমি হিচাপে লৈ ৰচনা কৰা 'নিশ্চলতা' গল্পত আছে যতীনে দীপিকাক অভিনেত্ৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাহিনী। কলিকতাত পঢ়িবলৈ অহা যতীন এটা সময়ত অন্তৰ্ধান হোৱাত তাৰ পেহীয়েকৰ অনুৰোধত তাক বিচাৰি যতীনৰ বন্ধু কেশৱ কলিকতা ওলাইছেহি। কলিকতা মহানগৰীত সৰুকৈ দোকান দি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা যতীনে দীপিকাক ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ ব্যৱসায় এৰি একেবাৰে নিষ্কৰ্মা হৈ পৰিল। তাৰ শক্তি, সামৰ্থ্য সকলোখিনি প্ৰয়োগ কৰি দীপিকাক অভিনেত্ৰী হিচাপে গঢ়ি সি পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিছে। কেশৱে তাক ঘৰলৈ ঘূৰাই নিবলৈয়ে আহিছে যদিও যতীনৰ অধঃ পতনৰ বাবে দায়ী বুলি ভৱা দীপিকায়ো আশা কৰে যতীন উপাৰ্জনক্ষম হওক। কিন্তু তায়ো যতীনক এৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। সেয়েহে হয়তো দীপিকাই থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেললৈ নগৈ যতীনক নতুনকৈ গঢ়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

গল্পকাৰৰ 'পিটনি' শীৰ্ষক গল্পটিত নানা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাকেই পিটনি আখ্যা দিয়া যেন বোধ হয়। প্ৰথম পুৰুষত বৰ্ণনা কৰা গল্পৰ কাহিনীভাগত মাখনে এখন নদন-বদন ঘৰ থকা সত্ত্বেও গাঁৱৰ নিৰানন্দময় আৰু গতিহীন জীৱনৰ সংকীৰ্ণতাৰ পৰা ওলাই আহিবৰ বাবেই নগৰীয়া জীৱনক আঁকোৱালি লৈছিল যদিও তাৰ কম দৰমহা আৰু অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ বাবে নগৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰি পুনৰ গাঁৱলৈকে ঘূৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন পিটনিৰ কাষত ঘৰ ভাৰা লোৱা

মাখনে পত্নী কমলাকো হেৰুৱাই পেলোৱাই নহয়, নিজেও দৰিদ্ৰৰ পিটনিৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱা নাই। মাখনৰ ঘৰৰ কাষত থকা পিটনিখনত যেনেকৈ বৰষুণৰ পানীয়ে মহানগৰৰ সমস্ত আৱৰ্জনা দম খোৱাইহি, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজৰ মাখনহঁতৰ দৰে শ্ৰেণীটোকো দৰিদ্ৰই কঢ়িয়াই অনা বিবিধ সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলাইছে। প্ৰকৃততে লেখকৰ প্ৰখৰ সমাজ চেতনাই গল্পটিৰ কেন্দ্ৰীয় ভাব।

দেশ বিভাজনৰ সময়তেই পাকিস্তানৰ পৰা চেলা সীমান্তই দি চেলা বজাৰৰ ওচৰত থিতাপি লোৱা ফজল মিঞা চৰিত্ৰটিৰ মানৱদৰদী হৃদয়ৰ উমান পোৱা যায় 'ফজল মিঞা' গল্পত। ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ৰচিত গল্পটিত যুদ্ধই সাধাৰণজনৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই অহা দুৰ্দিনৰ বৰ্ণনাও পোৱা যায়। যুদ্ধৰ প্ৰতি গল্পকাৰৰ নেতিবাচক দৃষ্টিভংগীও গল্পটিত প্ৰকাশ পাইছে। গল্পটিত কোৱা হৈছে-

"আল্লা বা উ ব্ৰেই কোনেও মানুহক যুদ্ধ কৰিবলৈ কোৱা নাই। কোনো জনা-বুজা মানুহে যুদ্ধ কৰিবলৈ নকয়। কেতিয়াবা ভুলত মানুহে যুদ্ধ কৰে, কেতিয়াবা উপায়হীন হৈ কৰে, কিন্তু যুদ্ধ নোহোৱাকৈও চলিব পাৰে মানুহে।" (৫৯৪)

সেইদৰে ফজল মিঞায়ো কৈছে-

"যুদ্ধ বন্ধ হ'ল, খুব ভাল হ'ল। শাস্ত্ৰী আৰু আয়ুব দুয়োটা আচল মতা মানুহ।" (৫৯৪)

শিল্পীৰ দুৰৱস্থাৰ বৰ্ণনাই 'থিয়েটাৰ' গল্পৰো মূল উপজীব্য। অসম মুলুকত যোগ্য শিল্পীয়ে আদৰ নোপোৱাৰ কথাই এই গল্পত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

'আপি গগৈ' গল্পত নাম ভূমিকাৰ চৰিত্ৰটিৰ জৰিয়তে দেশ আৰু জাতিৰ হকে নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰা ব্যক্তিসকলক আজিৰ দেশৰ চৰকাৰে কোনো যোগ্য সন্মান প্ৰদান নকৰাৰ কথা গল্পটিৰ কথক সাংবাদিক বৰুৱাই ব্যক্ত কৰিছে। এগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ ব্যক্তি আপি গগৈয়ে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ অহা সাংবাদিক বৰুৱাকো বিমুখ কৰিছে। গাঁৱৰ মাটি পানী, বতাহৰ মাজতেই জীৱনৰ মহত্ব বিচাৰি পোৱা আপি গগৈয়ে দেশৰ প্ৰচলিত চৰকাৰৰ পৰা দুৰ্ভোগ ভুগিলেও কোনোদিন কৰ্মৰ পৰা বিৰত হোৱা নাই। আপি গগৈৰ অফুৰন্ত স্বদেশ প্ৰেমেই গল্পটিৰ মূল বক্তব্য।

'প্ৰব্ৰজন' গল্পত পৰিৱেশ বিজ্ঞানী ড° পুলকেশ বৰুৱাৰ পুত্ৰ তৰুণ আৰু অজয়ৰ জৰিয়তে কেইটামান বেছি টকা অথবা এটা ডাঙৰ চাকৰিৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা বিদেশলৈ হোৱা 'মগজুৰ' প্ৰব্ৰজনৰ কথাই গল্পকাৰে উল্লেখ কৰিছে।

গল্পকাৰৰ প্ৰখৰ সমাজ চেতনা 'ডিগবইত দেখা স্বপ্ন' গল্পৰ কেন্দ্ৰীয় ভাব। গল্পৰ বৰ্ণনাকাৰী গল্পকাৰ যেন নিজেই। সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য সকলোতে নৱন্যাসৰ স্বপ্ন দেখা গল্পকাৰৰ শ্ৰেণী বৈষম্যহীন নৱ অসম, নৱ ভাৰত, নৱ পৃথিৱী গঢ়াৰ সংকল্প।

এই সকলোবে উৰ্দ্ধত আছে গল্পকাৰৰ নৱ মানৱতা গঢ়াৰ আকাংক্ষা।

এহাতেদি সহকৰ্মী অৰুন্ধতীৰ প্ৰতি তীব্ৰ আকৰ্ষণ, আনহাতে ৰমেশৰ সংস্কাৰাচ্ছন্ন মনৰ দ্বন্দ্ব 'অৰুন্ধতী' গল্পৰ মূল বক্তব্য। গল্পৰ কাহিনীৰ শেষত অৱশ্যে ৰমেশৰ সংস্কাৰবেই জয় হৈছে।

'টেক্স' গল্পত আৰ্থিক সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰা সাধাৰণ লোকৰ দুৰ্বিসহ জীৱন যাত্ৰাৰ কথাই সদানন্দৰ যোগেদি গল্পকাৰে ব্যক্ত কৰিছে। সদানন্দহঁতে মিউনিচিপালিটীক নানা অসুবিধাৰ মাজতো টেক্স আদায় দি আহিছে যদিও মিউনিচিপালিটীৰ কিন্তু জনসাধাৰণৰ সমস্যাৰ প্ৰতি উদাসীন মনোভাৱ। সেয়েহে মিউনিচিপালিটীয়ে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলতে হাড়ৰ গুদাম স্থাপন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। এই গুদামৰ বাবেই সদানন্দহঁতৰ জীৱন অধিক দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু শাসনকৰ্তাসকলে আৰামত জীৱন কটোৱাৰ কথাও গল্পৰ সমাপ্তিত গল্পকাৰে নোকোৱাকৈ থকা নাই।

সামৰণি ঃ

আলোচনাৰ পৰিসৰলৈ চাই বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ আটাইবোৰ গল্পৰ বিশ্লেষণ ইয়াত সামৰি ল'ব পৰা নহ'ল। ইয়াত চাৰিখন গল্প সংকলনৰহে আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। তথাপি তেঁওৰ যিসমূহ গল্পৰ বিশ্লেষণ কৰা হৈছে, সেইবিলাকৰ জৰিয়তেই তেওঁৰ গল্প সম্পৰ্কে এটি সামগ্ৰিক ধাৰণা গ্ৰহণ কৰি ল'ব পাৰি। তেওঁৰ গল্পৰ জগতখনত সমাজৰ বিবিধ বিষয়বস্তুৱে ঠাই পাইছে. ৰাজনীতিৰ কথাবস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বনুৱা শ্ৰেণীৰ ধৰ্মঘট, বিয়াল্লিছৰ গণ আন্দোলন, স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ ছবি, যুদ্ধৰ ভয়াবহতা, প্ৰেম-প্ৰণয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ভয়াবহ আৰ্থিক সমস্যা, দৰিদ্ৰ তথা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ নগৰমুখী প্ৰৱণতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তেওঁৰ গল্পক বৈচিত্ৰ্য প্ৰদান কৰিছে। তেওঁৰ বেছিভাগ গল্পতেই সমাজবাদী আদৰ্শৰে এখন শ্ৰেণী বৈষম্যহীন নতুন সমাজ গঢ়াৰ স্বপ্ন বিচাৰি পোৱা যায়। দৰাচলতে সমাজবাদী মতাদৰ্শত গভীৰভাৱে বিশ্বাসী গল্পকাৰৰ চিন্তা-চেতনাৰ প্ৰতিফলন তেওঁৰ গল্পসমূহ। দুই এটা গল্পত অৱশ্যে অন্যান্য দিশো নথকা নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে 'মনু' আৰু 'বাৎস্যায়ন', 'শলিতা মামী', 'সি জমজম আৰু জুইকুৰা' ইত্যাদি গল্পলৈ আঙুলিয়াব পাৰি। এই ধৰণৰ গল্পসমূহতো তেঁও বিভিন্ন প্ৰসংগত তেওঁৰ দৰ্শনৰ কথা নোকোৱাকৈ থকা নাই। সমাজৰ সাধাৰণজনৰ অন্তৰত লুকাই থকা মানৱীয় মহত্বৰ কথাও 'মিএগ মনচুৰ', 'ফজল মিএগ' আদি গল্পৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে, তেওঁৰ বিবিধ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত ৰচিত গল্পৰাজিৰ মাজত বিচাৰি পোৱা যায় সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ মহানুভূতি তথা তেওঁৰ মানৱতাবাদী দৰ্শন। এনে দৰ্শনৰ আধাৰতেই তেওঁ গল্পৰ জৰিয়তে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ স্বপ্ন দেখিছিল।

চুটিগল্পৰ আংগিকৰ দিশটোৰ প্ৰতিও বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য এগৰাকী সচেতন গল্পলেখক। চুটি গল্পৰ ভাববস্তুৰ যি ঐক্য, সেয়া তেওঁৰ গল্পত ৰক্ষিত হৈছে। মুঠতে ৰামধেনু যুগৰ অসমীয়া সাহিত্য জগতত বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য জনপ্ৰিয় ঔপন্যাসিকেই নহয়, এগৰাকী সফল গল্পকাৰো।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

খাওন্দ, মলয়া ঃ *বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য আৰু তেওঁৰ উপন্যাস*, সাহিত্য প্ৰকাশ, ট্ৰিবিউন বিল্ডিংছ, ১৯৯৬, গুৱাহাটী

দাস, সুনীত বিজয় আৰু ভূঞা, মুনীন ঃ *বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য ৰচনাৱলী* ১, কথা প্ৰকাশন, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০১৩

বৰা, অপূৰ্ব (সম্পা.) ঃ *অসমীয়া চুটিগল্প ঐতিহ্য আৰু বিৱৰ্তন*, যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশন কোষ, যোৰহাট, ২০১২

বৰুৱা, প্ৰহ্লাদ কুমাৰ ঃ *অসমীয়া চুটিগল্পৰ অধ্যয়ন*, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, ১৯৯৫

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

সম্পাদনা
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ

JANOGOSTHIYA LOKBISHWAS: A Collection of Articles on Ethnic Culture related with Folk Belief observed by various tribes of North East India, Edited by Dr. Jyoti Prasad Konwar, Naharkatiya College, Naharkatia- 786610 and Published by Purbayon Publication, Guwahati-14

1st Edition, October, 2018 Price- Rs. 220.00

ISBN- 978-93-87263-89-5

জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস

প্ৰকাশক ঃ পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী-১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ অক্টোবৰ, ২০১৮

মূল্য ঃ ২২০/-

বেটুপাত ঃ সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদক

সূচীপত্ৰ

কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস /১৫
মামণি দেৱী
নক্টে জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস /১৯
ড° স্মৃতিৰেখা গগৈ গায়ন
ৰানছুসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস /২৮
ড° জ্যোতিপ্ৰসাদ কোঁৱৰ
লোকবিশ্বাসত চিংফৌ জনগোষ্ঠী /৩৭
ড° পবিত্ৰ গগৈ
নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস /৪৮
ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ
দেউৰী জনগোষ্ঠী আৰু লোকবিশ্বাস /৫৬
ড° নৰেণ দাস
মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস /৬৯
নীলিমা শেনচোৱা
সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস /৭৭
ৰুণুমী সোণোৱাল
লোকবিশ্বাস আৰু মৰাণ জনগোষ্ঠী /৮৫
মৃদুল কুমাৰ দহোটীয়া
বড়ো-কছাৰী সমাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস /৯১
দীপাঞ্জলী গগৈ

নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাস

ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ

আৰম্ভণি ঃ

'জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস' শীর্ষক গ্ৰন্থখনত ২৪টা জনগোষ্ঠীৰ লোকবিশ্বাসৰ বিষয়ে আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে। গ্ৰন্থখনৰ পাতনিৰ লগতে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লেখাৰ আৰম্ভণিত লেখক-লেখিকাসকলে কম-বেছি পৰিমাণে হ'লেও একো একোটা লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কীয় ধাৰণা দিছে। গতিকে এই লেখাৰ আৰম্ভণিত লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে পুনৰ আলোচনা কৰা হোৱা নাই। ইয়াত নেপালী জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় এটি দি তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসসমূহৰ এক আভাস দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

সুদূৰ অতীতৰে পৰা জনপদৰ অবিৰাম গতিত ভাৰতৰ প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ পৰা নেপালীসকলৰ অসমলৈ আগমন হৈছিল। বৰ্তমান অসমৰ আটাইকেইখন জিলাতে তেওঁলোকে বাস কৰি আছে। পূবে শদিয়াৰ পৰা পশ্চিমে ধুবুৰীলৈকে সিঁচৰতি হৈ গাঁৱে-চহৰে নেপালীসকলে বসবাস কৰি আছে। মূলতঃ নেপালীসকল ইণ্ডো-আৰ্য আৰু নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা মংগোলীয় আৰু ভাষাতাত্ত্বিক বিচাৰত ই চীন-তিব্বতীয় ভাষা পৰিয়ালৰ তিব্বত-বৰ্মী শাখাৰ অন্তৰ্গত। নেপালী ভাষাত ইণ্ডো-আৰ্যক ধাগাধাৰী আৰু তিব্বত মংগোলীয়ক মতৱালী বুলি কোৱা হয়। অৱশ্যে বৰ্ণ-বৈষম্যৰ ফালৰ পৰা উচ্চবৰ্ণ হিন্দু উপ-জনগোষ্ঠী, মধ্যবৰ্ণ উপ-জনগোষ্ঠী আৰু নিম্নবৰ্ণ উপ-জনগোষ্ঠী— এইকেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে যদিও আজিকালি অঞ্চল বিশেষেহে এনে ভেদাভেদ দেখা যায়। ধৰ্মীয় দিশেৰে চালে নেপালীসকল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী, মাত্ৰ তামাংসকলেহে বৌদ্ধধৰ্ম পালন কৰিছে। গোষ্ঠী, ধৰ্ম মূলতঃ যিয়েই নহওক, দীৰ্ঘদিন ধৰি এই জনগোষ্ঠীসমূহে অসমত একেলগে বসবাস

কৰি ৰখাৰ বাবে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ দিশত প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত। নেপালী জনগোষ্ঠী এনে প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'লেও নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিব পৰা কিছুমান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। লোকবিশ্বাসৰ অন্তৰালত সোমাই থকা তেনে বৈশিষ্ট্যসমূহ ইয়াত পোহৰলৈ আনিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

মূল বিষয় ঃ

অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে নেপালীসকলৰ মাজতো নানা লোকবিশ্বাস বিদ্যমান। তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত লোকবিশ্বাসসমূহক আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে শ্ৰেণী বিভাগ কৰি লোৱা হৈছে এনেদৰে—

ক) উৎসৱ-পাৰ্বণ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
খ) গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
গ) চৰাই-চিৰিকটি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
ঘ) জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
ঙ) জীৱন বৃত্ত সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
চ) যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
ছ) সপোন সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস
জ) অন্যান্য লোকবিশ্বাস

উৎসৱ-পাৰ্বণ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- 'বৈশাখে সগ্ৰাঁতি'ৰ দিনা গাত তেল সানি গা ধুলে খহ নহয় আৰু সেইদিনা নিমপাত চোবাই খালে ঔষধি গুণৰ কাম কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।
- ব'হাগ মাহৰ শুক্লা তৃতীয়া তিথিক অক্ষয় তৃতীয়া বোলা হয়। এই দিনটোত তেওঁলোকে যিকোনো শুভ কাম কৰাৰ লগতে দান-দক্ষিণা আদিও দিয়ে। তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস প্ৰচলিত যে এই তিথিত যিকোনো পুণ্য বা ধৰ্মকাৰ্য কৰিলে সদায় অক্ষয় হৈ থাকে।
- গোঠধূপ বা গৈড়ুঁ পূজা পাতিলে গৰু বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। গৈড়ুঁ হ'ল পশুক ৰক্ষা কৰা এক বনদেৱতা। এই দেৱতাজন জেঠ মাহৰ পূৰ্ণিমাত উজনি আৰু আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাত নামনিৰ ফালে যাত্ৰা কৰে বুলি ভাবে। সেয়েহে জেঠ আৰু আঘোণ মাহত ক্ৰমে উজনি আৰু নামনিত গৰুৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে গৰুখুঁটি বা গোহালিত এই পূজা পাতে।
- শাওণ মাহৰ সংক্ৰেন্তিৰ দিনা নেপালীসকলে 'সাউনে সগ্ৰাঁতি' পালন কৰে। সেই দিনা ঘৰৰ চালত উঠি জুইআঙঠা থকা খৰি এডাল 'লুতো যা লুতো যা' বুলি দূৰলৈ দলিয়াই দিলে বছৰটোৰ বাবে ঘৰখনত খৰ-খজুৱতি নহয় বুলি ভাবে।

- শাওণৰ শুক্লা পঞ্চমী তিথিত পালন কৰা 'নাগপঞ্চমী'ত পুৱাতে ব্ৰাহ্মণসকলে বগা কাগজত নাগৰ ছবি অংকন কৰি প্ৰতিঘৰ নেপালী মানুহৰ দুৱাৰমুখত লগায়। এনে কৰিলে গৃহত নাগে প্ৰৱেশ নকৰে বুলি ভবাৰ লগতে সেই দিনাৰ পৰাই খৰালি কাল আৰম্ভ হ'ল বুলি বিশ্বাস কৰে।
- ভাদৰ কৃষ্ণ অমাৱস্যাক নেপালীসকলে 'কুশেঔঁসী' বুলি কয়। সেই দিনা ঘৰৰ 'ৰ'দাব' পৰা বস্তুবিলাক (যেনে— কিতাপ-পত্ৰ, কাপোৰ-কানি) ৰ'দত দিলে কীট-পতংগই অনিষ্ট নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।
- ভাতৃদ্বিতীয়াৰ (ভাইতিহাৰ) দিনা ভগ্নীসকলে ভাতৃসকলক কপালত ফোঁট দি মূৰত আৰু ডিঙিত নাৰ্জি ফুলৰ মালা পিন্ধাই সুমিষ্ট আহাৰ খুৱায়। সেই দিনা এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজত মৰম-স্নেহ বঢ়াৰ লগতে সকলো বাধা-বিঘিনি আঁতৰি বছৰটোৰ বাবে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয় বুলি ভাবে।
- আঘোণ মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী দিনা পালন কৰা 'বাল চতুৰ্দশী'ত নেপালীসকলে যিকোনো শস্যৰ বীজ সিঁচে। সেই দিনটোত বীজ সিঁচিলে শস্য লহপহীয়া হোৱাৰ উপৰি শস্যৰ অভাৱ নহয় বুলি ভাবে।
- 'মাঘে সগ্ৰাঁতি'ৰ দিনা নেপালীসকলে স্নান কৰিবলৈ কাশী, গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু পৰশুৰামকুণ্ডলৈ যায়। তেওঁলোকৰ সমাজত কথিত আছে যে সেই দিনা স্নান কৰি পৰশুৰামে মাতৃ হত্যাৰ দৰে জঘন্য পাপ কৰ্মৰ পৰাও মুক্ত হৈছিল। সেই বিশ্বাসকে আগত ৰাখি নেপালীসকলে যিকোনো পাপ খণ্ডাবলৈ মাঘে সগ্ৰাঁতিৰ দিনা মাঘী স্নান কৰিবলৈ যায়।
- আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পতা 'ধান্য পূৰ্ণিমা'ত যজ্ঞাদি কৰিলে শস্যৰ প্ৰাচুৰ্যতা বাঢ়ে বুলি কৃষকসকলে ভাবে।

গছ-গছনি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

আজাৰ ঃ আজাৰ গছ ঘৰ সজা কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে পৰিয়ালত গৃহকন্দল হয় বুলি ভাবে।

আঁহত ঃ আঁহত গছৰ তলত নেপালীসকলৰ প্ৰধান দেৱতা বিষ্ণুৱে বাস কৰে বুলি ভাবে। সেয়ে এনে গছৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা দেখা যায়।

বৰ ঃ বৰগছত দেৱতাই বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়ে দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ মানসেৰে নেপালীসকলে বৰগছৰ তলত বন্তি জ্বলায়। ইয়াৰ উপৰি বৰগছক দৰা জ্ঞান কৰি আঁহত গছৰ লগত বিবাহ কৰ্ম কৰা লোকবিশ্বাসো তেওঁলোকৰ সমাজত বিদ্যমান।

আঁহত আৰু বেলগছ ঃ আঁহত আৰু বেলগছৰ তলত জল, পুষ্প আগ কৰিলে মনৰ

আশা পূৰণ হয় বুলি ভাবে।

ডিমৰু : ডিমৰুগছৰ তলত ভূত-প্ৰেত থাকে বুলি নেপালীসকলে বিশ্বাস কৰে। সেয়ে শনিবাৰে, মংগলবাৰে তেনে গছৰ তললৈ নাযায়। কোনো কোনো নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এই গছৰ তলত চাকি জ্বলাই ব্যঞ্জন উছৰ্গা কৰি পৰিয়ালৰ মিলা-প্ৰীতি কামনা কৰে।

আম : নেপালীসকলে আম গছক শুভ জ্ঞান কৰে। এই গছত লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে বুলি নেপালী সমাজত বিশ্বাস আছে। সেয়ে যিকোনো পবিত্ৰ কামত কেৰ্ছলোকে আম গছ ব্যৱহাৰ কৰে। লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা দুৱাৰমুখত আম গছৰ পাত আঁৰিলে সকলো বাধা-বিঘিনি আঁতৰি ঘৰলৈ লক্ষ্মী আহে বুলি বিশ্বাস কৰে।

বাঁহ গছ : বাঁহ গছ ভূত-প্ৰেতৰ বাসস্থান বুলি ভাবে। সেইবাবে একাদশী, অমাবস্যা, শনিবাৰ, মঙ্গলবাৰে বাঁহ কাটিব নাপায়।

তুলসী গছ : নিতৌ তুলসী গছৰ তলত প্ৰণাম কৰিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয় বুলি ভাবে আৰু তুলসী দৰ্শন কৰিলে পুণ্য আৰু মোক্ষ দুয়োটাই হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

চতিয়না আৰু কঁঠাল গছ : গাই গৰু আৰু ছাগলীয়ে পোৱালি দিয়াৰ পিছত সৰা জল চতিয়না গছৰ তলত পোতে আৰু কঁঠাল গছৰ আঠা উলিয়াই গছজোপাত আঁৰে। এনে কৰিলে গাখীৰ বেছিকৈ দিয়ে বুলি ভাবে। ঠাই বিশেষে কাঁইটীয়া গছত জল আঁৰিলেও গাখীৰ ওলাই বুলি বিশ্বাস কৰে।

কলগছ : কলগছৰ মাজেদি ভিল ওলালে পৰিয়ালৰ অমংগল হয়। তান্ত্ৰিকসকলে তেনে ভিল পালে অনিষ্টকাৰী কামত ব্যৱহাৰ কৰে বুলি ভাবে।

চৰাই-চিৰিকতি সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস :

কাউৰী : কাউৰীয়ে ঘৰৰ ওচৰে-পাঁজৰে থকা গছৰ শুকান ডালত বহি ৰমলিয়ালে অশুভ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে গছৰ বেলেগ ডালত বহি ৰমলিয়ালে শুভ সংবাদ পায় বুলি নেপালী সমাজত বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। সেয়ে তিহাৰৰ প্ৰথম দিনা (কাক তিহাৰ) বাৰ্তাবাহক দূতৰূপী কাউৰীক পূজা কৰে।

ফেঁচা : ঘৰৰ মূধচত বহি লোভাগ বাতি ফেঁচাই চিয়ঁৰিলে পৰিয়ালৰ অমংগল হয়।

পাৰ : ঘৰত পাৰ চৰাই বেছিকৈ থাকিলে লক্ষ্মীয়ে লগ দিয়ে আৰু সেই পাৰ চৰাই ঘৰ এৰি গুচি গ'লে পৰিয়ালৰ অমংগল হয় বুলি ভাবে।

ঘৰচিৰিকা : ঘৰচিৰিকা ঘৰত ঘৰ ল'লে ভাল আৰু এৰি গুচি গ'লে অমংগল।

শগুন : শগুনক নেপালীসকলে অমংগলৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰে। শগুনে

বাৰীত মল ত্যাগ কৰিলে সেইঘৰ মানুহৰ কিবোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে।

শালিকা : যুৰীয়া শালিকা দেখিলে মনোকামনা সিদ্ধি হয় বুলি ভাবে।

কপৌ : নেপালীসকলৰ মতে কপৌ চৰায়ে ঘৰ ল'লে ঘৰৰ মানুহৰ মৃত্যু হয়।

হুদু : বাৰীত হুদু পৰিলে পৰিয়ালৰ লোকৰ মৃত্যু হয়।

জীৱ-জন্তু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস :

কুকুৰ : তিহাৰৰ দ্বিতীয় দিনা ভগৱানৰ অংশ হিচাপে জ্ঞান কৰি কুকুৰক পূজা কৰে। কুকুৰ ক'ৰবাৰ পৰা আহি ঘৰ ল'লে শুভ লক্ষণ আৰু মাটি খুঁচৰিলে ঘৰৰ কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ আগজাননী দিয়ে বুলি ভাবে। কুকুৰে মাজনিশা বেয়াকৈ ভৌ ভৌ কৈ ভুকিলে মানুহ মৰে বুলি ভাবে।

গাইগৰু : গাইগৰুক লক্ষ্মী জ্ঞান কৰি তিহাৰৰ তৃতীয় দিনা পূজা কৰে। এই কৰ্মত পৰিয়ালৰ মংগল আৰু গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বিশ্বাস নিহিত হৈ আছে। লক্ষ্মী জ্ঞান কৰা বাবে কন্যা দানতো গো-দান কৰা হয়। গাই গৰুক লাথ মাৰিলে, থুৱালে, হাল বালে, পঘাডাল দেও দিলে পাপ হয় বুলি ভাবে।

গৰু : পৰিয়ালৰ মংগল, গো-ধনৰ সমৃদ্ধি আৰু পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল হোৱাৰ বিশ্বাসেৰে তিহাৰৰ চতুৰ্থ দিনা গৰুক পূজা-অৰ্চনা কৰে। ইয়াৰ উপৰি গৰু বান্ধত মৰিলে বান্ধোতাজনেই হত্যাৰ ভাগী হয়। প্ৰায়শ্চিত্ত নকৰালৈকে বান্ধোতাজন অশুচি হৈ থাকে। গৰুৰ নাৰে ভিতিত পঘা পিন্ধি বেৰাই ঘৰে ঘৰে গৈ এসপ্তাহ ভিক্ষা খুজিব লাগে। সেই ভিক্ষা ব্ৰাহ্মণক দান দিলেহে বান্ধোতাজন শুচি হয় বুলি ভাবে।

গৰু আৰু ছাগলী : গৰু বা ছাগলীয়ে পোৱালি দিলে সাত দিনৰ ভিতৰত গাখীৰ খীৰাই ফেঁহ সিজাই সাতটা টোপোলা কৰি দেৱতালৈ অৰ্পণ কৰিলে পোৱালি নোদোকা হয় বুলি ভাবে। মানুহে ফেঁহ খাওঁতে মাটিত পৰিলে গৰু-ছাগলীৰ পোৱালিয়েও মাটি খাই বুলি বিশ্বাস কৰে।

মেকুৰী : মেকুৰীয়ে মিউ মিউকৈ চিয়ঁৰিলে ঘৰত কাজিয়া হয় আৰু কান্দিলে ঘৰৰ সদস্যৰ মৃত্যুৰ আগজাননী দিয়ে। ইয়াৰ উপৰি মেকুৰী মাৰিলে মাৰোঁতাজনৰ হাত কঁপা বেমাৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। যিকোনো শুভ কাৰ্যত মেকুৰী সোমালে সেই কৰ্ম নাঘটে বুলি ভাবি পুনৰ কৰ্মভাগ কৰে।

হাতী : নেপালীসকলে হাতীক মনোকামনা সিদ্ধিৰ প্ৰতীক জ্ঞান কৰে।

জীৱন বৃত্ত সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস :

জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু— এই তিনিটা পৰ্যায়ে জীৱন বৃত্তত নিহিত হৈ আছে। এই পৰ্যায়কেইটা সাৱধানতাৰে অতিক্ৰম কৰোঁতে জনসাধাৰণৰ মাজত কিছু পৰিমাণে লোকবিশ্বাসৰ জন্ম হয়। নেপালী সমাজত এনে লোকবিশ্বাসসমূহ প্ৰচলিত আছে। সেইবিলাক হ'ল—

জন্ম সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

নেপালী সমাজত সন্তানে গৰ্ভত স্থিতি লোৱাৰ পৰাই জন্মৰ লগত জড়িত নানা লোকবিশ্বাস মানি আহিছে। সেইবিলাক এনেধৰণৰ—

- সন্তান সুকলমে ভূমিষ্ঠ হ'বৰ বাবে গৰ্ভাবস্থাৰ পৰাই গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে নানা নিয়ম আৰু বিশ্বাসৰ মাজেৰে দিনবিলাক পাৰ কৰে। গৰ্ভস্থ সন্তানৰ অপায়-অমংগল নহ'বলৈ, ভূত-প্ৰেত বা বাহিৰা বস্তু নলাগিবলৈ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে অনবৰতে লোৰ সামগ্ৰী (গজাল, কটাৰী) লগত ৰাখে।
- গৰ্ভৱতী নাৰীয়ে বাহিৰত কাপোৰ মেলিলে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগে ভিতৰলৈ আনিব লাগে। নহ'লে অপদেৱতা লাগি আহে বুলি ভাবে।
- গৰ্ভৱতী নাৰীয়ে নদী পাৰ হ'ব নাপায়। নদী পাৰ হ'ব লগা হ'লে কেঁচুৱা জন্মৰ সময়ত নাৰীগৰাকীয়ে কষ্ট পায় বুলি বিশ্বাস কৰে। সেয়েহে নদী পাৰ হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে। পাৰ নহ'লেই নহয় তেনেকুৱা কাৰ্যত নদী পাৰ হওঁতে ফুল, চাউল আৰু সিকি অৰ্পণ কৰিহে পাৰ হয়।
- গৰ্ভৱতী নাৰীয়ে গৰু-ছাগলীৰ পঘাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'লে সন্তান জন্মৰ সময়ত বাধা পায় বুলি ভাবে।
- গৰ্ভৱতী নাৰীৰ স্বামীয়ে গুটি লগা গছ কাটিলে গৰ্ভৰ সন্তান নষ্ট হয় বুলি ভাবে। গৰ্ভৱতী তিৰোতা মৃতকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো নিষেধ। কেনেবাকৈ গ'লে গৰ্ভপাত হ'ব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।
- গৰ্ভৱতীৰ স্বামীয়ে সাপ মাৰিব নাপায়। মাৰিলে মাক আৰু সন্তানৰ নাড়ী সাপৰ দৰে মেৰ খাই থাকে বুলি ভাবে। তেনেস্থলত সন্তান গৰ্ভতে নষ্ট হোৱাৰ উপৰি ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ সময়ত মাকে কষ্ট পায়।
- সন্তানসম্ভৱা নাৰীয়ে যিকোনো যজা বস্তু (কল, তামোল) খালে যমজ সন্তান জন্ম হয় বুলি ভাবে।
- ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পিছত প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকক আন্ধাৰ কোঠাত থয়। গধূলি সময়ত আন্ধাৰ কোঠাত এগৰা জুই জ্বলাই ৰাখে। প্ৰসূতিৰ গাৰুৰ তলত লোৰ সামগ্ৰী, সৰিয়হ ৰাখে। মাকৰ পুৰণা কাপোৰ নৱজাতকৰ ওচৰত থয়। এনে নিয়মবোৰ পালিলে প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকক ভূত-প্ৰেত, ডাইনী-যখিনী

আদিয়ে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।

- কাতি মাহত জন্ম হোৱা কেঁচুৱা অশুভ হয়। এনে সন্তানে পিতৃ-মাতৃ-ভাইৰ লগত মিলি থাকিব নোৱাৰে বুলি ভাবে।
- কেঁচুৱা জন্মৰ ছদিনৰ দিনা 'ছইঠী কৰ্ম' কৰা হয়। সেই দিন পুৰোহিতে গো-মূত্ৰ সেচন কৰাই শুচি স্নান কৰি ষষ্ঠীৰ দেৱীৰ পূজা অৰ্থাৎ আৰু ষষ্ঠীদেৱী চিত্ৰগুপ্তৰ পূজা কৰি 'চৰু' কৰে। ছইঠীৰ দিনা মাৰ্কণ্ডেয় বিধাতাই কপালত ভাগ্য লিখে বুলি ভবাৰ কাৰণে সেই দিনা চকি-বস্তি জ্বলাই কলম, বহী নৱজাতকৰ কাষত থৈ দিয়ে।
- 'ছইঠী কৰ্মৰ লগত জড়িত আন এক লোকবিশ্বাসো নেপালী সমাজত প্ৰচলিত। সেই দিনা শিশুটিৰ মূৰৰ সোঁফালে (বীৰৰ ঘৰে) দুটি দলপ থৈ দিয়ে। ইয়াৰ ওপৰত পূৰ্বজন্মৰ চিন স্মৃতি উঠে বুলি লোকসকলে ভাবে।
- ন্বাৰণ (নামকৰণ) দিনা শিশুৰ আগত কিছুমান বস্তু (সোণ, পইচা, মাটি, শিল) ৰাখে। নৱজাতকে যিটোত স্পৰ্শ কৰে ভৱিষ্যতে সেই কৰ্মৰ লগত জড়িত হয় বুলি ভাবে।

বিবাহ সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- বেউলাই (দৰা) বেউলীক (কইনা) আনিবলৈ যাওঁতে দৰাঘৰত এগৰাকী বয়সস্থ মহিলাৰ তত্ত্বাৱধানত দুগছি বন্তি জ্বলাই থোৱা হয়। সেই দিনা কইনা আনিবলৈ নোযোৱা বয়সস্থ মহিলাসকলে ৰতেউলী গাই দৰাঘৰত নিশাটো পাৰ কৰে। দৰাই কইনাক সেন্দুৰ আৰু পতে পিন্ধোৱাৰ লগে লগে দৰাঘৰত জ্বলাই ৰখা বন্তি দুগছি আপোনা-আপুনি সংলগ্ন হৈ যায়। তেতিয়া জ্বলাই ৰখা বন্তি দুগছি নুমাই নাযাবলৈ তেল দি ৰখীয়া হৈ থকা মহিলাগৰাকীয়ে দৰাঘৰৰ সকলোকে সেন্দুৰ, পতে পিন্ধোৱা হ'ল বুলি জনায়। যদি এই চাকি দুগছি কেনেবাকৈ নুমাই যায়, তেতিয়া বৈবাহিক জীৱন সুখৰ নহয় বুলি বিশ্বাস আছে।
- দৰা আৰু কইনাৰ জন্ম বাৰ আৰু মাহত বিবাহ পাতিলে দাম্পত্য জীৱন সুখময় নহয় বুলি ভাবে।
- নেবাৰ সম্প্ৰদায়ে উলহ-মালহেৰে পালন কৰা 'বেলবিয়া'ৰ মাজত কেইটামান লোকবিশ্বাস নিহিত হৈ আছে। তেওঁলোকে কন্যাৰ সাত, ন বা এঘাৰ বছৰত 'বেল' বিয়া পাতে। ইয়াৰ পূৰ্বেই ছোৱালীজনী ঋতুমতী হ'লে মাক-দেউতাক কন্যাৰ ওচৰত ধৰুৱা হৈ থাকে বুলি ভাবে।
- কন্যাদান মহাদান। ছোৱালীক ডাঙৰ-দীঘল কৰি বৰবিয়া দিবলৈ পাৰ বা

নাপায়, সেই কথা চিন্তা কৰি বেলবিয়াতে কন্যাক গোড়া ধুৱাই ভীখ দি কন্যাদানৰ পৰা হাত সাৰে। এই বিশ্বাস জড়িত হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে উলহ-মালহেৰে 'বেল' বিয়া পাতে।

- নেৱাৰ সম্প্ৰদায়ৰ কোনো বিবাহিতা মহিলাই স্বামী ঢুকোৱাৰ পিছতো শিৰত সেন্দুৰ লৈ থাকিব পাৰে বুলি ভাবে। যদিহে সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত 'বেল' বিয়াৰ বেলটো সংৰক্ষণ হৈ থাকে।
- ন-কইনা প্ৰথম শাওণ মাহত স্বামীগৃহত থাকিব নাপায়। সেয়ে শাওণ মাহ সোমোৱাৰ আগতে কইনা মাকৰ ঘৰলৈ যায়। দুদিনমান বা গোটেই শাওণ মাহটো থাকি পুনৰ পতি গৃহলৈ আহে। নেপালীসকলে শাওণ মাহটো 'কাল মাহ' বুলি ভাবে। সেয়ে শাহু আৰু ন-কইনাই প্ৰথম শাওণত একে ঘাটৰ পানী খালে ঘৰলৈ 'কাল' নামি আহে বুলি বিশ্বাস কৰে।
- বিবাহিতা কইনা পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ আহিলে শনিবাৰৰ দিনা মাকক এৰি পতি গৃহলৈ যাব নাপায়। নেপালীসকলে শনিবাৰটো 'খৰবাৰ' বুলি বিশ্বাস কৰে।
- বিয়াৰ আগ দিনা দৰা আৰু কইনা দুয়োৰে ঘৰত নানামুখী (পিতৃ-পুৰুষ) শ্ৰাদ্ধ আৰু গ্ৰহশান্তি কৰে। এনে কাৰ্যৰ দ্বাৰা উপৰিপুৰুষ সন্তুষ্ট হোৱাৰ উপৰি সকলো বাধা-বিঘিনি আঁতৰি বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হয় বুলি ভাবে।
- নানামুখী শ্ৰাদ্ধত পিণ্ডদানৰ দ্বাৰা পিতৃ-পিতামহক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয়। ইয়াৰ অন্তৰালত সন্তান কামনা জড়িত হৈ আছে।
- বৈদিক পদ্ধতিৰে বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন কৰাসকলৰ মাজত গোময়মাতৰ পূজা নপতাকৈ বিবাহ কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে বুলি বিশ্বাস আছে। সেয়ে বিবাহৰ আগ দিনা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা গোময়মাতৰ পূজা পাতি বসুন্ধৰা মাতৃলৈ পূজা আগবঢ়ায়। সেই দিনা মূল দুৱাৰৰ ওপৰত এচটা কাঠত সৰু সৰু গোবৰৰ লাড়ু কৰাই সাত ঠাইত ৰাখে। লাড়ুৰ ওপৰত চুপাৰি, খুচুৰা পইচা আৰু দুবৰি বন লগায়। এনে কৰিলে সকলো বাধা-বিঘিনি খণ্ডন হয় বুলি ভাবে।
- বিবাহৰ আগ দিনা দৰা আৰু কইনা উভয়ৰে ঘৰত অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ কচাৰ (লাড়ু) তৈয়াৰ কৰে। কচাৰ, চাহ, মিঠাই, দৈ, চিৰা আদিৰে নিমন্ত্ৰিত অতিথিক আপ্যায়িত কৰে। অতিথিক দিয়াৰ আগতেই এটা টপৰীত চিৰা আৰু কচাৰ ভৰাই বৰীৰ চুকত আগ কৰে। এনে কৰিলে ভূত-প্ৰেত, অপদেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- গো-দান (গৰু-দান) মহান দান। বিবাহৰ গো-দান কৰাই কইনাই জীৱনত কৰা

সকলো দোষ-ত্ৰুটি খণ্ডন কৰে বুলি বিশ্বাস আছে।

- নেপালীসকলৰ বিশ্বাস মতে চাউল, সৰিয়হ, মাটিমাহ দীৰ্ঘায়ু প্ৰতিবেশী হবা, দৈ, মৌ ৰসে ক্ৰমে ছাল পগা আৰু মিঠা কৰে। সেই বিশ্বাস আগত ৰাখি বিবাহৰ দিনা দৰা-কইনাক দুকুৰাৰে (দৈ, মাটিমাহ, সৰিয়হ, মৌ ৰস, চাউলৰ মিশ্ৰণ) গা ধোৱায়।
- আৰিত (তামৰ এবিধ পাত্ৰ) দান কৰাই তাৰ ভিতৰত সোণ বা কপৰ মোহৰ আৰু চুপাৰি পুকুৱাই যে দানধৰ্ম মঙ্গলাত উৰ্দ্ধৰাই দিয়ে। ইয়াৰ পিছত শাও আৰু ন-কইনাক বৰুকেইপন বিচাৰি উলিয়াবলৈ কয়। এতেনেৰে তিনিবাৰ বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিয়ে। যদি এই কৰ্মত কইনা জিকে তেন্তিয়া সুখী জীৱন দৰে-খানে উপচি পৰে বুলি নেপালী সমাজত বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে।

মৃত্যু সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- মৃত্যুৰ পিছত মৃতকৰ আত্মাই আমনি কৰিব নোৱাৰিব বুলি ক্ৰিয়াপুত্ৰী (মুখাগ্নি) কৰা লোকজনে হাতত লোৰ সামগ্ৰী লৈ ফুৰে।
- মুখাগ্নি কৰা লোকজনে কুকুৰে নুচুবলৈ হাতত এডাল একাৰি লৈ ফুৰে।
- শব দাহ কৰি অহা লোকে বগৰী কাঁইটেৰে দবা ছুইত কৰি সেইকেহে ভিতৰলৈ সোমায়। তেওঁলোকৰ মতে বগৰী কাঁইটে ভূত-প্ৰেত খেদিব পাৰে।
- 'শব' দাহ কৰাৰ পিছত বাৰ বা তেৰ দিনতহে নেপালী সমাজত মুখ্য কাজ পাতে। ইয়াৰ আগত দহ দিনলৈ বাৰীৰ একচুক অস্থায়ী বেদী সাজি তাত পুত্ৰই পিণ্ড দান কৰে। দহ দিনৰ দিনা অস্থায়ী বেদীটো মৰেৰে ভাঙি তাত মাহজাতীয় শস্যৰ বীজ সিঁচি দিয়ে। পৰজন্মত মৃতকে খাব পাৰিব বুলি সেই শস্যবোৰ সিঁচে।
- বাৰ দিনত সপিণ্ড আৰু উত্তৰপাখেয় শ্ৰাদ্ধত অগ্নিপূজা কৰি দুটা পিণ্ড মৃতকৰ নামত উছৰ্গা কৰে। সেই দিনা চাউল আৰু পানীৰেৰে সিজোৱা লাড়ু তিনিটা একেলগ কৰিলে পূৰ্বপুৰুষৰ লগত আত্মাৰ মিলন হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- মুখ্য কাজ নোহোৱালৈকে মৃতকৰ ঘৰৰ লোকে মাটিত খেৰ পাৰি শোৱে। ক্ৰিয়াপুত্ৰীয়ে শোৱা ঠাইডোখৰত অন্য মানুহ সোমাব নোৱাৰাকৈ কপাহ সূতাৰে আৱৰি ৰাখে। এনে কৰিলে মৃতকৰ আত্মাই আমনি কৰিব নোৱাৰে বুলি ভাবে।

যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- মঙলবাৰে দক্ষিণ ফালে যাত্ৰা কৰিলে অমংগল সূচনা কৰে।
- ঘৰৰ পৰা একেলগে একে সময়ত তিনিজন ওলাই যোৱাটো মংগলজনক

নহয় বুলি ভাবে।

- যাত্ৰাৰ সময়ত হাঁচি বা উজুটি খালে বাটত নানা লটিঘটি হয় বুলি ভাবে।
- সাপ আৰু ফেঁকুৰী যাত্ৰাপথৰ সোঁফালৰ পৰা বাঁওফাললৈ পাৰ হ'লে দুৰ্ঘটনা হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ মাজতো এই বিশ্বাস বিদ্যমান।
- যাত্ৰাকালত খালী কলহ আৰু ভৰ্তি কলহ দেখিলে ক্ৰমে আশা পূৰণ নোহোৱা আৰু হোৱাৰ ভাব নিহিত হৈ আছে। সেই গাখীৰ খাই যাত্ৰা কৰিলে যাত্ৰা শুভ হয়। যাত্ৰাকালত হাতী দেখিলে মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি ভাবে। যাত্ৰাপথত জুইৰ ধোঁৱা দেখিলে অমংগল সূচায়।

সপোন সম্পৰ্কীয় লোকবিশ্বাস ঃ

- সপোনত দাঁত সৰিলে মানুহ মৰে। সপোন দেখোতাজনৰ ওপৰ পাৰিৰ দাঁত সৰিলে বয়সত ডেওঁতাকৈ সৰু মানুহ আৰু তলৰ পাৰিৰ দাঁত সৰিলে বয়সত ডেওঁতাকৈ ডাঙৰ মানুহৰ মৃত্যু হয় বুলি ভাবে।
- সপোনত ঘৰ চাফা কৰা, কুকুৰে মাটি খন্দা, কুকুৰে মাজনিশা বেয়াকৈ চিঞৰা, গছ কটা দেখিলে মানুহ মৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।
- সপোনত মৰা মানুহ দেখিলে আয়ুস বৃদ্ধি হয় বুলি ভাবে কিন্তু সপোনটো কৈ দিলে নাফলিয়াই বুলি ভাবি আনৰ আগত নকয়।
- সপোনত ওকণি দেখিলে, মাছ-মাংস খোৱা দেখিলে বেমাৰ হয় বুলি ভাবে।
- সপোনত চাফ-চিকুণ কৰা দেখিলে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মৃত্যু হয় বুলি ভাবে।
- সপোনত দৈ খালে, নৈত সাঁতুৰিলে, হাতী দেখিলে ভাল, কিন্তু ক'লা বস্ত্ৰ দেখিলে বেয়া।

অন্যান্য লোকবিশ্বাস ঃ

- সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ হিকটি আহিলে গাত লৈ থকা কাপোৰৰ পৰা সূতা ছিঙি কপালত দিলেই হিকটি বন্ধ হয় বুলি ভাবে।
- কৌৱাই 'দু দু' কৰিলে বৰ্বৰৰ আগজাননী দিয়ে বুলি ভাবে।
- কিবা খাই থাকোঁতে হাঁচিয়ালে বেমাৰ-আজাৰৰ আগমন বুলি ভাবে। হাঁচিয়াৰ পিছত পানী খাই পুনৰ খালে বেমাৰ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- ৰাতি ঘৰ সাৰি জাবৰ পেলালে লখিমী যায় বুলি বিশ্বাস কৰে।
- দুটা ঝাড়ু লগ লগাই থ'লে স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হয়।
- মহিলাই ডাঙৰকৈ হাঁহিলে, শব্দ কৰি খোজ কাঢ়িলে কুলক্ষণীয়া বুলি ভাবে।
- ভাত খোৱা মজিয়া গোবৰেৰে মচিলেহে জোখা যায় বুলি ভাবে।
- মৌ-মাখি নিজে আহি ঘৰ ল'লে সৌভাগ্য আৰু গ'লে দুৰ্ভাগ্য। বুধবাৰে আহি ঘৰ ল'লে দীৰ্ঘস্থায়ী হয়।
- সুৰীয়া সাপ দেখিলে বস্ত্ৰ পেলাই দি পুনৰ বস্ত্ৰখন আনি ঘৰত থৈ দিলে যিকোনো কাৰ্যত শুভ ফল লাভ কৰে বুলি ভাবে।
- মকৰা গাত পৰিলে নতুন বস্ত্ৰ পিন্ধিবলৈ পায় আৰু জালৰ পৰা তললৈ পৰিলে অতিথিৰ আগমন ঘটে বুলি ভাবে।
- শোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দিশ নিৰ্ণয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান বিশ্বাস মানি চলে। পূবে শিতান ল'লে শ্ৰীবৃদ্ধি, পশ্চিমে কলীয়া, উত্তৰে বাধা-বিঘিনি আৰু দক্ষিণে দীৰ্ঘায়ু হয় বুলি বিশ্বাস।

সামৰণি ঃ সকলো সমাজতে লোকবিশ্বাসৰ ভিত্তি একে, কিন্তু আচাৰ-ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পাৰস্পৰিক ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্নতা থাকিলেও বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱত সমাজ জীৱনৰ লোকবিশ্বাসৰ ভিত্তি এতিয়াও নিঃশেষ হৈ যোৱা নাই। নেপালীসকলৰ লোকমানসত পৰম্পৰাগতভাৱে মানি অহা ধ্যান-ধাৰণা, ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট জীৱন পৰম্পৰাৰ মাজত লোকবিশ্বাসসমূহ স্বকীয়তাৰে প্ৰচলন হৈ আছে। এইবিলাক পোহৰলৈ আনিব পাৰিলে নেপালীসকলৰ লোকমনৰ পৰিচয় পোৱাৰ লগতে লোকজীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবিখনো উদ্ভাসিত হৈ উঠিব।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

ক্যাগয়ুং, ৰঘুনাথ ঃ *পাঞ্চজন্য বাৰ্ষিক শৈক্ষিক গৱেষণা পত্ৰিকা (চতুৰ্থ)* শিৱসাগৰ মাণ্ডলিক সমিতি, অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা, ২০১৩

ছেত্ৰী, শোভিত কুমাৰঃ *নেপালী লোকসংস্কৃতি*, কাবেং প্ৰকাশন, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০০৯

ছেত্ৰী, মনবাহাদুৰ ঃ *অসমীয়া নেপালী সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা* প্ৰকাশন, অসম সাহিত্য সভা, ১৯৮৩

নেপাল, ক্ষেমৰাজ ঃ *অসমীয়া নেপালী জনজীৱন* বসন্ত স্মৃতি সংস্থান, ২০০৭

নেৱাৰ, গায়ত্ৰী ঃ *অসমৰ নেপালীসকলৰ সাংস্কৃতিক আভাস* জাগৰণ সাহিত্য প্ৰকাশন, পাণবজাৰ, গুৱাহাটী

শৰ্মা, বিষ্ণুলাল ঃ *অসমীয়া নেপালী মানুহৰ ইতিবৃত্ত* কৌস্তুভ প্ৰকাশন, ২০০৮

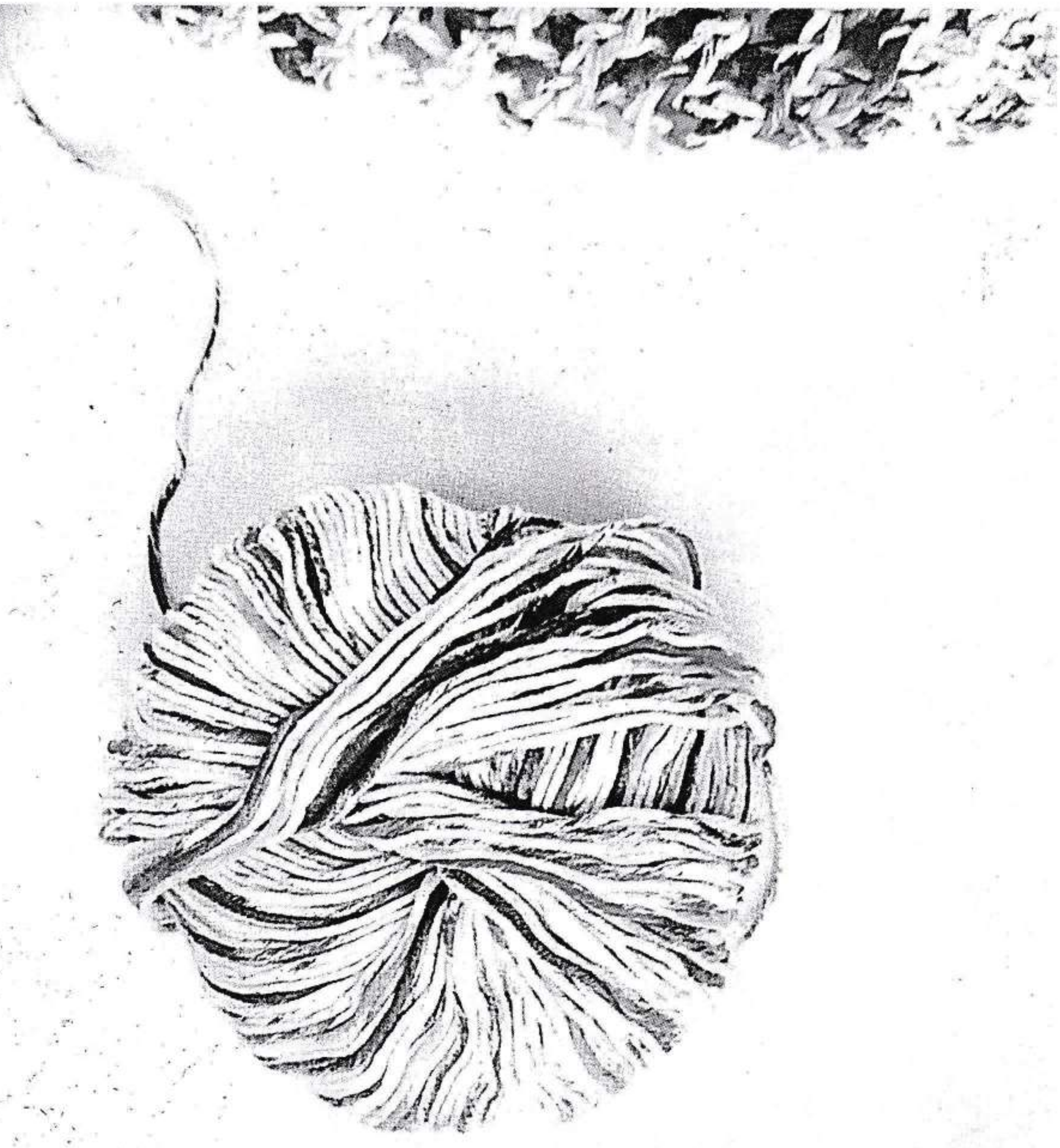

গল্প প্ৰসংগ

সম্পাদনা

নীলিমা শেনচোৱা | বিনি শইকীয়া

Galpa Prasanga
A collection of articles edited by Nilima Senchowa and Bini Saikia published by Purbayon Publication, Satmile, Guwahati- 14
Edition: November, 2018 Price : Rs. 180/-

ISBN- 978-93-87263-95-6

গল্প প্ৰসংগ

প্ৰকাশকঃ পূৰ্বায়ণ প্ৰকাশন
সাতমাইল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত
গুৱাহাটী-১৪, অসম
Email- purbayonindia21@gmail.com
website: www.purbayonpublication.com
✆ ৯৮৬৪৪২২১৫৭

প্ৰথম প্ৰকাশঃ নৱেম্বৰ, ২০১৮

মূল্যঃ ১৮০/-

বেটুপাতঃ সঞ্জীৱ বৰা

গ্ৰন্থস্বত্বঃ সম্পাদিকা

সূচীপত্ৰ

লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ চুটিগল্প ঃ এটি পৰ্যালোচনা /৯
✍ পংখীপ্ৰিয়া শৰ্মা
চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্প- এক চমু অৱলোকন /১৬
✍ দীপিকা বৰুৱা
গল্পকাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য্য /২১
✍ ৰুণুমী সোণোৱাল
যোগেশ দাসৰ গল্প - এক সম্যক আলোচনা /৩৪
✍ নীলাক্ষি মহন্ত
ৰামধেনু যুগৰ গল্পকাৰ মহিম বৰাৰ গল্প ঃ বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ /৪৩
✍ ৰুবী দাস
সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প ঃ এক আলোকপাত /৫২
✍ ড° নিতু চহৰীয়া
ৰামধেনু যুগৰ চুটিগল্পকাৰ ড° ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া /৬২
✍ মৌচুমী দত্ত বৰুৱা
হোমেন বৰগোহাঞিৰ চুটিগল্প ঃ এটি চমু আলোকপাত /৬৯
✍ মৃদুল দহোটীয়া
হোমেন বৰগোহাঞিৰ 'হাতী' ঃ এটি পৰ্য্যালোচনা /৭৫
✍ দীপা ৰাণী দাস

স্নেহ দেৱীৰ চুটিগল্পত চিত্ৰিত নাৰী চৰিত্ৰ ঃ এটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন /৮০
✍গীতিমণি হাতীমূৰীয়া
লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ গল্প /৮৮
✍পৰিস্মীতা গগৈ
নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ গল্প /৯২
✍বিনি শইকীয়া
শীলভদ্ৰৰ চুটিগল্প /১০৪
✍নীহাৰিকা ফুকন
মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ গল্প /১১১
✍পল্লৱী আৰন্ধৰা
নগেন শইকীয়াৰ চুটিগল্প ঃ এটি অৱলোকন /১১৫
✍অসীমা গায়ন
'অপৰিচিতা'ৰে পৰিচিতি লাভ কৰা গল্পকাৰজন /১২১
✍ড° বৰ্ণালী বড়া
ৰামধেনু যুগৰ মহিলা গল্পকাৰ প্ৰবীণা শইকীয়া /১৩৪
✍নিলিমা শেনচোৱা
অৰূপা পটংগীয়া কলিতাৰ গল্প /১৪১
✍ড° লিপিমণি দত্ত
য়েছে দৰজে ঠংচিৰ চুটিগল্প ঃ এটি সমীক্ষা /১৪৮
✍ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ
সংকীৰ্ণ গণ্ডীক অতিক্ৰম কৰা পূৰবী বৰমুদৈৰ গল্প /১৫৯
(পূৰবী বৰমুদৈৰ নিৰ্বাচিত গল্প'ৰ তৃতীয় খণ্ডৰ আধাৰত)
✍সিদ্ধাৰ্থ গোস্বামী

য়েছে দৰজে ঠংচিৰ চুটিগল্প ঃ এটি সমীক্ষা

ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ*

প্ৰস্তাৱনা ঃ

সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত লেখক হ'ল য়েছে দৰজে ঠংচি। সাহিত্যৰ জগতখনত তেখেত গল্পকাৰ আৰু ঔপন্যাসিক হিচাপে জনপ্ৰিয় যদিও কবিতা আৰু সাধুৰ শিতানতো তেওঁ হাত বুলাইছে। ছাত্ৰ অৱস্থাতে কবিতাৰে লেখা আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তাৰ পৰৱৰ্তী কালত দীঘলীয়া সময় মৌন হৈ ৰৈছে। এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত লেখকজনৰ চকুত লগা বা চমক লগা তেনেকুৱা কোনোধৰণৰ সৃষ্টিশীল গদ্য আমি নেপাওঁ। কিন্তু ১৯৮১ চন মানৰ পৰা সঘনাইভাৱে গল্প আৰু উপন্যাস ৰচনা কৰি লেখক হিচাপে পৰিচিত হয়। একৈশ শতিকা মানতহে তেওঁ লেখক সত্তাটোৰে প্ৰতিষ্ঠা লভিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে একৈশ দশকত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা খিনিক সাম্প্ৰতিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব। বয়সৰ তুলনাত বিংশ শতিকাৰ লেখকৰ থূলৰ মানুহ যদিও প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে একৈশ শতিকাতহে। গতিকে এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁক সাম্প্ৰতিক কালৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত গল্পকাৰ বা উপন্যাসিক হিচাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব পাৰি।

অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ জীগাঁৱত এইজনা সাহিত্যিকৰ জন্ম। জন্মভূমিৰ বহু কথাই তেওঁৰ ৰচনাত ঠাই পাইছে। তেখেতৰ উল্লেখনীয় ৰচনাসমূহ হ'ল- উপন্যাস ঃ চনম (১৯৮১), লিঙৱিক (১৯৮৩), মৌন ওঁঠ মুখৰ হৃদয় (২০০০), শৱ কটা মানুহ (২০০৪), মিছিং (২০০৮)। গল্প সংকলন কেইখন হ'ল- পাপৰ পুখুৰী (২০০০), বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ (২০০৫), অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা (২০০৯)। সাধুকথাৰ পুথি- কামেং সীমান্ত সাধু (১৯৭৬)। 'পাপৰ পুখুৰী' গল্প সংকলনৰ বাবে ২০০১ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা বঁটা লাভ কৰে। 'মৌন ওঁঠ মুখৰ হৃদয়' উপন্যাসৰ বাবে ভাৰতীয় ভাষা পৰিষদৰ পৰা ২০০৪ চনত 'ভাৰতী সন্মান' ৰূপে স্বীকৃতি পায়। ২০০৫ চনত একে নামৰ উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰে। শেহতীয়াকৈ চিংথু প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে প্ৰদান কৰা ২০১৮ বৰ্ষৰ ৰংবং তেৰাং 'সমন্বয়' বঁটা আৰু উইলিয়াম মেগৰ শৈক্ষিক ন্যাসৰ 'অসম উপত্যকা' বঁটা লাভ কৰে।

*সহকাৰী অধ্যাপিকা, অসমীয়া বিভাগ,নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়।

আমাৰ আলোচনাত লেখকজনৰ গল্পসমূহৰহে এক সম্যক আলোচনা দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তেখেতৰ পাপৰ পুখুৰী, বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ, অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা তিনিওখন সংকলনত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা আটাইবোৰ গল্পকে সামৰি এই আলোচনা আগবঢ়োৱা হৈছে।

পাপৰ পুখুৰী ঃ

পাপৰ পুখুৰী ঠংচিৰ প্ৰথম গল্প সংকলন। সংকলনখনত অন্তৰ্ভুক্ত যোল্লটা গল্পৰ বেছিভাগ গল্পই বিভিন্ন আলোচনীত পূৰ্বেই প্ৰকাশিত। প্ৰথম প্ৰকাশিত সংকলন হিচাপে 'পাপৰ পুখুৰী' যথেষ্ট উন্নতমানৰ। সংকলনখনৰ প্ৰথম গল্প 'গাৰ্ড'ত এজন নিষ্ঠাৱান, দায়িত্বশীল, কৰ্তব্যপৰায়ণ, সচেতন বনকৰ্মী গোমচেঙৰ বন্যপ্ৰীতি প্ৰকাশ পাইছে। ল'ৰালি কালত দেউতাকৰ লগত চিকাৰলৈ গৈ চিকাৰৰ বলী হৈ মৃত্যু সৈতে যুঁজি থকা হৰিণীজনীৰ অসহায় অৱস্থাই গোমচেঙক এই চাকৰিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল। গোমচেঙৰ বিপৰীতে অন্য এচাম বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষকৰ সুবিধাবাদী আৰু মুখাপিক্ষা চৰিত্ৰক গল্পটোত উদঙাই দেখুৱাইছে। এনে অপশক্তিৰ ওচৰত নিষ্ঠাৱান কৰ্মী গোমচেং তিষ্ঠি থাকিব পৰা নাই।

জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেমেই হৈছে 'এজনী শৰণাৰ্থী বুঢ়ীৰ অন্তিম ইচ্ছা' গল্পৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু। যুদ্ধৰ ভয়াবহতাৰ বাবে গিৰমু বুঢ়ীক জন্মভূমিত থাকিবলৈ নিদি ভতিজাক দৰচাঙে লগত লৈ গৈ দুয়ো শৰণাৰ্থী শিবিৰত দিন কটাইছে। শৰণাৰ্থী হৈ পাৰ কৰা সময়বোৰ গিৰমু বুঢ়ীৰ বাবে বৰ কষ্টকৰ আৰু অপমানজনকো। জন্মভূমিলৈ উভতাই আনিবলৈ সদায় দৰচাঙক খাটনি ধৰা গিৰমু বুঢ়ীয়ে শৰণাৰ্থী শিবিৰতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা দৃশ্যই পাঠক সমাজৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰি গৈছে।

'স্মোক ছিগনেল' গল্পটোৰ পৰিণতি দুঃখবহ। নিকজা তাচুকৰ কৰ্মব্যস্ত জীৱনত ড্ৰপিং জ'নত থাকি উৰাজাহাজৰ স্মোক ছিগনেল চাই চাই গতানুগতিক দিন পাৰ কৰোঁতে তেওঁ জীৱনৰ আনন্দ মুহূৰ্তবোৰ হেৰাই গ'ল। কৰ্মতে সোঁভৰিটো হেৰুৱাত তেওঁৰ অসহায় পংগু জীৱনলৈ নামি অহা অন্ধকাৰে পাঠকৰ মনত দুখানুভূতিৰ সৃষ্টি কৰিছে।

আধুনিক শিক্ষাই অকামিলা আৰু শ্ৰমবিমুখ কৰি তোলা নৱপ্ৰজন্মৰ এটা চৰিত্ৰৰ

চিত্ৰ 'যাত্ৰা' গল্পটোত প্ৰদৰ্শিত হৈছে। চৰকাৰী উচ্চ বিষয়াই পিঠিত বোজা কঢ়িয়ালে সন্মান হানি হ'ব বুলি ভাবিছে। সেই বোজাটো দেউতাকে কঢ়িয়াই লৈ যোৱাত কৰ্মবিমুখ হৈ পৰা পুতেক পিতৃৰ ওচৰত সহজ হ'ব পৰা নাই। শিক্ষিত চৰকাৰী উচ্চ বিষয়াই অহংকাৰত গদ্‌গদ্ হৈ নিজৰ অতীত আৰু দেউতাকৰ পৰিশ্ৰমী জীৱনটোৰ কথা এবাৰো অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই।

'বিপদত তিনি পক্ষ' গল্পটোত অৰুণাচলৰ গ্ৰাম্য সমাজৰ এক সংঘাতময় পৰিস্থিতি চিত্ৰিত হৈছে। য়োমদো তাদাক, ৰুই, মাঙফাৰ দৰে সহজ সৰল জনজাতীয় মানুহখিনিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাত, সমস্যা, মোকাবিলা আৰু নতুন শাসন ব্যৱস্থাই গল্পটোৰ মূল উপাদান।

ৰাজনৈতিক সীমাই ভাগ ভাগ কৰা একে নগা গোষ্ঠী মানুহৰ মাজত অন্তঃদ্বন্দ্ব, স্বাধীন নগাভূমিৰ স্বপ্ন দেখা এদল নগা যুৱকৰ কাম-কাজত অস্থিৰ হৈ উঠা এক সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিৱেশ, ৰামচু বুঢ়াৰ দুখবোধৰ লগতে মানসিক দ্বন্দ্বৰ প্ৰতিচ্ছবিখনো 'ইয়াত সীমা নাছিল' গল্পটোত প্ৰতিফলিত হৈছে।

আপেলক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা আপেল বুঢ়াৰ সহজ সৰল জীৱন কাহিনীত দুষ্টচক্ৰই আঘাত সানি কেনেকৈ হতাশা নমাইছে তাক বৰ্ণনা কৰাই 'আপেল বুঢ়া' গল্পৰ মূল উদ্দেশ্য। সদায় আপোন বুলি ভবা মানুহবোৰে দুষ্টচক্ৰান্তত পৰি সময়ত পৰ মানুহৰ দৰে আচৰণ কৰি বুঢ়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা দৃশ্য গল্পটোত সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে।

'এলাগী তাচপাত'ৰ মাজেৰে মধ্যবিত্ত জীৱনত আধুনিকতাই স্পৰ্শ কৰি যোৱা বস্তুবাদী সমাজৰ চিত্ৰখন প্ৰতিফলিত হৈছে। দায়িত্ব, কৰ্তব্য এইবিলাক আওকাণ কৰি কেৱল ভোগবাদী চিন্তাত নিমগ্ন হৈ থকাৰ পৰিণতি কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে তাৰেই উদাহৰণস্বৰূপ এই গল্পটো।

সপোনত প্ৰেম, কল্পনা আৰু নিৰাশাই আৱৰি ধৰা জ্যোতি দুৱৰাৰ মানসিক অৱস্থাৰ চিত্ৰায়ণেই হৈছে 'চিকাৰ' গল্পৰ মূল বিষয়।

'এখন অদৃশ্য জগতলৈ' গল্পটোৰ কাহিনী নিৰ্মাণত জনগোষ্ঠীয় লোকসমাজত প্ৰচলিত লোককথাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। লেখকৰ আন গল্পবিলাকতকৈ এই গল্পটোৰ বিষয়বস্তু অগতানুগতিক। কল্পনা আৰু বাস্তৱক একত্ৰিত কৰি গল্পটোত সাহিত্য ৰূপ দিছে। এনে অধিবাস্তৱবাদ থকা বহু কাহিনীৰ অন্তৰালত বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যতা থাকিবও পাৰে, ই বিচাৰ্য বিষয়।

ঠংচিৰ সৰহভাগ গল্পতে কন্যা মূল্য খোৱা প্ৰথাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। 'কোনো খেদ নাই' গল্পটোত এই প্ৰথাৰ এক ভয়াবহ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে। আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত বাচাপে য়ামাৰ সপোন ধূলিসাৎ কৰিছে। বাচাপৰ এনে বিশ্বাসঘাতকতাত

য়ামাই আক্ষেপ নকৰি নিজৰ ভাগ্যৰ লগতে ডনিপ'লত বিশ্বাস ৰাখিছে। য়ামাৰ কষ্টকৰ জীৱনৰ কৰুণ পৰিণতিয়ে পাঠকৰ অন্তৰত দুখানুভূতিৰ সৃষ্টি কৰিছে।

প্ৰেম, প্ৰতাৰণা, সমাজ পৰিৱৰ্তন, ভাগ্যৰ বিড়ম্বনা আদি সমকালৰ অনেক বাস্তৱ সত্যক 'শিলত গজা বেগুণীয়াৰ সৈতে' গল্পত প্ৰকাশ কৰিছে।

এজন নিম্নবৰ্গ কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মজীৱনৰ অনুভূতিৰ মূৰ্ত প্ৰকাশ ঘটিছে 'সেৱা পুৰস্কাৰ' গল্পত। সভ্যতাৰ উন্নতিৰ লগে লগে কটকী পদটো বৰ্তমান যুগৰ লগত, প্ৰশাসনৰ লগত খাপ নোখোৱা আওপুৰণি যন্ত্ৰ হৈ পৰিল, অথচ সেইসকল ব্যক্তিয়েই ভেটি গঢ়োঁতা। নতুন চামে ইয়াৰ মূল্য আৰু সন্মান দিব নোখোজে। তাজাঙৰ কটকী জীৱন কাহিনীয়ে হৈছে ইয়াৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন।

'দাপোণ' শীৰ্ষক গল্পটোত ৰাংদান নামৰ এজনী গাভৰুৰ বেদনাবিধুৰ জীৱনৰ এটি অধ্যায় বৰ্ণিত হৈছে। অপূৰ্ব সুন্দৰী ৰাংদান গাঁৱৰ উদণ্ড যুৱক চিম্বুৰ হাতত নিৰ্যাতিত হোৱাত তাই অপেচৰী সদৃশ চেহেৰা নোহোৱা হৈছে। উমি উমি জ্বলি থকা ওক কাঠৰ ৰঙা অঙঠাত চিম্বুয়ে মুখখন চেপি ধৰাত ৰাংদানৰ মুখখন বিভৎস হৈ পৰিল। মাষ্টৰ বাবুৰ ঘৰলৈ অনা দাপোনত তাই কুৎসিত মুখখন দেখি দুখ-বেদনাত তাই জীয়াই থকা সাহসকণ হেৰুৱাই আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছে।

'ৰঙাকোট' গল্পত এহাতেদি চৰকাৰী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ, মন্ত্ৰী আমোলাৰ স্বেচ্ছাচাৰী মনোভাব আৰু আনহাতেদি চৰকাৰী নিৰ্দেশ আৰু প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত অভ্যস্ত হ'ব নোৱৰা সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ চৰকাৰ বিৰোধী অৱস্থানৰ চিত্ৰ প্ৰদৰ্শিত হৈছে।

পূৰ্বজন্মৰ কৰ্মফল বুলি বিশ্বাস কৰা কুষ্ঠৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলৰ জীৱনকাহিনী 'পাপৰ পুখুৰী' গল্পত বৰ্ণিত হৈছে। লোকবিশ্বাস আধাৰিত গল্পটোৰ মতে কুষ্ঠৰোগ এক সোঁচৰা ব্যাধি। সেয়েহে ৰোগাক্ৰান্ত লোকসকলক গাঁৱৰ পৰা আঁতৰত 'লেপ্ৰচি চেনিটেৰিয়ামত' ৰাখিছে। ডাঃ ৰাংদি লামাই এইসকল লোকৰ লগত মিলি তেওঁৰ মানৱসেৱাৰ পৰিচয় দি এই ৰোগ যে সোঁচৰা নহয় তাক জনাই দিছে। গল্পটোৰ শেষত কৰ্মফল আৰু বিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তে মানৱতাৰ জয় ঘোষণা কৰিছে।

বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ ঃ

ঠংচিৰ দ্বিতীয়খন গল্প সংকলন 'বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ' প্ৰকাশ পায় ২০০৫ চনত। সংকলনটিত 'বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ', 'ৰঙা তৰাৰ আহ্বান', 'একাকী বিলাস', 'মাৰ্চ এনডিং', 'দুচিনৰ দিনা 'আইতাৰ দাবী', 'সাঁথৰৰ দৰে দুজন সুহৃদ', 'কেশ-শপথ', 'মৰম', 'আতংকবাদীসকলৰ আইমনেপোসকল', 'ধুমুহা অহাৰ সংকেত', 'পাহাৰৰ ছাঁ', 'অধিকাৰ', 'আক্ৰান্ত'কে ধৰি মুঠ পোন্ধৰটা গল্প সৈতে এক উজাগৰী নিশা' আৰু 'এজন মহাপুৰুষ', সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। ইয়াৰে প্ৰথম গল্প 'বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ'ত লোকবিশ্বাসৰ ভিত্তিত নিচি

সমাজত গঢ় লৈ উঠা কিছুমান সংস্কাৰ বৰ্ণনা কৰিছে। এই সমাজ সংস্কাৰৰ মূল সাক্ষী হৈছে মাতুং বুঢ়া। বাঁহ ফুলাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই অমঙ্গলে দেখা দিয়া, গাঁও উচন হোৱা, মহামাৰীয়ে দেখা দিয়া আদি বিশ্বাসবোৰ নিচি সমাজত প্ৰচলিত হৈ অহাটো মাতুং বুঢ়াৰ কথাৰ পৰাই জানিব পাৰি-

"এয়া বাঁহফুল আকৌ ফুলিছে, আপদীয় বাঁহফুল, মানুহৰ ওপৰত এতিয়া এন্দুৰৰ ৰাজত্ব চলিব, ধান, মাকৈ, মাৰুৱা চব খাই শেষ কৰিব। মানুহ নাখাই মৰিব। বেমাৰ হৈ মৰিব। গাঁৱৰ পাছত গাঁও চাৰখাৰ হ'ব। বিপদ আহিছে, বিপদ। চাৰিওফালে বিপদ।" (বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ, পৃ. ৬) বাঁহফুল আৰু এন্দুৰ বেমাৰৰ লগত মাতুংবুঢ়াৰ এক অতীত জড়িত হৈ আছে। বাঁহ ফুলিলে এন্দুৰ বেমাৰ হয় আৰু এই বেমাৰত চাৰি-পাঁচ দিনতে মানুহ মৰে। ই সোঁচৰা, গতিকে এনে বেমাৰীক ঘৰৰ সৈতে জ্বলাই দিয়া হয়। মাতুং বুঢ়াই হাজাৰ বেমাৰীৰ লগতে নিজৰ আত্মীয়কো ঘৰৰ সৈতে পুৰি মাৰিছে। বুঢ়া বয়সত এন্দুৰ বেমাৰ হৈছে বুলি ভাবি ভৱিষ্যতে নিচি গোষ্ঠীক ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ মানসেৰে নিজে ঘৰ জ্বলাই জ্বলি মৰিছে।

'দনিপ'ল'ক পূজা কৰা মিকেন ৰিবা পৰিয়ালৰ এক পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক কাহিনী 'ৰঙা তৰাৰ আহ্বান' নামৰ গল্পটোত বৰ্ণিত হৈছে। বাচা অঞ্চলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ন্যিবু (পুৰোহিত) টোমি ৰিবা আৰু য়াতেৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মিকেন ৰিবা স্বামী বিবেকানন্দৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া। তেওঁলোকৰ ঘৰখনে যিকোনো বিনিময়ত নিজৰ জনজাতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। সেইবাবে নিজ ধৰ্ম এৰি অন্য ধৰ্মত দীক্ষিত হোৱা ছোৱালীক (প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকা স্বত্তেও) মাক-দেউতাকৰ কথা শুনি মিকেনে বিয়া নকৰালে। খ্ৰীষ্টান অফিছাৰ এজনলৈ পলাই যোৱা বায়েকৰ লগতো মাক-দেউতাকে সম্পৰ্ক ৰখা নাই। দেউতাকৰ অবৰ্তমানতো মাক আৰু মিকেনে দনিপ'লক পূজা কৰা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত সেইগৰাকী মাতৃৰ মনলৈ 'ৰঙা তৰাৰ আহ্বানে' পৰিৱৰ্তন অনা দেখি মিকেন আচৰিত হৈছে। মিছনেৰীসকলে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কাৰ্য্যত সফলতা লাভ কৰিছে। মনৰ পৰিৱৰ্তন, অস্তিত্বৰ সংকটময় অৱস্থা, ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ ফলত পৰম্পৰাগত স্বধৰ্ম দনিপ'লৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য্য। এই সংকট আঁতৰাব নোৱাৰিলে অৰুণাচলবাসীয়ে নিজৰ জাতীয় বৈশিষ্ট্য হেৰুৱাই পৰধৰ্ম, পৰসংস্কৃতিৰ বাহক হৈ পৰাটো ধ্ৰুৱ।

'একাকী বিলাস' গল্পটো অন্তৰ্মুখী এজন চাকৰিয়াল ব্যক্তিৰ মনৰ কথাৰে ভৰপূৰ। সঘনাই বদলি হওঁতে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বাবে তেওঁ পৰিয়ালক ঘৰত থৈ অকলশৰীয়া বিলাসী জীৱন কটাইছে। বিলাসপূৰ্ণ অকলশৰীয়া জীৱনত তেওঁ কৰা কামবিলাকত আত্মসন্তুষ্টি লভিছে। কিন্তু এই বিলাস বেছি দিনৰ নহয়। ব্যক্তিজনৰ কামকাজত বাৰ্ধক্যৰ

পৰিচয় ফুটি উঠাৰ বাবে পত্নীয়ে ভলণ্টিয়াৰ পেন্সন লবলৈ কৈছে অন্যথা পৰিবাৰ লগত থকা সিদ্ধান্তৰে তেওঁৰ একাকী জীৱনৰ ওৰ পৰিছে।

নিচি অঞ্চলৰ প্ৰগতিৰ বাবে অহা আঁচনিবোৰ আঞ্চলিক বৈষম্যৰ বাবে হৈ নুঠা, আঁচনিবোৰৰ লগত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সৰ্বস্তৰলৈ বিয়পি পৰা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ দুৰ্নীতি, বিত্তীয় বছৰৰ শেষ মাহ মাৰ্চ অহা লগে লগে নিচি ঠিকাদাৰসকলে ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা বিল আদায় কৰিবলৈ জিৰোলৈ আগমন, জিৰোত ঠিকাদাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক কৰা সেৱা-শুশ্ৰূষা, খোৱা-বোৱা, থকা-মেলাৰ বিনিময়ত আপাটানিসকলে ঠিকাদাৰসকলৰ পৰা সমুদায় টকা আদায় কৰি লোৱা, প্ৰগতিৰ বাবে অহা আঁচনিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে একেবোৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহ'বৰ বাবে বিভিন্ন দ'ল-সংগঠনক বুজোৱা হৈছে যদিও আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ নোহোৱা আদি কথাবোৰেই 'মাৰ্চ এনডিং' গল্পত বৰ্ণনা কৰিছে। বেডিয়া টানাক মূল চৰিত্ৰ হিচাপে লৈ 'মাৰ্চ এনডিং' গল্পৰ কাহিনীভাগ সজীৱ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে।

'আইতাৰ দাবী' গল্পত নিচি সমাজত প্ৰচলিত কন্যাৰ মূল্য খোৱা প্ৰথা আৰু নাতিনীয়েক মেচামৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰমে স্থান পাইছে। সৰুতে মাক ঢুকোৱাৰ বাবে আইতাকে মেচামক চোৱাচিতা কৰিছিল। ডাঙৰ হ'লত মেচামে অজন জাতীয় এজনৰ লগত বিয়া সোমোৱাত আইতাকে সদায় তাইক মূল্য দিবলৈ কৈছিল। আইতাকৰ দাবীত মেচামে এদিন দেউতাকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ মূল্য দিলে। ভোজভাতত আইতাকক নেদেখি মাংসৰ টোপোলা লৈ মেচাম আইতাকৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাতহে মূল্য খাব বিচৰাৰ অন্তৰালত সোমাই থকা প্ৰকৃত ৰহস্য উদ্‌ঘাটন হ'ল। তেতিয়াহে মেচামৰ প্ৰতি থকা আইতাকৰ অফুৰন্ত মৰমৰ কথা তাই জানিব পাৰিছে।

'সাঁথৰৰ দৰে দুজন সুহৃদ' গল্পত আপাটানি জনজাতিৰ দুটা প্ৰধান ফৈদ গুথ্য আৰু গ্যচিৰ মাজত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষই স্থান পাইছে। এই সংঘৰ্ষৰ মূল নেতা হৈছে দুটা জনজাতিৰ দুজন ব্যক্তি (দসু ৰিকা আৰু নানী টায়ে) আৰু দুয়োজনেই কলেজীয়া দিনৰ ভাল বন্ধু। সংঘৰ্ষৰ মূল কাৰণ হ'ল গ্যথ জনজাতিৰ নানী টায়ে লিখা ডিক্সনেৰিত 'আঃ তিতেমেটৰি' শব্দটোৰ অৰ্থ গ্যচিবিলাকক নীচ জাতি বুলি অপমান কৰা কাৰ্য্যত। অনা সময়ত দুয়োজন বন্ধুৰ মাজত এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক কিন্তু 'আঃ তিতেমেটৰি' শব্দটোৰ কথা ওলালেই দুয়োজন হৈ পৰে শত্ৰু। শেহত সেই শত্ৰুতাই হিংসাত্মক ৰূপ লৈ দুয়োটা ফৈদৰ মাজত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে।

'কেশ-শপথ' গল্পৰ মাজেৰে পূৰ্বপুৰুষৰ ৰীতি-নীতি ধৰি ৰাখিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টা আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ কূটনৈতিক কলাকৌশল ব্যংগ ৰূপত উদঙাই দেখুৱাইছে। ক্ষমতাৰ মোহত পৰি নিজৰ জনজাতিৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক পদুম (মতা মানুহৰ চুলিৰ

খোপা) আৰু ব্যোপা (বেতৰ টুপী) ত্যাগ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা তাবিন য়াংফো কথা গল্পটোত বৰ্ণনা কৰিছে। আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত জেদাজেদি কথাতে পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিক জলাঞ্জলি দি চুলি কাটি জয়ী হৈ তাবিন য়াংফোয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ দখল কৰিছে, অন্যহাতে জীয়েক বিনিৰ মনৰ আশা মনতে মাৰ গৈছে।

'মৰম' গল্পৰ মাজেৰে গোৰোং বুঢ়াৰ জন্তুৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম প্ৰকাশ পাইছে। গ্ৰামীণ বিকাশ যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰে আধা চৰকাৰী অনুধান আৰু আধা বেংকৰ ঋণত ঘোঁৰা দিয়াত গোৰোং বুঢ়াই লাভ কৰিছিল এজনী ঘোঁৰা। বুঢ়াই উপাৰ্জন কৰি ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ সলনি ঘৰতে ঘোঁৰাজনী বহুৱাই ৰাখি মৰমতে নাম দিছিল মিলোং। সময়ত মিলোঙে পোৱালি এটা জন্ম দিয়াত সিও বুঢ়াৰ চিৰস্থায়ী মূৰৰ বোজা হৈ পৰিল। মিলোং আৰু পোৱালিটোৱে খেতি-বাৰী নষ্ট কৰাত গাঁৱৰ ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈ গোৰোং বঢ়াৰ ঘৰত আপত্তি দিলেহি। সঘনাই দিয়া আপত্তি আৰু ককৰ্থনাত এদিন বুঢ়াই মিলোং আৰু পোৱালিটোক দূৰৰ হাবিত এৰি আহিল। পিছমুহূৰ্ততে দুয়োটা ঘৰ আহি ওলালহি। এইবাৰ বুতী বুঢ়ীয়ে দুয়োটাকে বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো পুনৰ ঘৰ আহি ওলাল। বাৰে বাৰে খেদি দিয়া স্বত্বেও মিলোং আৰু পোৱালিটো ঘৰলৈ ঘূৰি অহা, বিক্ৰেতাক পইচা ঘূৰাই দি মিলোঙ আৰু পোৱালিটোক পুনৰ কিনি লোৱা, বুঢ়াই দুৰ্ভোগ জীৱন লাভ কৰা, চৰকাৰৰ পৰা সুতে-মূলে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ জাননী অহা সত্বেও মিলোঙক কামত নলগোৱা কাৰ্যই গোৰোঙৰ জন্তুৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ প্ৰতিচ্ছবিখনেই উজলি উঠিছে।

'দুচিনৰ দিনা আইমনেপোসকল' গল্পত এগৰাকী বিধৱা নাৰী (লজোম)ৰ বিতৃষ্ণা আৰু বিৰক্তি ভাব প্ৰকাশ পাইছে। গল্পটোত এখন পাহাৰীয়া মহায়ান পন্থী তিব্বতীয় তান্ত্ৰিক বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী জনজাতিৰ গাঁৱত দুচিনৰ দিনৰ কথা কৈছে। দুচিন মানে তিব্বতীয় কেলেণ্ডাৰৰ অষ্টমী, পূৰ্ণিমা বা অমাৱস্যা। সেই তিনিদিন পবিত্ৰ দিন হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁলোকে চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা, জীৱহত্যা কৰা, ঘৰ-দুৱাৰ সজা, চাফ-চিকুণ কৰা আদি কামৰ পৰা বিৰত থাকে। স্বামী ঢুকোৱাৰ পাছত মনৰ শোক পাতলাবলৈ লজোমে এদিন গোম্পালৈ গৈছে। গোম্পাত গৈ তাই ভগৱানৰ নাম কীৰ্তনৰ সলনি পৰচৰ্চা, টকা-পইচাৰ হিচাপ পত্ৰ লৈ কাজিয়া, মাছ-মাংস, মদৰ পয়োভৰ, যেন খোৱা-লোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাহে, ধৰ্মৰ নামত ভণ্ডামি এই বিপৰীত ছবিখনহে দেখা পালে। এই বিপৰীত ছবিয়ে প্ৰথমদিনা গোম্পালৈ যোৱা লজোমৰ মনত বিতৃষ্ণা আৰু বিৰক্তি ভাব অনাত তাই আইমনেপো নহ'বলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে।

'ধুমুহা অহাৰ সংকেত' গল্পটোত ধুমুহা প্ৰতীকেৰে ৰাজনীতিক বুজাইছে। প্ৰাকৃতিক ধুমুহাতকৈ ৰাজনৈতিক ধুমুহা কিমান ভয়াবহ হ'ব পাৰে তাৰেই এখন প্ৰতিছবি গল্পটোত চিত্ৰিত হৈছে। প্ৰাকৃতিক ধুমুহাই ঘৰ-দুৱাৰ, গছ-গছনি আদি ক্ষতি কৰে কিন্তু ৰাজনৈতিক

ধুমুহাই মানুহৰ মন সলনি কৰি পৰিয়াল, সমাজ, সমন্ধ, সংসদীয় ৰাজনীতি ওলট-পালট কৰি দিব পাৰে। নেতাসকলৰ মিছাক সঁচা কৰিব পৰা ক্ষমতাই গণতন্ত্ৰৰ এখন অশুভ ছবিয়ে উদ্ভাইছে।

'পাহাৰৰ ছাঁ' গল্পটোত লাজু নক্তে জনজাতিসকলৰ মাজত বিশ্বাসৰ আধাৰত প্ৰচলিত কিছুমান পৰম্পৰাগত লোকাচাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে। শিক্ষিত কামথোকৰ সন্মুখত এই ৰীতি-নীতিবোৰ প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপে থিয় দিয়াত তাইৰ অসহায় অৱস্থা, সামাজকি-মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পটোত প্ৰকাশ পাইছে। শেহত কামথোক আৰু স্বামী ৰোনহাঙে গতানুগতিক সামাজিক পৰম্পৰা বিধিৰ বিৰুদ্ধে গৈ লোৱা পদক্ষেপত মানৱতাৰ জয় হৈছে।

দুজন ভোটাধিকাৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা আৰু ভোট গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা পোলিং, প্ৰিজাইডিংসহ সাতজনীয়া দলটোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰৱস্থাৰ প্ৰতিচ্ছবিখন ৰসাল ৰূপত 'অধিকাৰ' গল্পটোত প্ৰকাশিত হৈছে।

'আতংকবাদীসকলৰ সৈতে এক উজাগৰী নিশা' গল্পটোত এহাল দম্পতীয়ে সন্ত্ৰাসজৰ্জৰিত এখন সমাজত নিৰাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা আৰু অসহায় অৱস্থাত সংশয়ৰ মাজত উৎকণ্ঠাৰে এক নিদ্ৰাহীন ৰাতি কেনেদৰে পাৰ কৰিছে তাকেই বাস্তৱসন্মত ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। চাংলাং নগৰত নেতা, অফিচাৰ, ঠিকাদাৰ, ব্যৱসায়ী সকলোৰে ঘৰত আতংকবাদীসকলে ধন দাবী দি এক সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। হঠাৎ নিশা কলিং বেলটো বাজি উঠাত দাস আৰু পত্নীয়ে আতংকবাদী বুলি ভাবি পুলিচৰ সহায় বিচাৰি ফোন কৰা আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰিস্থিতিয়ে প্ৰশাসনৰ এক ফোপোলা স্বৰূপ উদঙাই দেখুৱাইছে।

'আৰু এজন মহাপুৰুষ' গল্পত বলাৎকাৰ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা পেমলতা নামৰ এগৰাকী নিদোষী মহিলাৰ করুণ কাহিনী বৰ্ণিত হৈছে। বাৰ-তেৰ বছৰৰ পাছত আদালতে দিয়া উচিত ন্যায়দানত স্বামী দৰজি ৱাংদি সুখী হৈছে যদিও দোষীক ফাঁচী দিয়া কাৰ্য্যত বাধা প্ৰদান কৰি মহানুভৱতাৰ যি বিৰল চানেকি দাঙি ধৰিছে- সেয়া মানৱজাতিৰ বাবে সঁচাই বৰ গৌৰৱৰ কথা।

সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে- এদিন নহয় এদিন ধৰা পৰিবই এয়াই হৈছে 'আক্ৰান্ত' গল্পৰ বিষয়বস্তু। বিশ্বাসঘাতকৰ পৰিণতিৰ ফল কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে মেমিঙৰ মৃত্যুৱেই তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ।

অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা ঃ

'অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা' ঠংচিৰ তৃতীয় গল্প সংকলন। 'অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা', 'পেমা-চিকাৰী', 'অবৈধ আৱাসী', 'অন্তহীন আশা', 'ভাল পতি পাবলৈ উপবাস কৰা ছোৱালীজনী', 'নিজৰেই মানুহে', 'স্বৰূপ', 'মাংস', 'পূজাৰী', 'অতিথি দেৱ ভৱ', 'আকাশী

যানত' ধৰি এঘাৰটা গল্প সংকলনখনত অন্তভূৰ্ক্ত হৈ আছে। সংকলনখনৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা 'অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা' গল্পটোৰ মূল উপাদান হৈছে অমানৱীয়তা। বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত মানৱীয় গুণবিলাক হেৰাই গৈ নিষ্ঠুৰ, নিৰ্দয় আৰু অমানৱীয়তাই কেনেদৰে মানুহৰ মনবিলাক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে তাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন হৈছে এই গল্পটো।

'পেমা চিকাৰী' গল্পটোৰ মূল বিষয় হৈছে পেমাৰ চিকাৰ জীৱন, ডাঃ জয়া বৰাৰ জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি থকা অগাধ মৰম, চিকাৰ কৰা-নকৰাক লৈ পেমাৰ অন্তঃদ্বন্দ্ব আৰু ডাঃ জয়া বৰাৰ চিন্তাধাৰা ওচৰত পেমাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ।

'অবৈধ আবাসী' গল্পটোত চৰকাৰী আঁচনিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপৰ দুই-এটা নমুনা উদ্ভাই দেখুৱাইছে। আওহালিয়া নামৰ এখন সৰু গাঁৱত পৰ্যটকৰ বাবে সাজি উলিওৱা চৰকাৰী কুটি, বটগছৰ তলত বসবাস কৰি থকা আকিনী মেপোয়ে ইন্দিৰা আবাস যোজনাৰ পৰা পাম পাম বুলি আশা কৰি থকা পঁজাটোৰ সপোন, ব্যৱহাৰৰ অভাৱত কুটিৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আদিয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ ফোঁপোলা স্বৰূপ চিত্ৰিত কৰিছে।

কন্যা মূল্য খোৱা প্ৰথা লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰেম, দ্বন্দ্ব, প্ৰতাৰণা, অন্ধবিশ্বাস আৰু অন্তহীন আশাই হৈছে 'অন্তহীন আশা' গল্পৰ মূল উপজীৱ্য। তাকিওৱে কন্যা (হিনা) দিম বুলি মাঙফাৰ পৰা মূল্য খোৱা, সময়ত বেছি মূল্য দিয়া এজনৰ ওচৰত হিনাক দিবলৈ থিক কৰা, বিয়াৰ কথাটোকে লৈ তাকিও আৰু মাঙফাৰ মাজত সঘনাই হোৱা দ্বন্দ্ব, পৰৱৰ্তী সময়ত দ্বন্দ্বই হিংসাত্মক ৰূপ লোৱাত মাঙফা সেই ঠাই এৰি নিজ ঠাইলৈ যোৱা আৰু হিনা বিধৱা হ'লে তাইৰ লগত সংসাৰ কৰাৰ যি অন্তহীন আশা মাঙফাই মনত পুহি ৰাখিছে তাকেই গল্পটোত সুন্দৰকৈ চিত্ৰিত কৰিছে।

'ভাল পতি পাবলৈ উপবাস কৰা ছোৱালীজনী'ত বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী বিচৰা, ছোৱালী পছন্দ হোৱা আৰু বিয়া পাতিবলৈ লোৱাতহে আচল ৰহস্য উদ্‌ঘাটন হোৱা কথাবোৰে গল্পটোত স্থান পাইছে। আশা আৰু প্ৰত্যাশা বিলাকৰ পৰিণতি এক সুকীয়া ৰূপত গল্পটোত উপস্থাপন কৰিছে।

'নিজৰেই মানুহ' গল্পটোত আপোন মানুহবিলাক সময়ৰ তাগিদাত কিদৰে পৰ মানুহৰ দৰে হৈ পৰে তাকেই চিত্ৰিত কৰিছে। শিক্ষক আৰু শিক্ষকতাৰ নামত কলংক, শিক্ষক তোজোক গাঁওবুঢ়াৰ সকীয়নী, গাঁৱৰ স্কুলৰ নামত অহা চৰকাৰী ধন আত্মসাৎ, পঞ্চায়ত মেম্বাৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক প্ৰবঞ্চনা কৰা, গাঁৱৰ সকলো চাকৰিতে নিজৰ জনজাতি লোকসকলক নিয়োগ কৰিবলৈ খাটনি ধৰা, বেছিভাগ চাকৰিয়ালে চহৰমুখী হৈ লাহ-বিলাসত জীৱন কটোৱা আদি কথাবোৰেই গল্পটো ভৰপূৰ। এনে চহৰমুখী প্ৰৱণতাত গাঁওখন ধ্বংস হোৱাটো নিশ্চিত বুলি ভাবি শংকিত হৈ গাঁওবুঢ়া চিন্তিত হৈছে। সময় থাঁকোতেই নিজৰ মানুহবিলাকৰ এই কুকৰ্মবিলাক শুধৰাবলৈ গাঁওবুঢ়াই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে।

মৃত ব্যক্তিৰ আত্মাৰ সদ্‌গতি কামনা কৰি শোকসভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সাধাৰণতে এনে সভাত ব্যক্তিজনে জীৱিত কালত কৰা কৰ্মবিলাকৰে গুণ বখনা হয়। অতিৰিক্ত সহ আয়ুক্ত মিচি অপোই মন্ত্ৰী কোমো তাগোৰ কুকৰ্ম আৰু আচল স্বৰূপৰ প্ৰতিচ্ছবি উদ্ভাই দিয়া ভাষণত শোকসভাখন এখন বসাল সভালৈ পৰিণত হৈছে। এনে বৈপৰীত্যমূলক বিষয় বস্তুৱেই 'স্বৰূপ' গল্পৰ মূল উপজীৱ্য।

এচাম মানুহৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ প্ৰতি সজাগতা, জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি অগাধ স্নেহ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বিপৰীতে আন এচামৰ আমিষভোজী প্ৰৱণতাৰ বিষয়ে 'মাংস' গল্পত চিত্ৰিত কৰিছে।

লোকবিশ্বাসে গ্ৰাস কৰি থকা চেৰদুকপেন সমাজখনক পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌৱে কেনেকৈ চুই গৈছে তাকেই 'পূজাৰী' গল্পত চিত্ৰিত কৰিছে। যুগৰ পৰিৱৰ্তনে চুম্বি পূজাৰীৰ মনো সলনি কৰিছে। সেয়েহে নিজৰ নাতিয়েক ৱাংজাক অশিক্ষিত পূজাৰী হ'বলৈ নিদি সময় আৰু সমাজৰ উপযোগীকৈ ভাল মানুহ হোৱাটো বিচাৰিছে।

'অতিথি দেৱ ভৱ' গল্পত শ্ৰীবাস্তৱে আপাটানি সকলৰ লোকসংস্কৃতিৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰি কিতাপ লিখাৰ উদ্দেশ্যে বিদাৰ ঘৰলৈ আহিছে। অতিথিক ঈশ্বৰৰ দৰে জ্ঞান কৰা বিদাৰ ঘৰখনে উচ্চপদস্থ বিষয়া শ্ৰীবাস্তৱকো আদৰ, আপ্যায়ন কৰি যিমান পাৰে তথ্য যোগান ধৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে শ্ৰীবাস্তৱৰ পৰা পোৱা ব্যৱহাৰে তেওঁলোকৰ মনত আঘাত সানিছে। শ্ৰীবাস্তৱৰ ব্যৱহাৰত ক্ষোভিত হৈ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ অহা গৱেষক, নৃতত্ত্ববিদসকলক প্ৰশংসা কৰি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে।

কলেজীয়া দিনৰ ৰোমাণ্টিক যুটি প্ৰেম আৰু আকাশীলতাৰ ব্যৰ্থ প্ৰেমৰ কাহিনী 'আকাশীযানত' বৰ্ণনা কৰিছে।

উপসংহাৰ ঃ

তিনিখিন গল্পসংকলনৰ গল্পসমূহৰ আলোচনাৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঠংচিয়ে সৰহসংখ্যক গল্পৰ পটভূমি হিচাপে জনজাতীয় সমাজখনকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। গল্পসমূহত অৰুণাচলী সমাজৰ জীৱন বৈচিত্ৰ্য প্ৰকাশ পাইছে। কিছু সংখ্যক গল্পত গল্পকাৰজনৰ ব্যক্তিগত জীৱনাদৰ্শৰ প্ৰভাৱো স্পষ্ট। কেতবোৰ গল্পত ৰাজনীতিৰ প্ৰভাৱো পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে ঠংচিৰ গল্পসমূহত নিৰ্দিষ্ট এটা দৰ্শনৰ পৰিৱৰ্তে সানমিহলি কিছুমান বিষয়বস্তুৱে স্থান পোৱা দেখা গৈছে। অৰুণাচলী সমাজখনৰ কাহিনী নিমজ আৰু সাৱলীল ভাষাৰে পাঠকৰ আগত উদঙাই দেখুৱাব পৰাটো তেওঁৰ ৰচনাৰে কৌশল। ঠংচিৰ গল্পত নৰ-নাৰীৰ প্ৰেম, প্ৰতাৰণা, কল্পনা, সংশয়, সুখ-দুখ, যুদ্ধৰ ভয়াবহতা, খোৱা-বোৱা, মানৱতা-অমানৱীয়তা, বিশ্বাসঘাতকা আৰু লোকজীৱনৰ বহু বিষয়ৰ সমাহাৰ ঘটিছে। গল্পসমূহ সুখপাঠ্য হোৱাৰ লগতে 'চিকাৰ', 'কোনো খেদ নাই', 'এজনী শৰণাৰ্থী বুঢ়ীৰ অন্তিম ইচ্ছা',

'স্মোক ছিগনেল', 'ইয়াত সীমা নাছিল', 'বিপদত তিনি পক্ষকে' ধৰি বহু কেইটা গল্পই ঠংচিৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে। এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিলে উন্নত মানৰ আৰু বহু গল্প সাহিত্যিক জনৰ পৰা আশা কৰিব পাৰি।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

১) ঠংচি, য়েছে দৰজে ঃ অন্য এখন প্ৰতিযোগিতা বনলতা, পাণবজাৰ, গুৱাহাটী, ২০১২
২) " ঃ পাপৰ পুখুৰী, জাৰ্ণাল এম্পৰিয়াম, গুৱাহাটী, ২০১৩
৩) " ঃ বাঁহ ফুলৰ গোন্ধ, বনলতা, পাণবজাৰ, গুৱাহাটী, ২০১২
৪) বৰা, অপূৰ্ব (সম্পা.) ঃ অসমীয়া চুটিগল্প ঐতিহ্য আৰু বিৱৰ্তন, যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় প্ৰকাশন কোষ, প্ৰথম প্ৰকাশ, ২০১২
৫) বৰুৱা, প্ৰহলাদ কুমাৰ ঃ অসমীয়া চুটিগল্পৰ অধ্যয়ন, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, ১৯৯৬

অসমৰ সাহিত্য, সমাজ আৰু বৰ্ণিল সংস্কৃতি

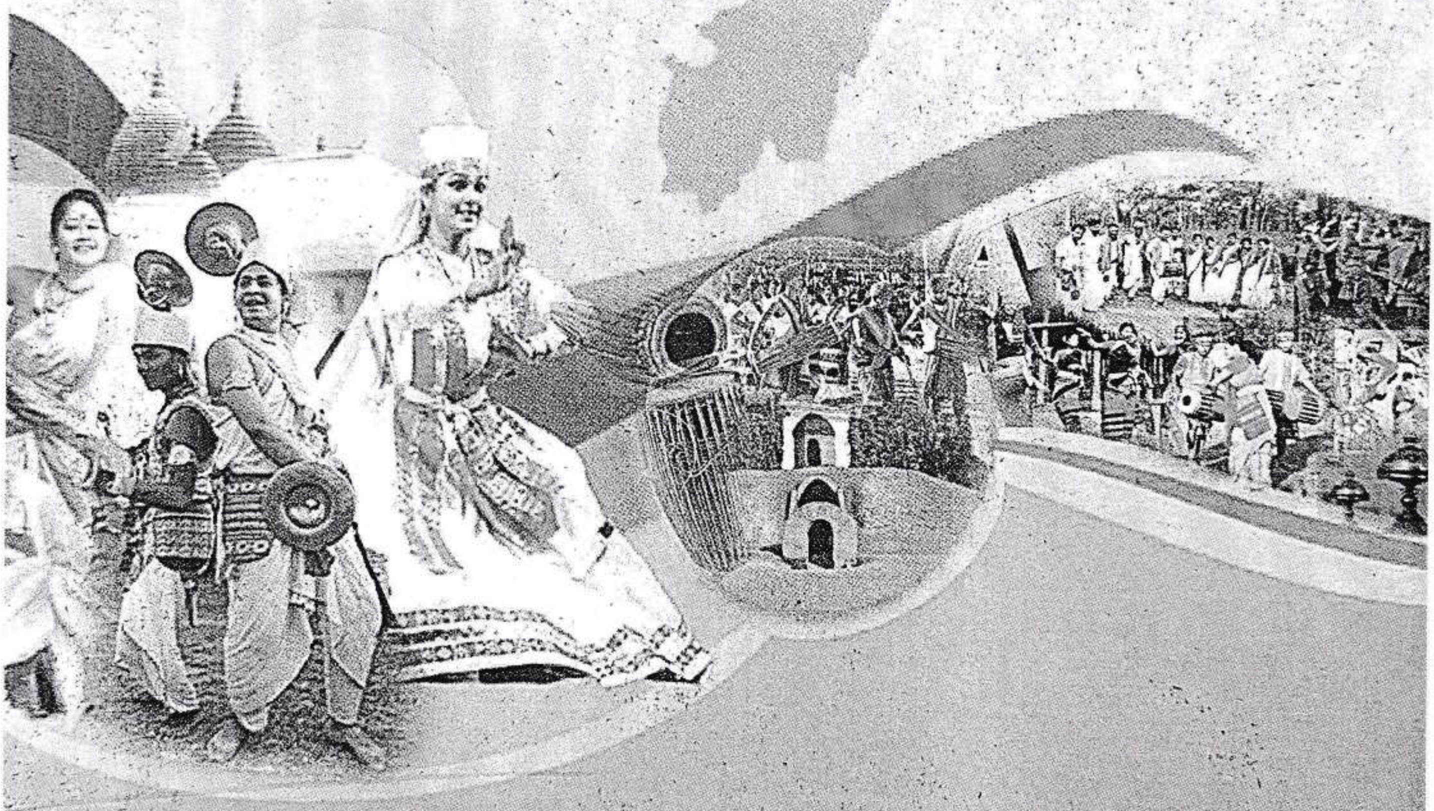

ড° বিনীতা শইকীয়া গগৈ
কল্পনা বৰুৱা চেতিয়া

অসমৰ সাহিত্য-সমাজ আৰু বৰ্ণিল সংস্কৃতি ঃ ড° বিনীতা শইকীয়া গগৈ আৰু কল্পনা বৰুৱা চেতিয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদিত প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম বিশেষ বাৰ্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্ৰকাশিত আৰু অধিবেশনস্থলীত উন্মোচিত।

প্ৰথম প্ৰকাশ ঃ
১৯ জানুৱাৰী, ২০১৯ চন

গ্ৰন্থস্বত্ব ঃ সম্পাদকদ্বয়ৰ দ্বাৰা সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত।

প্ৰকাশক ঃ চৰাইদেউ জিলা সাহিত্য সভাৰ হৈ তপন কুমাৰ গগৈ।
ইউনিভাৰছেল প্ৰকাশন, ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী।

ISBN : 978-81-931945-7-7

প্ৰকাশন সচিব ঃ কল্পনা বৰুৱা

অক্ষৰ বিন্যাস ঃ মাণিক, স্বপন আৰু জিষ্ণু

প্ৰচ্ছদ অংকন ঃ নিতু দত্ত

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টকা

মুদ্ৰণ ঃ ভৱানী গ্ৰাফিকছ্
ৰাজগড় ৰোড, গুৱাহাটী-৭

সূচীপত্ৰ

- ভূমিপুত্ৰ মৰাণসকলৰ বৰ্ণিল সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন পৰিক্ৰমা ঃ এক অৱলোকন — ড° সুখ বৰুৱা — ৯
- মণিৰাম দেৱানৰ ইতিহাস চেতনা আৰু সমকালীন অসমীয়া সমাজ — ড° প্ৰশান্ত কুমাৰ চুতীয়া — ২৩
- চুতীয়াসকলৰ ধৰ্মবিশ্বাস আৰু ৰীতি-নীতি — ৰাজেন চুতীয়া — ৩৬
- কাৰ্বিসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ-পাৰ্বণ — ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ — ৪৭
- চাহ জনগোষ্ঠীয় সমাজ-সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস আৰু জীৱন প্ৰণালী — ফণীন্দ্ৰ চেতিয়া — ৫৯
- অসমৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত থলুৱা নেপালী জনগোষ্ঠীৰ অৱদান — অঞ্জনা শইকীয়া চুতীয়া — ৬৬
- চিংফৌ সকলৰ বৰ্ণাঢ্য সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱন পৰিক্ৰমা — ড° সুখ বৰুৱা — ৭৪
- অসমীয়া সমাজৰ বিয়ানামত নাৰীৰ স্থান ঃ আলেখ্য — ৰতিপ্ৰভা গগৈ — ৮৮
- শিৱসাগৰ, খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য — জুৰি দেৱী ফুকন — ৯৭
- সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সংগীতৰ বিষয়ে কিছু প্ৰাসংগিক চিন্তা — কবিতা গগৈ চাবুকধৰা — ১১৫
- পৰিৱেশ্য কলা হিচাপে আবৃত্তি ঃ এটি আলোচনা — গীতিমণি হাতীমুৰীয়া চৰাইমূৰীয়া — ১২৩

কাৰ্বিসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ-পাৰ্বণ

ড° জ্যোতিৰেখা গগৈ

উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীসকলৰ ভিতৰত কাৰ্বিসকল অন্যতম। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কাৰ্বিসকল মংগোলীয় আৰু ভাষাতাত্ত্বিক দিশৰ পৰা তিব্বত বৰ্মীয়। আদিতে কাৰ্বিসকল 'মিকিৰ' নামেৰেহে পৰিচিত আছিল। তেওঁলোকৰ মতে 'মিকিৰ' নামটো অসমৰ অন্যান্য লোকেহে দিয়া। তেওঁলোকে নিজকে কাৰবি বা আৰলেং বুলিহে চিনাকি দিয়ে। 'মিকিৰ' শব্দটোৰ কোনো অৰ্থ বিচাৰি পোৱা নাযায়, আনহাতে আৰলেং মানে মানুহ বা স্বজাতি। এই 'কাৰ্বি' নামৰ উৎপত্তিৰ সন্দৰ্ভত বহুতো মত শুনিবলৈ পোৱা যায়। তাৰে দুই-এটা হ'ল এনেধৰণৰ -

প্ৰাচীন কালত কোনোবা এজন কাৰবি আদিম পুৰুষে হেনো ঘৰৰ ভিতৰত একুৰা জুই ধৰিছিল। কাৰবিসকলে জুইধৰাক 'মে পাকাৰ' আৰু জুই শিখাক 'মে আকাৰ' বুলি কয়। জ্বলি থকা জুইকুৰা সেই পুৰুষজনে 'বি' অৰ্থাৎ এৰি থৈ অহাত তেওঁৰ পত্নীয়ে হেনো কৈছিল 'মে আকাৰ চংহই বি কাংকক' অৰ্থাৎ জ্বলা জুইকুৰা কিয় এৰি আহিছা। এই 'মে আকাৰ বি' ৰ 'মে আ' লোপ পাই কালক্ৰমত কাৰ্বি হ'ল বুলি কিছুমানে মত প্ৰকাশ কৰিব খোজে।

আনহাতে 'আলেং' শব্দৰ অৰ্থ ওখ হেলনীয়া ঠাই। পৰ্বতৰ ওপৰৰ আৰ্লেঙ্গত বসতি কৰাৰ কাৰণেই মিকিৰসকল 'আলেং' নামেও অভিহিত বুলি বহুতৰ মত।

আন এটা মতৰ মতে কাৰ্বিসকলৰ সৃষ্টিৰ আদিৰ পৰাই ঐশ্বৰিক শক্তিৰ ওপৰত দৃঢ় বিশ্বাস থকাৰ বাবে যিকোনো খাদ্যবস্তু গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আৰু পূজা পাৰ্বণত ভগৱানৰ নামত তেনে খাদ্য বস্তু অলপ উচৰ্গা কৰিহে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। এই প্ৰথাক কাৰ্বি ভাষাত 'থেকাৰ কিবি' বুলি কয়। থেকাৰ মানে দ্ৰব্য আৰু কিবি মানে ৰখা বা পালন কৰা। তেওঁলোকে নিজকে 'থেকাৰ কিবি' জাতিৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে। কালক্ৰমত এই 'থেকাৰ কিবি' ৰ 'থে' আৰু 'কি' লুপ্ত হৈ কাৰবি থাকিলগৈ বুলি বহুলোকে কয়।

আদিতে হিমালয়ৰ নামনিত বসবাস কৰা কাৰবিসকলক দ্ৰাবিড়সকলে দক্ষিণ ভাৰতলৈ খেদি পঠিয়ায়। দক্ষিণ ভাৰতৰ বহুতো ঠাইত ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত শেষত তেওঁলোকে কাবেৰী নৈৰ পাৰত ৰাজ্য স্থাপন কৰে। তাতো নানা অসুবিধা পাই উত্তৰ ভাৰতলৈ গুচি আহে। এই কাবেৰীপৰীয়া জাতিকে উত্তৰ ভাৰতৰ অন্যান্য লোকসকলে কাবেৰীবাসী বুলি ক'বলৈ ল'লে। এই 'কাবেৰী' ৰ পৰাই 'কাৰবি' শব্দৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি কিছুলোকে মত প্ৰকাশ কৰে।

এনেদৰে বিভিন্ন মত থকাৰ উপৰিও লোকসংগীত, লোককাহিনীতো 'কাৰ্বি' শব্দৰ উল্লেখ পোৱা যায়। কাৰবি শব্দৰ তাৎপৰ্য্য থকাৰ বাবেই জিলাখনৰ নামো কাৰবি আংলং হৈছে।

উত্তৰপূৱ ভাৰতৰ বিশেষকৈ অসমলৈ খৃ.পূ. কেইবা শতিকা আগৰে পৰা মধ্য এচিয়াৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ প্ৰব্ৰজন হৈ আহিছিল। ড^{0} বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ মতে মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তিব্বত-বৰ্মী ভাষা গোষ্ঠীৰ লোক। তিব্বত বৰ্মী ভাষা-গোষ্ঠীৰ মংগোলীয় লোকসকলৰ প্ৰাচীন বাসভূমি আছিল উত্তৰ-পশ্চিম চীনৰ হোৱাংহো আৰু ইয়াং চিকিয়াং নদীৰ উপত্যকা অঞ্চল। (B, B.K: A Cultural History of Assam, Early Period, Guwahati, 1969, P.6) এই অঞ্চলৰ পৰাই বিভিন্ন পথেদি ভাৰতৰ সিন্ধু, ইৰাৱতী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ এওঁলোকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল। এনে এক প্ৰব্ৰজনতে মধ্য এচিয়াৰ পৰা অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগত অসমত প্ৰৱেশ ঘটিছিল কাৰ্বিসকলৰ। বৰ্তমান অসমৰ কাৰ্বিআংলং জিলাৰ বাহিৰেও কাছাৰ, নগাঁও, শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, দৰং, লক্ষীমপুৰ, শিৱসাগৰ, কামৰূপ আদিত কাৰ্বিসকলে বসবাস

কৰি আছে। অসমৰ অন্যান্য জনজাতীয় লোকৰ দৰে কাৰ্বিসকলৰো জীৱনধাৰণ প্ৰণালী বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। কাৰ্বিসকলৰ সামাজিক জীৱন, লোকবিশ্বাস, লোকাচাৰ, লোক-উৎসৱ, লোক-নৃত্য, বাদ্য, সংগীত, সাহিত্য, সাজপাৰ, আ-অলংকাৰ আদিয়ে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰে এখন চহকী প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰে। তেওঁলোকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে উৎসৱ-পাৰ্বণ সমূহ পালন কৰি পৰম্পৰাগত সম্পদ সমূহ জীয়াই ৰাখিছে। এই লেখাত কাৰ্বিসকলে কৃষিৰ লগত সংগতি ৰাখি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে কেনেদৰে কৃষিভিত্তিক উৎসৱ সমূহ পালন কৰি আহিছে সেইবিষয়ে আলোচনা আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰা হৈছে।

ৰংকেৰ উৎসৱ ঃ

ৰংকেৰ কাৰ্বিসকলৰ খেতিৰ আৰম্ভণিত পতা এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। বৰষুণ কামনা, শস্য বৃদ্ধি, কৃষি কাৰ্য্যৰ সফল ৰূপায়ণ, অপায়-অমঙ্গল দূৰ কৰি কৃষিৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ মঙ্গল কামনা কৰি কাৰ্বিসকলে খেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে ৰংকেৰ উৎসৱ পালন কৰে। কাৰ্বিসকলৰ ঝুমখেতি মূল খেতি হ'লেও বৰ্তমান তেওঁলোকে শালিখেতি কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শীতকালত ঝুমখেতি আৰু বৰ্ষাকালত শালিখেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে কাৰ্বিসকলে ৰংকেৰ উৎসৱ পাতে। তেওঁলোকে এই উৎসৱ এদিনীয়াকৈ পালন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে ব'ফং ৰংকেৰ নামৰ অন্য এক ৰংকেৰ পূজাও তেওঁলোকে পালন কৰে। এই উৎসৱ এটা মৌজাৰ অন্তৰ্গত সকলো গাঁও লগলাগি আয়োজন কৰে। কাৰ্বিসকলে মৌজাৰ ভিতৰুৱা সকলো গাঁৱৰ মঙ্গল কামনা কৰি দুদিনীয়াকৈ ব'ফং ৰংকেৰ উৎসৱ পালন কৰে।

কাৰ্বিসকলে ৰংকেৰ উৎসৱত তেওঁলোকৰ উপাস্য দেৱতা আৰ্নাম ফাৰাউ (প্ৰধান দেৱতা) আৰু থানা আৰ্নাম (স্থানীয় দেৱতা) ক পূজা কৰে। পূজাৰ অন্তত দুয়োজন দেৱতাৰ নামত মতা কুকুৰা আৰু ছাগলী বলি দিয়ে। তাত উপস্থিত থকা সকলোৱে বলি দিয়া মাংসৰ আঞ্জা পূজাৰ প্ৰসাদ হিচাবে ভাত আৰু হৰ (মদ) ৰ লগত খোৱাৰ নিয়ম। এই উৎসৱত কেৱল পুৰুষ সকলেহে অংশ গ্ৰহণ কৰে। নৃত্য-গীতৰো কোনো প্ৰয়োজৰ নাই। পূজাত যিবিলাক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা হয় তাৰ অৰ্থও তেনেই সৰল আৰু পোনপটীয়া। তেনে এফাঁকি

মন্ত্ৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল -

"আমি তোমাৰ ৰাজ্য (জিলা) ত বাস কৰোঁ।
আমাক ৰক্ষা কৰা আৰু সহায় কৰা।
আমাৰ মাজলৈ বাঘ নপঠাবা।
আমাৰ মাজলৈ বেমাৰ নপঠাবা।
আমাৰ শস্য সমৃদ্ধি
আমাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰা
আমি বছৰি বছৰি এইদৰে বলি আগবঢ়াম।
আমি তোমাৰ কৃপাতে
সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল।"

(বৰগোহাঞি, যতীন্দ্ৰ কুমাৰঃ অসমৰ উৎসৱ আৰু পূজা, পৃ. ১৭৩)

বৃহৎ দুৰ্যোগ, মাৰি-মৰক, বনৰীয়া জন্তু, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিৰ পৰা শস্যক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শস্য বৃদ্ধিৰ কামনাৰে বলি বিধানৰ দ্বাৰা আৰ্নাম ফাৰাউ আৰু থানা আৰ্নামিক স্তুতি কৰা হয়। ব'ফং ৰংকেৰ যিহেতু এটা মৌজাৰ ভিতৰত উদ্‌যাপন কৰা হয় গতিকে সেই মৌজাৰ অন্তৰ্গত আটাইবোৰ গাৱেঁই এই উৎসৱলৈ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগে। প্ৰতিখন গাৱেঁই নিজ নিজ গাঁওবুঢ়াৰ নেতৃত্বত বৰঙণি লৈ বৰ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত একত্ৰিত হোৱাৰ লগতে উৎসৱৰ বাবে চলোৱা প্ৰস্তুতি পৰ্বতো ভাগ লয়। এই উৎসৱত ডাঙৰ ভোজৰ আয়োজন কৰা হয়। পৰম্পৰাগত ভাৱে বলি-বিধান দি পূজা-উপাসনা কৰাৰ অন্তত সকলোৱে ভোজ-ভাত খোৱাৰ পাছতে এই ৰংকেৰ উৎসৱৰ সামৰণি পৰে।

হাচাকেকান ঃ

পাহাৰীয়া কাৰ্বিসকলে কৃষিকাৰ্য্যৰ সামৰণি উৎসৱৰূপে 'হাচাকেকান' পালন কৰি আহিছে। বিভিন্ন ঋতুত কৰা ঝুমখেতিৰ ওপৰতে কাৰ্বিসকলৰ উৎসৱসমূহ নিৰ্ভৰশীল। কাৰ্বিসকলে শস্যসমূহ আহাৰ মাহৰ যিকোনো সময়ত সিঁচে আৰু আঘোণ-পুহ মাহত চপায়। তেওঁলোকে শস্যবোৰ মুঠি কৰি প্ৰথমতে মান্দু (পামঘৰ) ৰ সন্মুখত গোটাই থয়। ইয়াৰ পাছত শস্যবোৰ সৰোৱাই মান্টুং (ধান মেৰিওৱা কাপোৰৰ বেগ) ত ভৰাই ঘৰলৈ অনা হয়। খেতিপথাৰৰ পৰা

শস্যবোৰ চপাই, সৰোৱাই ভঁৰাললৈ অনালৈকে ইয়াৰ প্ৰতিটো পৰ্বতে একোটাকৈ বিশেষ বিশেষ পূজা কাৰ্বিসকলে পালন কৰে। 'হাচাকেকান' হৈছে শস্য চপোৱাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে পালন কৰা তেনে এক কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। 'হাচাকেকান' (Hacha Kekan) ৰ অৰ্থ হৈছে কৃষি উৎসৱৰ নৃত্য। অৰ্থাৎ শস্য চপোৱাৰ পিছত কাৰ্বি ডেকা-গাভৰু একত্ৰিত হৈ মাঘ মাহত 'হাচাকেকান' নৃত্য-গীত কৰে। ইয়াত দুই বা তিনি গৰাকী গায়ক-গায়িকাই এজন এজনকৈ গীত গোৱাৰ লগে লগে ডেকা-গাভৰুসকলে গীতৰ সমান্তৰালভাৱে নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে এই নৃত্য-গীত চলি থাকে। 'হাচাকেকান' উৎসৱত নৃত্যৰ লগত গোৱা গীতসমূহ এনেধৰণৰ -

ক) 'এ ....
ল' প্ৰি বাছান হেই জংকে
অ' কপ্ৰু ডাম নাং নে কাৰণে
জিৰ্‌ল' খাৰু চক্ পাং জে ....।"

(শৰ্মা, নবীন চন্দ্ৰ (সম্পা.)ঃ বসন্ত উৎসৱ আৰু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক নৃত্য, পৃ. ৭৩)

ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বিহ দি মাছ মাৰিবলৈ যাবলৈ ৰাতিতে উঠাই ডাঙৰ দাদাই (গাওঁবুঢ়া) মোক আমনি কৰে।

দুপৰ ৰাতি নৃত্য কৰি কৰি ভাগৰি পৰাত তেওঁলোকে গৃহস্থক লক্ষ্য কৰি গীত পৰিৱেশন কৰে এনেদৰে -

খ) "হিচ্ছং ৰচ্ছক তেলিৰাং
কেকান আহান চ'ল'নাং
হাচাকান পাং থাং কেৰ তাং
ক্লিমছ' জান নন কান আহাৰ তাং।"

(শৰ্মা, দিলীপঃ বাৰেৰহণীয়া কাৰবি আংলং, পৃ. ১৫-১৬)

(অৰ্থাৎ ৰাতি দুপৰ হ'ল। সপ্তৰ্ষিমণ্ডল (ৰচ্ছক) মূৰৰ ওপৰ পালেহি। গোটেই ৰাতি আমোদ প্ৰমোদ কৰি কটাব নোৱাৰি। গতিকে ৰাইজক খুৱাই-

বুৰাই বিদায় দিয়ক।)

এনেদৰে নৃত্য-গীতৰ সমানে সমানে চলি থকা বন্ধা-বঢ়াৰ কামোতো নাচনীসকলে সহযোগ কৰি দিয়ে। নৃত্যৰ শেষত অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা সকলোৱে ভোজ-ভাত খায়। এই ভোজত হৰলাং (মদ) ৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক।

ৰল কেটেৰ ঃ

কৃষিকৰ্মৰ বাবে পানী অপৰিহাৰ্য। কৃষিজীৱী লোকসকলে পানীৰ অভাব পূৰণ কৰিবলৈ ঘাইকৈ বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু বৰষুণ কামনা কৰি নানা উৎসৱ-পাৰ্বণ পালন কৰে। কাৰ্বিসকলেও কৃষিকৰ্মৰ বাবে বৰ্ষাদেৱীৰ পূজা 'ৰল কেটেৰ' পালন কৰে। এপ্ৰিল মাহ অৰ্থাৎ বছৰৰ আৰম্ভণিতে উদ্‌যাপন কৰা 'ৰল কেটেৰ' কাৰ্বিসকলৰ বাৰ্ষিক উৎসৱ। এই উৎসৱ কাৰ্বিসকলৰ পুৰণি ৰাজধানী 'ৰংহাংৰংবং' ত শুক্লপক্ষত ৰাজকীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াত ৰাজন্যবৰ্গই আগস্থান পোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰজাৰ স্থান তেনেই নগণ্য। এই উৎসৱৰ পূজা-উপাসনাৰ সকলোবোৰ কাম কাথাৰপে (পুৰোহিত) সমাপন কৰে। সকলোৱে হৈ বৰষুণ কামনা কৰি কাথাৰপেই ভগৱানৰ ওচৰত স্তুতি কৰে। এই স্তুতিমূলক গীত কাথাৰপৰ বাদে অন্যলোকে গোৱাটো নিষিদ্ধ। ৰল কেটেৰ উৎসৱত কাথাৰপে গোৱা তেনে এফাঁকি গীত হ'ল এনেধৰণৰ -

"চি চি মানে নে
চি চি নাংহাং জে
বাংবৰ ৰূৱে হাজেং -"

(লেখাৰু, জিতুকুমাৰঃ অসমৰ লোক-উৎসৱ আৰু লোক-সংস্কৃতি, পৃ ৬৭)

(ভাবাৰ্থঃ হে বতৰৰ বাৰ্তাবাহক ঝিলিসকল, তোমালোকে গীতৰ মূৰ্ছনাৰে বৰ্ষাদেৱীক পৃথিৱীলৈ নমাই অনা) এই গীত গোৱাৰ পাছতে ৰেৱালৈ বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ নামি আহে বুলি কাৰ্বিসমাজত বিশ্বাস।

ৰেত কিনং আলুন ঃ

ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে ৰেত কিনং আলুন (আবা-কুৰা) নামৰ এক কৃষিভিত্তিক নৃত্য-গীতৰ অনুষ্ঠান পালন কৰে। ই মাটি চহ কৰাৰ লগত সম্পৰ্কিত। আগতে এই উৎসৱ ঝুমখেতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল। ডেকা-গাভৰুৱে মিলি

ঝুমখেতিৰ তলিতে যি নৃত্য কৰিছিল সেয়াই হৈছে আবা-কুৰা। ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে শালিখেতি কৰে যদিও ঝুমখেতিৰ কথাও একেবাৰে পাহৰি যোৱা নাই। তেওঁলোকে বসবাস কৰা ওচৰত পাহাৰ থাকিলে এতিয়াও ঝুমখেতিৰ প্ৰচেষ্টা চলায়। অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে কাৰ্বিসকলেও শস্য পথাৰত নমাৰ আগতে এই উৎসৱ পালন কৰে। কাৰণ খাদ্যৰ বাবেই তেওঁলোকে মাটি চহ কৰি আই বসুমতীক আঘাত দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে নিজকে দোষী অনুভৱ কৰে। সেয়ে তেওঁলোকে শস্যৰ তলিত হাল-কোৰ জোৰাৰ আগতে দায়-দোষ নধৰিবৰ বাবে আই বসুমতীৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰে এনেদৰে - 'হে বসুমতী আই, প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে খেতি কৰিবলৈ তোমাৰ বুকুত হাল কোৰ বাইছোঁ। তোমাক অনেক কষ্ট দিছোঁ। আমাক দায়-দোষ নধৰিবা। শাওপাত নিদিবা।' (পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.)ঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭৯) এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে শস্যতলীত কৃষিকেন্দ্ৰিক নৃত্য-গীতৰ আৰম্ভ কৰে। তেনে এটি গীত ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল -

কুৰলে ইয়া অ' হ-ই
লাংহে ইয়া অ'হ-ই
কুৰলে ইয়া হই হই হই
এ উলাং হে হে ইয়া অ' হায় দেই
অ' উলাং হে হে ইয়া অ'হায় দেই
উলাং হে হে ইয়া অ' হায় দেই
উলাং হে ইয়া হায়।
এ ছেং কান্ আৰতৰ জাল হেং কে মাপ আখেতি পাং নিঞে
ঞে নি জাৰ দৈ আবাং হে
এ ছেং হান্ মাং ৰেং ৰোল কে দুক্ৰা মাং ৰেং জ
কে মা পৎ আখেতি পাং নিঞে
ঞে নিজাৰ দৈ আবাং হে।
এ উলাং ....
উলাং হে ইয়া হে হায়।

এ এয়াং লে মাৰাং কে মাগোৰ পে লুং ক্লাল
এ জাৰ দি চি কম লাং এ নিজাৰ দি আবাং হে
কুৰ্‌লে ....
কুৰ্‌লে ইয়া হই হ - ই।

(পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.)ঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭৯-৩৮০)

(আমি ঝুমখেতি কৰিবলৈ লৈছো। হে শস্যৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা, আমাক আশীৰ্বাদ কৰা যাতে ভালদৰে খেতি কৰিব পাৰো আৰু শস্যৰে আমাৰ শস্যতলি নদন বদন হৈ উঠে। আহা ভাইহঁত, আমি সকলোৰে উলাহেৰে খেতি কৰো।)

চকআগ কিৱান বা চক আলন কিৱান ঃ

ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে পালন কৰা আন এটা কৃষিসম্বন্ধীয় উৎসৱ হৈছে চকআগ কিৱান বা চক আলন কিৱান। অৰ্থাৎ ধানৰ আগ অনা পৰ্ব। এই পৰ্ব কাৰ্বিসকলে বহু ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰে। এজনী অকুমাৰী ছোৱালীয়ে ধানৰ আগ অনা পৰ্বত আগ ভাগ লয়। ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত ৰাতিপুৱাতে ছোৱালীজনীয়ে নতুন সাজপাৰ পিন্ধি পকাধানৰ পথাৰলৈ যায়। পথাৰত ধানকেইগোছ কটাৰ আগমুহূৰ্তত ঘৰৰ মুৰব্বীজনে শ্লোক-মন্ত্ৰ গায় আৰু ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথম ধানৰ গোছ লোৱা ঠাইডোখৰৰ পৰা তিনি বা পাঁচ গোছ ধান কাটে। ধান কাটি কাচিখন ধুই পখালিহে ঘৰলৈ আনে। ইয়াৰ পিছত কটা ধানকেইগোছ দোণটোত আগলতি কলপাতত লৈ নতুন কাপোৰেৰে ঢাকি ঘৰলৈ আনি বৰঘৰৰ বৰখুঁটাৰ ওচৰত থয়হি। কোনো কোনোৱে সেইদিনা গাৱঁৰ মুখিয়ালজন বা ঘৰৰ মুখিয়ালজনৰ দ্বাৰা লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰি পূজাৰ নামত হাঁহ বা বগী কুকুৰা কাটে। ইয়াৰ পিছত ধান কেইগোছ বৰঙা খেৰেৰে বৰখুঁটাতে বান্ধি থয়। পূজাত মদ, ভাত, পিঠাগুড়ি দিয়াৰ নিয়ম। পূজাৰীজনেও পঞ্চদেৱতালৈ বুলি মদ-ভাত আগ কৰে। এই উৎসৱৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল যে আঘোণৰ এই কৃষি উৎসৱবোৰ পতাৰ আগতে প্ৰতিঘৰ কাৰ্বি গৃহস্থই মুখিয়ালজনৰ হতুৱাই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰে 'বীৰকিলুত' মাতি নিজৰা বা দোঙৰ পাৰত শুচি হ'ব লাগে।

আকিমি আনকিছ ঃ

অন্যান্য কৃষিজীৱী সমাজৰ দৰে কাৰ্বিসকলে খেতি চপোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ গিয়াতিক নিমন্ত্ৰণ কৰি সকলোৱে নতুন ধানৰ চাউলেৰে ন ভাত খোৱাকে 'আকিমি আনকিছ' (নোৱান) বোলে। এই পৰ্ব দীঘলীয়া আৰু গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰতে আয়োজন কৰে। গাঁওবুঢ়াৰ পথাৰলৈ গৈ লক্ষ্মী আইৰ নামত পূজা আগবঢ়োৱাৰ লগতে গৰখীয়া দেওশাল আৰু যাঠী কিৱাৰ উৎসৱৰ মাজেদি গাৱঁৰ ডেকা-গাভৰু, গৰখীয়াই লগলাগি ধান কটা, মৰণা মৰা, তোম বন্ধা কামবোৰ কৰি তোমবিলাক গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰলৈ আনে। ইয়াৰ পিছত গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত সকলোৱে গধূলি লক্ষ্মীৰ নামত স্তুতিমূলক গীত গাই ন ভাত খায়। এই উৎসৱত গোৱা গীত সমূহ এনেধৰণৰ -

"অ ..... প্ৰুলে ইয়াং
ৰুলে ইয়াং অবা প্ৰুলে ইয়াং
প্ৰুলে ইয়াং পুকে
কোন চমাৰ জাং প্লাং লাং
প্ৰুলে ইয়াং পুলে লই।
প্ৰুলে ইয়াং ৰুলে ইয়াং অ' .....
বা প্ৰুলে ইয়াং প্ৰুলে লাং কি ফুকে
শুনি বা জাং প্লাং লাং

(পাটৰ, পদ্মঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৮০)

(ধান খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে উদ্ভাৱন কৰা জনক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। এতিয়া আমি ছাগলী কাটি সকলোৱে নতুন ধানৰ চাউলেৰে ভাত খাই নাচিম আৰু গীত গাম)

দুমাহী পে ঃ

ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলে দুমাহী পে (ব'হাগ বিহু) পালন কৰে। তেওঁলোকে মাঘবিহুক দুমাহী ছ' (সৰু দোমাহী) আৰু ব'হাগ বিহুক দুমাহী পে (বৰ দোমাহী) বোলে। কাৰ্বিসকলে চ'ত-ব'হাগৰ সংক্ৰান্তিত গৰুবিহু পাতে। কৃষিকাৰ্য্যৰ লগত জড়িত গৰুক লখিমী জ্ঞান কৰি সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ

বুৱাই বিদায় দিয়ক।)

এনেদৰে নৃত্য-গীতৰ সমানে সমানে চলি থকা ৰন্ধা-বঢ়াৰ কামোতো নাচনীসকলে সহযোগ কৰি দিয়ে। নৃত্যৰ শেষত অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা সকলোৱে ভোজ-ভাত খায়। এই ভোজত হৰলাং (মদ) ৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক।

ৰল কেটেৰ ঃ

কৃষিকৰ্মৰ বাবে পানী অপৰিহাৰ্য। কৃষিজীৱী লোকসকলে পানীৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ ঘাইকৈ বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু বৰষুণ কামনা কৰি নানা উৎসৱ-পাৰ্বণ পালন কৰে। কাৰ্বিসকলেও কৃষিকৰ্মৰ বাবে বৰ্ষাদেৱীৰ পূজা 'ৰল কেটেৰ' পালন কৰে। এপ্ৰিল মাহ অৰ্থাৎ বছৰৰ আৰম্ভণিতে উদ্‌যাপন কৰা 'ৰল কেটেৰ' কাৰ্বিসকলৰ বাৰ্ষিক উৎসৱ। এই উৎসৱ কাৰ্বিসকলৰ পূৰণি ৰাজধানী 'ৰংহাংৰংবং' ত শুক্লপক্ষত ৰাজকীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াত ৰাজন্যবৰ্গই আগস্থান পোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰজাৰ স্থান তেনেই নগণ্য। এই উৎসৱৰ পূজা-উপাসনাৰ সকলোবোৰ কাম কাথাৰপে (পুৰোহিত) সমাপন কৰে। সকলোৱে হে বৰষুণ কামনা কৰি কাথাৰপেই ভগৱানৰ ওচৰত স্তুতি কৰে। এই স্তুতিমূলক গীত কাথাৰপৰ বাদে অন্যলোকে গোৱাটো নিষিদ্ধ। ৰল কেটেৰ উৎসৱত কাথাৰপে গোৱা তেনে এফাঁকি গীত হ'ল এনেধৰণৰ -

"চি চি মানে নে
চি চি নাংহাং জে
বাংবৰ ৰূৱে হাজেং -"

(লেখাৰু, জিতুকুমাৰঃ অসমৰ লোক-উৎসৱ আৰু লোক-সংস্কৃতি, পৃ ৬৭)

(ভাবাৰ্থঃ হে বতৰৰ বাৰ্তাবাহক ঝিলিসকল, তোমালোকে গীতৰ মূৰ্ছনাৰে বৰ্ষাদেৱীক পৃথিৱীলৈ নমাই অনা) এই গীত গোৱাৰ পাছতে ৰাতি বিজুলী-চেৰেকণিৰে বৰষুণ নামি আহে বুলি কাৰ্বিসমাজত বিশ্বাস।

ৰেত কিনং আলুন ঃ

ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে ৰেত কিনং আলুন (আবা-কুৰা) নামৰ এক কৃষিভিত্তিক নৃত্য-গীতৰ অনুষ্ঠান পালন কৰে। ই মাটি চহ কৰাৰ লগত সম্পৰ্কিত। আগতে এই উৎসৱ ঝুমখেতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল। ডেকা-গাভৰুৱে মিলি

ঝুমখেতিৰ তলিতে যি নৃত্য কৰিছিল সেয়াই হৈছে আবা-কুৰা। ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে শালিখেতি কৰে যদিও ঝুমখেতিৰ কথাও একেবাৰে পাহৰি যোৱা নাই। তেওঁলোকে বসবাস কৰা ওচৰত পাহাৰ থাকিলে এতিয়াও ঝুমখেতিৰ প্ৰচেষ্টা চলায়। অসমৰ অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে কাৰ্বিসকলেও শস্য পথাৰত নমাৰ আগতে এই উৎসৱ পালন কৰে। কাৰণ খাদ্যৰ বাবেই তেওঁলোকে মাটি চহ কৰি আই বসুমতীক আঘাত দিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে নিজকে দোষী অনুভৱ কৰে। সেয়ে তেওঁলোকে শস্যৰ তলিত হাল-কোৰ জোৰাৰ আগতে দায়-দোষ নধৰিবৰ বাবে আই বসুমতীৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰে এনেদৰে - 'হে বসুমতী আই, প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে খেতি কৰিবলৈ তোমাৰ বুকুত হাল কোৰ বাইছোঁ। তোমাক অনেক কষ্ট দিছোঁ। আমাক দায়-দোষ নধৰিবা। শাওপাত নিদিবা।' (পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.)ঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭৯) এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে শস্যতলীত কৃষিকেন্দ্ৰিক নৃত্য-গীতৰ আৰম্ভ কৰে। তেনে এটি গীত ইয়াত উল্লেখ কৰা হ'ল -

কুৰলে ইয়া অ' হ-ই
লাংহে ইয়া অ'হ-ই
কুৰলে ইয়া হই হই হই
এ উলাং হে হে ইয়া অ' হায় দেই
অ' উলাং হে হে ইয়া অ'হায় দেই
উলাং হে হে ইয়া অ' হায় দেই
উলাং হে ইয়া হায়।
এ ছেং কান্ আৰতৰ জাল হেং কে মাপ আখেতি পাং নিঞে
ঞে নি জাৰ দৈ আবাং হে
এ ছেং হান্ মাং ৰেং বোল কে দুক্ৰা মাং ৰেং জ
কে মা পৎ আখেতি পাং নিঞে
ঞে নিজাৰ দৈ আবাং হে।
এ উলাং ....
উলাং হে ইয়া হে হায়।

এ এয়াং লে মাৰাং কে মাগোৰ পে লুং ক্লাল
এ জাৰ দি চি কম লাং এ নিজাৰ দি আবাং হে
কুৰ্‌লে ....
কুৰ্‌লে ইয়া হই হ - ই।
(পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.)ঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৭৯-৩৮০)

(আমি ঝুমখেতি কৰিবলৈ লৈছোঁ। হে শস্যৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা, আমাক আশীৰ্বাদ কৰা যাতে ভালদৰে খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু শস্যৰে আমাৰ শস্যভৰা নদন বদন হৈ উঠে। আহা ভাইহঁত, আমি সকলোৱে উলাহেৰে খেতি কৰোঁ।)

চকআগ কিৱান বা চক আলন কিৱান ঃ

ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলে পালন কৰা আন এটা কৃষিসমন্ধীয় উৎসৱ হৈছে চকআগ কিৱান বা চক আলন কিৱান। অৰ্থাৎ ধানৰ আগ অনা পৰ্ব। এই পৰ্ব কাৰ্বিসকলে বহু ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে পালন কৰে। এজনী অকুমাৰী ছোৱালীয়ে ধানৰ আগ অনা পৰ্বত আগ ভাগ লয়। ঘৰৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত ৰাতিপুৱাতে ছোৱালীজনীয়ে নতুন সাজপাৰ পিন্ধি পকাধানৰ পথাৰলৈ যায়। পথাৰত ধানকেইগোছা কটাৰ আগমুহূৰ্তত ঘৰৰ মুৰব্বীজনে শ্লোক-মন্ত্ৰ গায় আৰু ছোৱালীজনীয়ে প্ৰথম ধানৰ গোছ লোৱা ঠাইডোখৰৰ পৰা তিনি বা পাঁচ গোছ ধান কাটে। ধান কাটি কাচিখন ধুই পখালিহে ঘৰলৈ আনে। ইয়াৰ পিছত কটা ধানকেইগোছ দোণটোত আগলতি কলপাতত লৈ নতুন কাপোৰেৰে ঢাকি ঘৰলৈ আনি বৰঘৰৰ বৰখুঁটাৰ ওচৰত থয়হি। কোনো কোনোৱে সেইদিনা গাৱঁৰ মুখিয়ালজন বা ঘৰৰ মুখিয়ালজনৰ দ্বাৰা লক্ষ্মী পূজা আয়োজন কৰি পূজাৰ নামত হাঁহ বা বগী কুকুৰা কাটে। ইয়াৰ পিছত ধান কেইগোছ বৰঙা খেৰেৰে বৰখুঁটাতে বান্ধি থয়। পূজাত মদ, ভাত, পিঠাগুড়ি দিয়াৰ নিয়ম। পূজাৰীজনেও পঞ্চদেৱতালৈ বুলি মদ-ভাত আগ কৰে। এই উৎসৱৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল যে আঘোণৰ এই কৃষি উৎসৱবোৰ পতাৰ আগতে প্ৰতিঘৰ কাৰ্বি গৃহস্থই মুখিয়ালজনৰ হতুৱাই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰে 'ৰীৰকিলুত' মাতি নিজৰা বা দোঙৰ পাৰত শুচি হ'ব লাগে।

আকিমি আনকিছ ঃ

অন্যান্য কৃষিজীৱী সমাজৰ দৰে কাৰ্বিসকলে খেতি চপোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ গিয়াতিক নিমন্ত্ৰণ কৰি সকলোৱে নতুন ধানৰ চাউলেৰে ন ভাত খোৱাকে 'আকিমি আনকিছ' (নোৱান) বোলে। এই পৰ্ব দীঘলীয়া আৰু গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰতে আয়োজন কৰে। গাঁওবুঢ়াৰ পথাৰলৈ গৈ লক্ষ্মী আইৰ নামত পূজা আগবঢ়োৱাৰ লগতে গৰখীয়া দেওশাল আৰু যাঠী কিৱাৰ উৎসৱৰ মাজেদি গাৱঁৰ ডেকা-গাভৰু, গৰখীয়াই লগলাগি ধান কটা, মৰণা মৰা, তোম বন্ধা কামবোৰ কৰি তোমবিলাক গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰলৈ আনে। ইয়াৰ পিছত গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত সকলোৱে গধূলি লক্ষ্মীৰ নামত স্তুতিমূলক গীত গাই ন ভাত খায়। এই উৎসৱত গোৱা গীত সমূহ এনেধৰণৰ -

"অ ..... প্ৰুলে ইয়াং
ৰুলে ইয়াং অবা প্ৰুলে ইয়াং
প্ৰুলে ইয়াং পুকে
কোন চমাৰ জাং প্লাং লাং
প্ৰুলে ইয়াং পুলে লই।
প্ৰুলে ইয়াং ৰুলে ইয়াং অ' .....
বা প্ৰুলে ইয়াং প্ৰুলে লাং কি ফুকে
শুনি বা জাং প্লাং লাং
(পাটৰ, পদ্মঃ জনজাতি সমাজ-সংস্কৃতি, পৃ. ৩৮০)

(ধান খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে উদ্ভাৱন কৰা জনক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছোঁ। এতিয়া আমি ছাগলী কাটি সকলোৱে নতুন ধানৰ চাউলেৰে ভাত খাই নাচিম আৰু গীত গাম)

দুমাহী পে ঃ

ভৈয়ামত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলে দুমাহী পে (ব'হাগ বিহু) পালন কৰে। তেওঁলোকে মাঘবিহুক দুমাহী ছ' (সৰু দোমাহী) আৰু ব'হাগ বিহুক দুমাহী পে (বৰ দোমাহী) বোলে। কাৰ্বিসকলে চ'ত-ব'হাগৰ সংক্ৰান্তিত গৰুবিহু পাতে। কৃষিকাৰ্য্যৰ লগত জড়িত গৰুক লখিমী জ্ঞান কৰি সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ

কামনাৰে গৰুবিহুৰ দিনা গো-সেৱা কৰে। গো-পূজাৰ লগত জড়িত নানা লোকাচাৰ সেইদিনা তেওঁলোকে পালন কৰে। সেইবিলাকৰ ভিতৰত বাঁহৰ কাঠীত বিভিন্ন ফুলৰ মালা গাঁথি গৰুক পিন্ধোৱা, পিঠাগুড়িৰে কপাল আৰু পিঠিত ছাপ দিয়া; শিঙ আৰু গাত মাহ-হালধি-এলান্ধু-মিঠাতেল মিহলি কৰি সনা; দীঘলতি-মাখিয়তীয়ে কোবাই নৈ বা ঘাটত গৰুক গা-ধুৱাবলৈ পানীত নমোৱা; চাট্ৰ পৰা লাও-বেঙেনা, হালধি, থেকেৰা গালৈ মাৰি আশীৰ্বাদ দি গৰুৰ দীঘায়ু কামনা কৰা আদি উল্লেখযোগ্য। গৰু গা-ধুৱা কাৰ্য্যত বৰগৰখীয়া আৰু সৰুগৰখীয়াই বিশেষভাৱে আগ-ভাগ লয়। গা-ধুৱাওঁতে পুৰণি পঘাডাল উটুৱাই ঘৰৰ পৰা নিয়া নতুন পঘাডাল বেলেগৰ লগত সলনি কৰাৰ নিয়ম। উভতি আহোঁতে পাত্ৰ এটাত নৈৰ পানী আনি ঘৰৰ চাৰিওফালে তুলসীৰে ছটিয়াই দিয়ে। গধূলি গৰুক এৰাঁসূতা, দুবৰি, তুলসী মেৰিয়াই নতুন পঘা দিয়ে। নৈ বা ঘাটৰ পৰা উভতাই অনা দীঘলতি-মাখিয়তী, চাট্ গোহালি আৰু দুৱাৰ মুখৰ চালত গুজি ৰখা হয়। তেনে কৰিলে অপায়-অমঙ্গল, বেমাৰ-আজাৰ নহয় বুলি কাৰ্বিসকলৰ মাজত বিশ্বাস। গো-পূজাৰ উপৰিও বিচনীৰে 'বা' লোৱা, নুমপে (থাপনা) ত চাকি-বন্তি জ্বলাই ইষ্টদেৱতাক স্মৰণ কৰা, বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আশীৰ্বাদ লোৱা আদি লোকাচাৰো সেইদিনা পালন কৰে। গৰুবিহুৰ পিছদিনা মানুহ বিহু। সেইদিনা ভাগিনীয়েকহঁতে মোমায়েকহঁতক মান ধৰা, প্ৰতিঘৰতে পূৰ্বপুৰুষৰ নামত চাৰকিদুং (পিণ্ডদিয়া) অনুষ্ঠান পতা, গাভৰুবিলাকে এশ-এবিধ শাক বিচাৰি ঘৰে ঘৰে বিলোৱা আদি ৰীতি-নীতিবিলাক পালন কৰে। মানুহবিহু দিনা সকলোৱে একত্ৰিত হৈ প্ৰথমে গাওঁবুঢ়াৰ ঘৰতে দুমাহী আলুন-কেকান (দুমাহী গীত-নৃত্য) আৰম্ভ কৰে। এই নৃত্য-গীত গাঁৱখনত ছদিনৰ ভিতৰত গাই শেষ কৰে। ব'হাগ বিহুৰ হুঁচৰি দৰেই দুমাহী কেকান গাঁৱখনৰ প্ৰতিঘৰতে গাই গৃহস্থক আশীৰ্বাদ কৰে। আৰা-কোৰা (বেতকিনং আলুন) গীতসমূহো 'দুমাহী পে' ত গোৱা হয়। এই নৃত্য-গীতে কৃষি ভূমিৰ উৰ্বৰা শক্তি বঢ়াই বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে।

উপসংহাৰ ঃ

এই উৎসৱ পাৰ্বণসমূহৰ উপৰিও লখিমী আদৰা উৎসৱ 'চকেৰয়', 'পুৱাবন্ধা' (তোম বন্ধা) আদিৰ দৰে দুই এটা অনুষ্ঠানো তেওঁলোকে পালন কৰে। পুৱাবন্ধা আৰু নোৱান পৰ্ব কাৰ্বিসকলে একেলগে কৰে। খেতিৰ বিভিন্ন স্তৰত পালন কৰা এই উৎসৱ-পাৰ্বণ সমূহত তেওঁলোকৰ ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণা, ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আদিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। ইয়াৰ উপৰিও দুই এটা উৎসৱত পৰিৱেশিত গীত-মাত সমূহে তেওঁলোকৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। বহু সময়ত এনে উৎসৱ-পাৰ্বণ সমূহত আন সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিলেও তেওঁলোকে নিজস্ব ৰীতি-নীতি, ধ্যান-ধাৰণাৰে উৎসৱ-পাৰ্বণসমূহ পালন কৰি জাতীয় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ

ক) টেৰণ, লংকাম ঃ মিকিৰ জনজাতি
অসম সাহিত্য সভা, চন্দ্ৰ কান্ত সন্দিকৈ ভৱন, যোৰহাট, অসম, ১৯৬১

খ) তালুকদাৰ, ধ্ৰুৱকুমাৰ ঃ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক-উৎসৱ
বনলতা, পাণবজাৰ, গুৱাহাটী, ২০০৪

গ) পাটৰ, পদ্ম (সম্পা.) ঃ জনজাতি সমাজ সংস্কৃতি
ৰিচাং পাব্লিকেশ্বন, গুৱাহাটী, ২০০৮

ঘ) বৰগোহাঞি, যতীন্দ্ৰ কুমাৰ ঃ অসমৰ উৎসৱ আৰু পূজা
জে. বি. কলেজ ৰোড, যোৰহাট অসম, ২০০৪

ঙ) বৰদলৈ, বুলন চন্দ্ৰ ঃ কাৰবি জাতিৰ ইতিবৃত্ত কিৰণ প্ৰকাশ, ডিফু, কাৰবি আংলং, ১৯৮২

চ) বুজৰবৰুৱা, পল্লৱী ডেকা (সম্পা.) ঃ প্ৰসংগ ঃ অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি আৰু হাজৰিকা, জ্যোতিৰেখা
বনলতা, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, ২০১২